উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৩১১.০১ (-১৪৮.১৪)

নিফটি : ২৫,৫০৯.৭০ (-৮৭.৯৫)

ভোট পড়ল ৬৪ শতাংশ

মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই মিটল বিহারের প্রথম দফার ভোটপর্ব। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভোট পড়েছে ৬৪.৪৬ শতাংশ। » ৭

মমতার সাফাই

যতক্ষণ না রাজ্যের সব মানুষ এসআইআর ফর্ম ফিলআপ করছেন, ততক্ষণ তিনিও কোনও ফর্ম ভরবেন না বলে জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৮°	৩১°	১৯°	৩১°	১৯°	২৮°	১৭°

অজি-বধের স্ক্রিপ্ট লিখলেন অক্ষর » ১১

২০ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 7 November 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 168

উত্তরের খোঁজে

রিচাদের নিয়ে উচ্ছ্বাস শেষে কিছু তিক্ত প্রশ্ন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির হাতি মোড়ে রিচা ঘোষদের বাড়ির সামনেই একটা মূর্তি রয়েছে চারু মজুমদারের। পাশের রাধাচূড়া গাছের ফাঁক দিয়ে হৈমন্তী রোদ এসে যখন মূর্তির উপর পড়ে, তখন সাধারণ মূর্তিটিকে অসামান্য দেখায়। এখন সামনের সাধারণ বাড়িটিকেও।

রিচার বাড়ির দু'দিকে দুটো বিশাল ওষুধের দোকান। ভিড় লেগেই। কোনও তরুণ সাংবাদিক যদি সেই ভিড়ে ঝুম হাতে গণহারে জিজ্ঞেস করেন, রিচার বাড়ি চেনেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধেয়ে আসবে ভুল উত্তর। অথবা শূন্য চোখে তাকানো।

আমাদের মেয়েরা বিশ্বকাপ জেতার পর শিলিগুড়িতে বিচার বাড়ির সামনের মোড়ে বেশি নাচানাচি হয়নি। নাচানাচি যা হয়েছে তা হাসমি চকে। চিরাচরিত জায়গায়। যেখানে মজা মুখ্য। বিশ্বজয়ে বাংলার একমাত্র অংশীদারের বাড়িকে তুলে ধরা মুখ্য নয়। রিচার সাফল্য কিন্তু এই প্রথম নয়। তখন এমন উচ্ছ্বাস দেখাননি কেন শহরবাসী?

ওই দুটো জায়গার মাঝে কাছারি রোড পোস্ট অফিস মোড়। সেখানকার সরকারি আবাসন থেকে শিলিগুড়িরই মেয়ে মধুমিতা গোস্বামী কত কষ্টে উঠে এসেছিলেন জাতীয় সার্কিটে, সাতবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন ব্যাডমিন্টনে। মনে আছে শিলিগুড়ি?

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের বাইরে গোষ্ঠ পালের মূর্তি থেকে আপনি হাঁটা লাগালেন ভুটিয়া মার্কেটের দিকে। ডানদিকে স্টেডিয়ামের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো মুখ আঁকা হয়েছিল বহুদিন আগে। ঋদ্ধিমান সাহা এবং রিচা ঘোষ। ধূলিধূসরিত, আবছা হয়ে আসা মুখ। রিচা প্রথম বাঙালি সিনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ভেবেছিলাম বেশ কিছু মালা পড়বে সেখানে। ছবিটি আরও পরিষ্কার আঁকা হবে। সে তো হলই না, বরং তাঁর ছবির সামনে অজস্র বাইক রাখা।

এরপর দশের পাতায়

রিপোর্ট তলব নবান্নের

চক্রান্তের শিকার, দাবি বিডিও'র

নিউজ ব্যুরো

৬ নভেম্বর : স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে এক বিডিও'র নাম জড়িয়ে যাওয়ায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট চাইল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ) দপ্তর। ওই বিডিও'র নাম প্রশান্ত বর্মন। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের বিডিও'র একই নাম। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেক থানায় অপহরণ ও খুনের অভিযোগ দায়েরের তথ্য অস্বীকার করছেন না। তবে ওই অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা বলে তাঁর দাবি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদকে রাজগঞ্জের বিডিও বলেন, 'আমি চক্রান্তের শিকার হয়েছি। একশ্রেণির অসাধু লোকজনের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এঁরাই এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তবে আইন-আদালত খোলা আছে।' তবে শুধু দত্তাবাদে নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার পরিবার নয়, একদল ঠিকাদার বৃহস্পতিবার তাঁর গ্রেপ্তারি দাবি করে।

রহস্যের জট

- নিউটাউনে প্রশান্তর বাড়িতে কুকুর দেখাশোনার কাজ করতেন অশোক কর
- তিনি সোনা চুরি করেছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছেন
- স্বপন কামিল্যা ও অশোক করকে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন প্রশান্ত
- রাজগঞ্জের বিডিও দাবি করেছেন, বিধাননগর পুর এলাকায় তাঁর কোনও বাড়ি নেই

রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে ওই ঠিকাদাররা বিক্ষোভও দেখান। ''দুর্নীতিগ্রস্ত বিডিও'র গ্রেপ্তার চাই, বকেয়া টাকা ফেরত দাও'' ইত্যাদি স্লোগান ওঠে। ঠিকাদারদের অভিযোগ, রাজগঞ্জে বিডিও পদে প্রশান্ত বর্মন যোগ দেওয়ার পর থেকে অনিয়ম বেড়েছে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বহু ঠিকাদার ও শ্রমিক। বকেয়া না পেয়ে তাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে।

এই ডামাডোলের মধ্যে প্রশান্তর বিরুদ্ধে মারধরের আরেক অভিযোগ করেছেন দত্তাবাদ এলাকার বাসিন্দা অশোক কর। তিনি নিজেকে নিউটাউনে প্রশান্তর বাড়িতে কুকুর দেখাশোনার কর্মী বলে দাবি করেছেন। যে সোনার খোঁজে প্রশান্ত স্বপন কামিল্যার দোকানে হানা দিয়েছিলেন, সেই সোনা তিনি চুরি করেছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে অশোক বৃহস্পতিবার স্বীকার করেন।

তাঁর কথায়, '৮ মাস আগে গয়না চুরি করেছিলাম। প্রশান্তবাবু জানতে পেরে আমাকে মারধর করেন। আমি স্বীকার করি। এরপর আমাকে ও স্বপন কামিল্যাকে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা হয়। আমাকে ও স্বপনবাবুকে বেল্ট দিয়ে মারেন উনি। লাথিও মারা হয়। আমার গোটা শরীরে দাগ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছে পুলিশ। আমি বাড়িতেই আছি।'

অশোক জানান, চুরি করা সোনার গয়না তিনি স্বপনকে দিয়েছিলেন। তিনি গয়নাগুলি পরীক্ষা করার পর জানাবেন বলে বলেছিলেন। অশোকের ভাষায়, 'এর মধ্যে শুনলাম উনি খুন হয়েছেন।' বিধাননগর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার তদন্তে দত্তাবাদে গিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

ডায়না সেতুর কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছে হাতির দল। বৃহস্পতিবার। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

এডিশন স্পেশাল

সৈকতে আশা-আশঙ্কা দুই-ই

» চারের পাতায়

স্বচ্ছ ইমেজে বাজিমাত মিলনের

» চারের পাতায়

ভোটের অঙ্কে চেয়ারে মনোজ

» চারের পাতায়

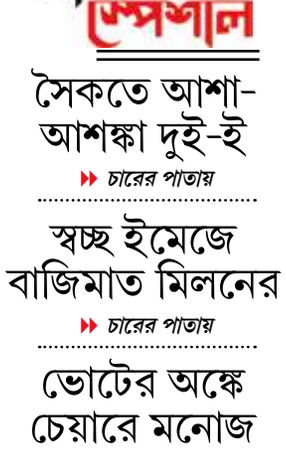

সৈকতের হাতে জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : এসআইআর চলাকালীন জেলার তিন পুরসভার প্রশাসনিক পদে রদবদল করল তৃণমূল। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো। ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়কে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হলেন সোমেশ (ঝুলন) সান্যাল। অপরদিকে, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি আগেই ছিলেন। সেখানে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে মিলন ছেত্রীকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে তিন পুরসভার নতুন ও পুরোনো চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠক শেষে রদবদলের খবর জানিয়ে দেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তিন পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান শপথ নেবেন।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পদে পাপিয়া পাল থাকলেও বকলমে ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ই পুর প্রশাসনের যাবতীয় কাজকর্ম সামলাতেন। যে কোনও সমস্যা সামলাতে বা সিদ্ধান্ত নিতে সৈকতকে প্রথমসারিতে দেখা যেত। এদিন পুর প্রশাসনে রদবদলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও পাপিয়া আসেননি।

জেলা তৃণমূল অফিসে তিন পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সঙ্গে জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। বৃহস্পতিবার।

পদের অঙ্ক

- বয়সের কারণে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারীকে সরানোর কথা হয়েছিল আগেই
- মাল পুরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে মিলন ছেত্রীকে বেছে নেওয়ার পেছনে নেপালি ভোটের অঙ্ক কাজ করছে
- স্বপন সাহার ঘনিষ্ঠ হয়েও এই অঙ্কেই বাজি মারলেন মিলন
- জলপাইগুড়িতে পাপিয়া পাল চেয়ারপার্সন থাকলেও ছড়ি ঘোরাতেন সৈকতই

জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে যে পরিবর্তন আনতে চলেছে তৃণমূল তা বেশ কয়েক মাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল। ময়নাগুড়ি ব্লক-১ সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি পদ থেকে মনোজ রায়কে সরিয়ে দেওয়ার সময় থেকেই শোনা যাচ্ছিল তিনি এবার চেয়ারম্যান হতে চলেছেন। মাল পুরসভায় গত ফেব্রুয়ারিতে চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়িকে বসিয়েছিল দল। তার এক মাসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করার কথা থাকলেও তা নিয়ে তৃণমূল কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। প্রায় আট মাস পরে মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান করা হল মিলনকে।

এদিন দুপুর থেকেই তিন পুরসভার প্রশাসনিক পদে রদবদলের খবর দলীয় কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। বিকেলে জেলা সভানেত্রী দলীয় কার্যালয়ে চলে আসেন। ময়নাগুড়ি পুরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যান, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানরাও আসেন। আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মিলনও। বিদায়িরা নিজেদের পদত্যাগপত্র জেলা সভাপতির কাছে জমা দেন।

এরপর দশের পাতায়

স্কুল শুরু 'বাংলার মাটি' গানে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' এখন স্কুলে গাওয়া বাধ্যতামূলক। ক্লাস শুরুর আগে সব স্কুলে গানটি বাধ্যতামূলকভাবে গাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সচিব সুব্রত ঘোষ বলেন, 'প্রার্থনাসভায় রাজ্য সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্কুলগুলিকে তা মানতে হবে।' এতদিন স্কুলগুলিতে নিজস্ব সংগীতের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী কখন জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

যদিও পর্ষদের এক কর্তা বলেন, 'প্রার্থনাসভায় স্কুলগুলি প্রথমে নিজস্ব পছন্দের কোনও গান গাইত। তারপর জাতীয় সংগীত গাওয়া হত। এবার থেকে স্কুলগুলি তাদের নিজস্ব গানের পর রাজ্য সংগীত ও জাতীয় সংগীত গাইবে। এই নিয়ে বিতর্কের

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ

কিছু নেই।' পর্ষদ কর্তার কথা অনুযায়ী, ক্লাস শুরুর আগে তিনটি গানও গাইতে হতে পারে।

এই নির্দেশিকা নিয়ে শিক্ষাবিদদের প্রতিক্রিয়া তীব্র। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'প্রার্থনা সংগীত হিসেবে এই গান গাওয়া যেতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের এই গানের সঙ্গে বাঙালির আবেগ জড়িয়ে আছে। কিন্তু সরকার সবকিছু চাপিয়ে দিতে পারে না। তাই বাধ্যতামূলক করা মেনে নিতে পারি না।'

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, 'অনুপ্রেরণাদায়ক বহু প্রাসঙ্গিক সংগীত রয়েছে। সেই নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু যেন মনে হচ্ছে প্রতিযোগিতায় আমাদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নত করার জন্য যা করণীয়, তা করা হচ্ছে না। বদলে যা করা হচ্ছে, তার মূল্য কী?'

বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে তৃণমূল বাঙালি ভাবাবেগকে উসকে দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। বাঙালি অস্মিতাকে ভোটের অস্ত্র করে তুলছে। ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর নিয়েও বাঙালি ভাবাবেগকে উসকে দিতে মরিয়া রাজ্যের শাসকদল।

রাজ্য সংগীতকে স্কুলে বাধ্যতামূলক করার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকাকে এই আবহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৩ সালেই গানটিকে রাজ্য সংগীত হিসেবে ঘোষণা করার পর এতদিন শুধু সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান শুরুর আগে গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল নবান্ন। তখনও স্কুলের জন্য নির্দেশিকা ছিল না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকায় রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও

এরপর দশের পাতায়

হাতি দেখতে ঝুঁকি নিয়ে নাইট সাফারি

শুভদীপ শর্মা ও রহিদুল ইসলাম

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ৬ নভেম্বর : কখনও জঙ্গলের পথে আবার কখনও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে বেরিয়ে পড়া বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতি দেখাতে পর্যটকদের নিয়ে রাতভর 'নাইট সাফারি' চলছে। কখনও রিসর্ট কর্তৃপক্ষ, কখনও ছোট গাড়ি, কখনও বা স্রেফ টোটোচালকরা এ ধরনের সাফারির ব্যবস্থা করছেন। আর এ ধরনের সাফারি চলার সময় হাতির তাড়ায় পর্যটকরা দুর্ঘটনায় পড়েছেন বলে বন দপ্তরের কাছে খবর রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই প্রবণতা বন্ধ করতে দপ্তর এবারে অবশ্য উদ্যোগী হয়েছে। অবৈধ এই প্রবণতা বন্ধ করতে বেশ কয়েকটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্কতা না মানলে আগামীতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

চালসা রেঞ্জের সাউথ ইনডং যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য ইরশাদ আলি বলেন, 'সন্ধ্যা নামতেই হাতি প্রতিদিন লোকালয়ে বের হয়ে আসছে। হাতি তাড়াতে সবাই যখন হিমসিম খাচ্ছেন সেই সময় বহু পর্যটক হাতির সামনে চলে যাচ্ছেন। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'এই ধরনের ঘটনা রুখতে রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এরপরও কেউ একাজে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিপদের আশঙ্কা

- উত্তর ধূপঝোরা সরস্বতী বনবস্তি, দক্ষিণ ধূপঝোরায় হাতি চলে আসছে
- সেই খবর আগেই আশপাশে থাকা বিভিন্ন রিসর্ট, ছোট গাড়ি ও টোটোচালকরা পাচ্ছেন
- জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখতে আসা পর্যটকদের এই হাতি দেখিয়ে বাড়তি রোজগার করা হচ্ছে
- একাজ করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, কড়া সতর্কতা বন দপ্তরের

ধান পাকার মরশুম শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া মাটিয়ালি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা সরস্বতী বনবস্তি,

এরপর দশের পাতায়

জুতোর মালা গলায় বিজেপির বিএলএ।

মাথাভাঙ্গায় বিএলএ-কে জুতোর মালা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৬ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গাজুড়ে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা। এসআইআর চলাকালীন বিজেপির বিএলএ-২'কে মারধর করে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিএলও-র চোখের সামনে গোটা ঘটনা ঘটলেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, স্থানীয় বিএলও নিজেই তৃণমূল নেতার ভাই। তাঁর নীরব দর্শক হয়ে থাকার কারণও সেটাই। ঘটনায় এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ফটিক দাস, সুজন দাস ওরফে কেতা এবং খইমালা দাসের বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা শেখর রায়। এসআইআর চলাকালীন সরকারি নথি হাতে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির বিএলএ অপমানিত হওয়ায় এবং তাঁকে মারধর করে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ছাটখাটেরবাড়িতে।

নিগৃহীত বিজেপি বিএলএ-২ নিবাস দাসের বক্তব্য, এদিন সকালে ছাটখাটেরবাড়ি ২/২৩৯ বুথের এসআইআর-এর কাজে তিনি বিএলও নিশীথ রায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। গ্রামের ফটিক দাসের বাড়িতে পৌঁছোতেই ফটিক দাস ও সুজন দাস ওরফে কেতা তাঁর উপর চড়াও হন। এরপর খইমালা দাস এগিয়ে এসে তাঁর গলায় জুতোর মালা ঝুলিয়ে দেন এবং তাঁকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন। নিবাসের অভিযোগ, 'বিএলও নিশীথ রায়ের সামনেই আমাকে অপমান করা হয়েছে। তিনি কিছুই বলেননি। কারণ তিনি তৃণমূল পরিচালিত মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত রায়ের ভাই।'

বিজেপির জেলা এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য শেখর রায় বলেন, 'তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। সরকারি কাজে নিযুক্ত দলের প্রতিনিধিকে মারধর ও অপমান করা হচ্ছে, অথচ প্রশাসন নীরব। এই ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি।' শেখরের আরও অভিযোগ, 'বিএলও নিশীথ রায় প্রথম থেকেই পক্ষপাত দেখাচ্ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

আজ লাল কার্পেটে বরণ রিচাকে

বিশ্বকাপজয়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রিচার উদ্দেশে বলেছেন, 'তুমি যেখানেই যাও, কাপ নিয়ে আসো।' শিলিগুড়ির মেয়ের প্রশংসা এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।

ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : রাত পেরোলেই বাড়ি ফিরছেন তিনি। মহিলাদের ওডিআইয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রিচা ঘোষকে স্বাগত জানাতে তৈরি শহর শিলিগুড়িও। ২২ বছরের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে বরণ করতে আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। যা বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।

শুক্রবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন রিচা। বিশ্বকাপজয়ী মেয়েকে বরণ করতে মেয়র নিজে বিমানবন্দরে যাবেন। সঙ্গী হবেন রিচার বাবা-মা। বিমানবন্দর থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা লাগানো হুডখোলা জিপে রিচাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে পুরনিগমের। এই প্রসঙ্গে গৌতম দেব বলেছেন, 'আগামীকালের দিনটা শিলিগুড়ির জন্য খুব স্পেশাল হতে চলেছে। কাল বিশ্বকাপ জেতার পর রিচা প্রথমবার বাড়ি ফিরছে। এরকম দিন বারবার আসে না। রিচাকে বিমানবন্দর থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা লাগানো হুডখোলা গাড়িতে করে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসার ভাবনা রয়েছে আমাদের। আমি চাই, শিলিগুড়ির মানুষ কাল রিচাকে মন খুলে স্বাগত জানাক।'

বিকাল ৪টায় বাঘা যতীন পার্কে রয়েছে মূল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। যার জন্য রিচাদের বাড়ি থেকে বাঘা যতীন পার্কের গেট পর্যন্ত রাস্তা লাল কার্পেটে ঢেকে দেওয়া হবে। যার উপর দিয়ে হেঁটে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রিচা পৌঁছাবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেছেন, 'বাঘা যতীন পার্কের অনুষ্ঠানে রিচাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে পুরনিগমের তরফে। আশা করব,

এরপর দশের পাতায়

আলোয় সেজে উঠেছে রিচার বাড়ি। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

রাজ্য পুলিশে চাকরির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ২ নভেম্বর টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে প্রথমবার মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে

এরপর দশের পাতায়

ফর্ম পূরণ করতে পারবে পরিবারও

পরিযায়ীদের স্বস্তি দিল নির্বাচন কমিশন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : এসআইআর ঘোষণা হতেই চিন্তায় ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। যাঁরা ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের এসআইআরের জন্য এনুমারেশন ফর্ম কি বাড়িতে এসে পূরণ করতে হবে? এই প্রশ্ন অনেকেই করছিলেন। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিলেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'কোনও বৈধ ভোটার এসআইআরে বাদ যাবেন না। সবার নাম থাকবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ির লোকেরা তাঁদের ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। এছাড়াও কিউআর কোডের মাধ্যমেও ফর্ম পূরণ করা যাবে।' এদিন মনোজ ছাড়াও সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সহ কমিশনের দল এসআইআর সম্পর্কিত একটি বৈঠক করে ডুয়ার্সকন্যায়। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মনোজ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্তব্য করেন।

ফর্ম বিলি করছেন বিএলও। আলিপুরদুয়ারের সোনাপুরে। -সংবাদচিত্র

ফর্ম নিয়ে চা, পরিযায়ী শ্রমিকদের চিন্তা এতে অনেকটাই দূর হল বলে মনে করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতার বাসিন্দা সুনীল দাস যেমন জয়পুরে কাজ করেন। এদিন ওই কথা শুনে তিনি বলেন, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। তবে বাড়ির লোক ফর্ম পূরণ করতে পারলে আর চিন্তা নেই।' পুনেতে শ্রমিকের কাজে থাকা নিমতির বাসিন্দা পূরণ ওরাওঁ বলেন, 'ভেবেছিলাম এবার হয়তো বাড়ি যেতে হবে এসআইআরের জন্য। তবে এখন আর যেতে হচ্ছে না।'

'শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘের জেলা সম্পাদক কুশল চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, তাঁদের কাছে খবর রয়েছে নির্বাচন কমিশন অনলাইন ফর্ম পূরণের ব্যবস্থাও চালু করতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ বলেন, 'প্রয়োজন পড়লে আমাদের বিভিন্ন বুথের বিএলএ-২ সহ কর্মীরা গিয়ে ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করবেন।'

এদিন একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সুখবর দেওয়া হয় তেমনই আবার জেলার নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের কড়া বার্তাও দেওয়া হয়। কোনও ভুয়ো ভোটার যদি কোনওভাবে সংশোধিত ভোটার তালিকায় জায়গা পান, তাহলে সেই ভোটারের ফর্ম দেখার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের শাস্তি পেতে হবে বলে জানানো হয়। ফর্ম জমা দেওয়ার সময় কোনও কাগজ জমা দিতে হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

কোনও ভোটারের কাছেই কোনও কাগজ চাওয়া যাবে না। সব কাগজ দেখানোর প্রক্রিয়া হবে হিয়ারিংয়ের সময়। বিভিন্ন জায়গায় বিএলও-দের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দলের তরফে জানানো হয়, জেলা নির্বাচন আধিকারিকরা সমস্যাগুলির সমাধান করবেন।

মেধা তালিকায় ৪৯তম হর্ষ

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেসির (সিএ) পরীক্ষায় সর্বভারতীয় মেধাতালিকায় ৪৯তম স্থান অধিকার করলেন চামুর্চির ছাত্র হর্ষ মিত্তাল। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই এমন ফল করেছেন তিনি। হর্ষর সাফল্যে এখন তাই গোটা চা বলয়ে খুশির হাওয়া। হর্ষ বলছেন, 'মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে যে কোনও পরীক্ষায় সাফল্য মেলা সম্ভব। আমি যখন পেরেছি, অন্যরাও পারবেন।' ভবিষ্যতে কর্পোরেট জগতে প্রবেশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন হর্ষ। আর ছেলের কৃতিত্বে চোখে জল বাবা সঞ্জীবকুমার ও মা ববিতা মিত্তালের। দম্পতি বলছেন, ছোট থেকে হর্ষকে পড়তে বসার কথা বলতে হত না। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গিয়েছে। তাঁর পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, হর্ষর প্রারম্ভিক পড়াশোনা চামুর্চির সিটি অফ ফেথ নামে এক স্কুল থেকে। পরে ২০২১ সালে বিন্নাগুড়ির সেন্ট জেমস স্কুল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি সিএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন।

প্রয়াত চিকিৎসক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ নভেম্বর : এলাকার মৌলবাদীদের দাপটে মেয়েদের ফুটবল খেলা বন্ধ হতে বসেছিল। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ২০১৪ সালে বাল্যবন্ধু রেজা রাজিকে নিয়ে গ্রামের মাঠে মেয়েদের ফুটবল খেলার আয়োজন করেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার চণ্ডীপুর গ্রামের অশীতিপর ডাক্তার পীযূষকান্তি দাস। দীর্ঘ রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার ভোরে নিজের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

একসময় বাবার নির্দেশে উচ্চ বেতনের ডাক্তারি চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, শুধুমাত্র গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করবেন বলে। মাত্র ২ টাকা ভিজিটে গ্রামের মানুষের চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এলাকার মুশকিল আসানে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা দেখা যেত। প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘদিন এলাকায় সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। পীযূষকান্তি দাসের ভাগ্নি, ভারতীয় হ্যান্ডবল দলের প্রাক্তন অধিনায়িকা অনীতা রায় বলেন, 'তাঁর মৃত্যুতে গ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। গ্রামে খেলাধুলো থেকে শুরু করে নারী শিক্ষার বিষয়ে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।'

অ্যাফিডেভিট

6/11/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Santoshi Balmiki ও Mina Balmiki একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113603)

অ্যাফিডেভিট

আমি সহিদুল হক্, পিতা- বাচ্চা মিয়া, ছোট সিঙ্গিমারী, পো: পাতলাখাওয়া, থানা- পুন্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার, আমার নাম সহিদুল হক্ এবং বাবার নাম বাচ্চা মিয়া, ভুলবশ:ত জমির খতিয়ানে আমার নাম সহিদুল ইসলাম ও বাবার নাম ঝড়ু মহম্মদ হয়েছে। ১০/১২/২৪ তারিখে J.M. ফার্স্ট কোর্ট কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি সহিদুল হক্, পিতা- বাচ্চা মিয়া নামে পরিচিত হলাম।

●

আমি Subita Kujur পিতা মৃত Jogi Kujur আধার কার্ডে আমার নাম Sabita Kujur এবং জন্মসাল 1986 থাকায় গত ইংরাজী 29/10/25 জপলাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subita Kujur জন্মসাল- 1985 ও Sabita Kujur জন্মসাল- 1986 উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। Huldibari. Binnaguri. (A/B)

●

I, Jharna Das w/o Togendra Nath Das. In my husband's PPO book my DOB is 02/03/1977. But actual DOB is 12/08/1979. As per aadhaar and the affidavit of Alipurduar Executive magistrate 4/11/2025, all documents DOB is same. (C/119037)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি আশিঘরের পাশে কারখানার জন্য লেবার চাই। MB - 9475665570. (C/119033)

●

Beauty Salon-এ কাজের জন্য ১জন Beautician ও Helper মেয়ে চাই। 9832036768. (C/119035)

●

আবাসিক বিদ্যালয়ের পূর্ণ সময়ের শিক্ষক চাই। বিষয় - ইংরেজি, অঙ্ক, কম্পিউটার সায়েন্স ও খেলাধুলা। মালদা ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, ঠিকানা - সোনাঝুরি, পোঃ- ঝাড়পুকুরিয়া, মালদা। M - 9434511270/ 9733433300. (C/119036)

●

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ ছেলে ও মেয়ে চাই। বেতন: 8000+ প্রতিদিন 160 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময়- রোজ সকাল 9.30 টা থেকে রাত 9.30 টা। Phone- 9609055662. (C/119106)

●

শিলিগুড়ি, কিশনগঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি+খাবার ব্যবস্থা)। বেতন: 10,000/- - 11,500/-. (M) 8797633557. (C/119107)

e-Tender Notice

Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/BDO/NIT-013/2025-26. Last date of online bid submission 27/11/2025 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I..T No:- 1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-09/2025-26 MEMO No. 3250/JM DATE:17/10/2025
Tender ID : 2025_MAD_935789_1
Tender ID : 2025_MAD_935789_2
Tender ID : 2025_MAD_935789_3
Tender ID : 2025_MAD_935789_4
Tender ID : 2025_MAD_935789_5
Tender ID : 2025_MAD_935789_6
Tender ID : 2025_MAD_935789_7
Tender ID : 2025_MAD_935789_8
Tender ID : 2025_MAD_935789_9
Tender ID : 2025_MAD_935789_10
Tender ID : 2025_MAD_935789_11
Tender ID : 2025_MAD_935789_12
Tender ID : 2025_MAD_935789_13
Tender ID : 2025_MAD_935789_14
Tender ID : 2025_MAD_935789_15
Tender ID : 2025_MAD_935789_16
Tender ID : 2025_MAD_935789_12
Tender ID : 2025_MAD_935789_13
Tender ID : 2025_MAD_935789_14
Tender ID : 2025_MAD_935789_15
Tender ID : 2025_MAD_935789_16
Tender ID : 2025_MAD_935789_17
Tender ID : 2025_MAD_935789_18
Tender ID : 2025_MAD_935789_19
Tender ID : 2025_MAD_935789_20
Tender ID : 2025_MAD_935789_21
Tender ID : 2025_MAD_935789_22
Last date of bidding (On line) dated:- November 26, 2025 at 11:00 Hrs.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪১_২০২৫/কে/৯২৬; তারিখ: ০১-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ৪১_২০২৫। কাজের নাম ঃ (i) কাটিহার ডিভিশনে ২ ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

... ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩৯_২০২৫/কে/৯২২, তারিখ: ৩১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ৩৯_২০২৫, কাজের নাম: (ক) "কাটিহার ডিভিশনের একলাখী, আদিনা, গুড্ড মালদা, ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি এন্ড সিএইচজি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৩৮_২০২৫/কে/৯২১, তারিখ: ৩১-১০-২০২৫; ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহারে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪০_২০২৫/কে/৯২৫ তারিখ: ০১-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৪০_২০২৫। ... ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৩৫_২০২৫/কে/৯০৫; তারিখ: ৩০-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং ঃ ... ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহারে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৩৪_২০২৫/কে/৯০৪ তারিখ ৩০-১০-২০২৫। ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং সিওএম/পার্কিং/এমএলডিটি/সিপিআর৫/২০২৫, তারিখ ঃ ০৪.১১.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বারহারওয়া (বিএইচডব্লিউ), সুজনীপাড়া (এসপিএলই) ও রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-১২-২০২৫; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৯.১১.২০২৫, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্রম নং., লট নম্বর এবং স্টেশন যথাক্রমে ঃ- (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচডব্লিউ-এমএক্স-২৬-২৫-২; বারহারওয়া; (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-২৩-২৩-১; সুজনীপাড়া; (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪; রাজমহল; (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-১৪-২৫-১; রাজমহল; সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস- ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-217/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Alipurduar
PO- Alipurduar Court, Dist. Alipurduar, Pin- 736122.

NOTIFICATION

Applications are invited from the Retired Govt. employees for Walk-In-Interview on 18.11.2025 for the post of Contractual Clerical Staffs(Gr.C) at the office of the District Magistrate, Alipurduar. Engagement Notification and application forms available in the district website, i.e. **https://alipurudar.gov.in/**

Sd/-
District Magistrate
Alipurduar

Memo no. 65(2)dico/advt/apd Date: 06/11/2025

Tender Notice

E-NIT No: -15(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Dated-03/11/2025, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Dev. Block, Malatipur
Malda

অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে সহায়ক নিযুক্তি

বিজ্ঞাপন নোটিশ নং সি/কে-১৫০/এটিভিএম ফ্যাসিলিটেটর/২৫ তারিখ: ০৩-১১-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে, কাটিহার মণ্ডলের জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীর স্ত্রী/পুত্র/কন্যা এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কাটিহার মণ্ডলের স্টেশনগুলিতে স্থাপন হতে চলা অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট জারি করার জন্যে ১৬ টি স্থানে সহায়ক নিয়োগের হেতু আবেদন আহ্বান করছেন। সহায়ক হিসেবে কাজ করার নিয়োগ প্রাথমিকভাবে দু'বছরের জন্য হবে এবং বিদ্যমান নীতি নির্দেশিকা অনুসারে সময়ে সময়ে বাড়ানো হবে। নির্বাচিত আবেদনকারীর এটিভিএম সহায়ক হিসেবে নিয়োগের কারণে রেলওয়েতে চাকরির কোনো দাবি থাকবে না। রেলওয়ে কর্তৃক কোনো পারিশ্রমিক/বেতন/মজুরি প্রদান করা হবে না। নির্বাচিত সহায়কদেরকে এটিভিএম স্মার্ট কার্ডে সময়ে সময়ে প্রযোজ্য বোনাস ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। অতিরিক্ত বিস্তৃত তথ্যের জন্যে, অনুগ্রহ করে প্যারা নং ৩-এ বোনাসের যোগ্যতার শর্তাবলী দেখুন।

নীচে স্টেশনগুলির তালিকা, প্রত্যেক স্টেশনের বিপরিতে এটিভিএম-এর সংখ্যা এবং প্রত্যেক স্টেশনের বিপরিতে নিয়োগ করার জন্য সহায়কদের সংখ্যা দেওয়া হলো:

ক্রমিক সংখ্যা.	স্টেশনের নাম	শ্রেণী	এটিভিএমের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটেটরের সংখ্যা
১	কাটিহার	এনএসজি-২	০৮	২০
২	বারসোই	এনএসজি-৩	০৩	০৭
৩	পূর্ণিয়া	এনএসজি-৩	০৪	১০
৪	জোগবানী	এনএসজি-৩	০৩	০৭
৫	কিষাণগঞ্জ	এনএসজি-৩	০৪	১০
৬	সামসি	এনএসজি-৪	০৩	০৭
৭	রায়গঞ্জ	এনএসজি-৪	০৩	০৭
৮	ফরবেসগঞ্জ	এনএসজি-৫	০৩	০৭
৯	আরারিয়া কোর্ট	এনএসজি-৪	০২	০৫
১০	কালিয়াগঞ্জ	এনএসজি-৫	০২	০৫
১১	দালখোলা	এনএসজি-৫	০২	০৫
১২	বালুরঘাট	এনএসজি-৪	০২	০৫
১৩	আলুয়াবাড়ি রোড	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৪	জলপাইগুড়ি	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৫	গঙ্গারামপুর	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৬	বুনিয়াদপুর	এনএসজি-৫	০২	০৫

আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২২-১২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত টেন্ডার খোলার তারিখ: ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১০.৩০ ঘন্টায়। আবেদনপত্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৯৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
JATADHARA
*ing : Sudhir Babu, Sonakshi Sinha
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ ভিলেন, দুপুর ১.৪৫ হঙ্গামা, বিকেল ৪.৪৫ আলো, সন্ধে ৭.৪৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৪৫ লাঠি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ মস্তান
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ তোমায় পাব বলে, দুপুর ১২.০০ রক্ত নদীর ধারা, ২.৩০ রূপবান, বিকেল ৫.০০ চৌধুরি পরিবার, রাত ১০.৩০ দাবাড়ু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মন মানে না
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত
জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৬ দবং-টু, দুপুর ১.৪৯ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৭ হিম্মতওর, রাত ৮.৩০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৫৭ পথু থালা
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৫ আরজু, দুপুর ২.০২ প্রেমগ্রন্থ, বিকেল ৫.০২ কোহরাম, সন্ধে ৭.৫৯ নসীব, রাত ১১.৩২ ইজ্জত
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.০২ দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার, দুপুর ১২.৪৫ অন্ধাধুন, বিকেল ৩.০৫ ব্যাং ব্যাং, ৫.৪১ বিল্লু, সন্ধে ৭.৫৯ রেঙ্গুন, রাত ১০.৪২ নো ওয়ান কিলড জেসিকা
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৯ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৩.৪২ দবং-থ্রি, বিকেল ৫.৪৫ ডি ব্লক, সন্ধে ৭.৫৯ ভোলা, রাত ১০.০০ ইচ্ছাধারি কিং কোবরা

আলো বিকেল ৪.৪৫
জলসা মুভিজ

রিলেন্টলেস এনিমিজ রাত ১০.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

দবং-থ্রি বিকেল ৩.৪২ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হবে। আইনি ঝামেলায় নিজের বুদ্ধিবলে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আর্থিক শুভ। বৃষ : হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যায় চিন্তা থাকবে। মিথুন : লক্ষ্যে পৌঁছোতে সফল হবেন। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ খুলবে। জমি কেনাবেচায় বিপুল লাভ। কর্কট : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ খুব সহজেই সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : সাংসারিক খরচ বাড়বে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্তরা সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেবেন। তুলা : জরুরি কোনও কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বেহিসেবি খরচের মাশুল গুনতে হবে। সংসারে জটিলতা কাটবে। বৃশ্চিক : অলসতার কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হবে। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। ভ্রমণে গিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে শুরু হবে। ধনু : বেফাঁস কোনও কথা বলে পরিবারে অশান্তি। সৃজনমূলক কাজে প্রশংসিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ আরও সক্রিয় হবে। মকর : ঝামেলা, বিবাদ, বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য এবং সেই সূত্রে ভালো চাকরি পেতে পারেন। কুম্ভ : বেলার দিকে দারুণ খবর পেতে চলেছেন। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। আর্থিক শুভ। মীন : ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। জমি কেনার ভালো সুযোগ পাবেন। সারাদিন আনন্দে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ কার্তিক, ৭ নভেম্বর ২০২৫, ২০ কাতি, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ বদি, ১৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৯, অঃ ৪।৫৩। শুক্রবার, দ্বিতীয়া দিবা ২।২৩। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৬।৫৬ পরে রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।১৮। বরীয়ানযোগ দিবা ৬।৪৩ পরে পরিঘযোগ রাত্রি ৩।৩৬। গরকরণ দিবা ২।২৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।১৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৬।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৫।১৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৬।৫৬ গতে একপাদদোষ, দিবা ২।২৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ২।২৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩৫ গতে ১১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৭ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১।১৪ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডণ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ মধ্যে ও ৭।৩১ গতে ৯।৩৯ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪০ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ৩।২৪ মধ্যে ও ৪।১৯ গতে ৫।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফের পাট্টার দাবিতে আন্দোলন

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : রানিচেরা চা বাগানের বালাবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিকরা ফের জমির পাট্টার দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হলেন। বৃহস্পতিবার মালের ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিস (বিএলআরও) ঘেরাও করে কয়েকশো শ্রমিক তাঁদের দাবি জানান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাগান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে প্রায় ১২০০ শ্রমিকের এনওসি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জমা দিয়েছে। রানিচেরা চা বাগানের প্রায় ৮০০ শ্রমিক ইতিমধ্যে পাট্টা পেলেও, বালাবাড়ি ডিভিশনের প্রায় ৪০০ জন এখনও বঞ্চিত। কয়েকদিন আগে শ্রমিকরা বিএলআরও অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানতে চান ও স্মারকলিপি জমা দেন। তখন তাঁরা জানিয়েছিলেন, বুধবারের মধ্যে সমাধান না হলে বৃহস্পতিবার অফিস ঘেরাও করা হবে। সেজন্য বৃহস্পতিবার সকালে ঘেরাও কর্মসূচি শুরু হয়।

প্রথমে শ্রমিক প্রতিনিধিরা বিএলআরও আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করেন। আধিকারিক শ্রমিকদের জানান, আগামী ১১ তারিখ থেকে সার্ভের কাজ শুরু হবে। তবে, এই আশ্বাসে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হননি। বালাবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দা রূপেশ দর্জি বলেন, 'শ্রমিকরা একদিনের কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছেন। একই বাগানে পাট্টা নিয়ে বিভেদ কেন হবে?'

এদিন দুপুরে বিএলআরও প্রীতি লামা এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও আন্দোলন চলতে থাকে। পরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পর্মিলা মাতব্বর, সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আধিকারিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সুশীল শ্রমিকদের আন্দোলন স্থগিত করতে রাজি করান। সুশীলের কথায়, 'মানুষের ক্ষোভের কথা শুনে ছুটে এসেছি। পাট্টা প্রক্রিয়া শুরু হলে বালাবাড়িকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।'

দুই সেট করে ফর্ম বিলি

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : এসআইআর-এর আরেক সেট এনুমারেশন ফর্ম এসে পৌঁছোল নাগরাকাটায়। বৃহস্পতিবার ফর্ম আসার পরই প্রশাসনের তরফে তা বিএলও-দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিএলও-রা এদিন থেকে ভোটারদের দুই সেট করে ফর্ম দেওয়া শুরু করেন। গত মঙ্গলবার এসআইআর-এর কাজ শুরু হওয়ার পর এক সেট করে ফর্ম দেওয়া হচ্ছিল ভোটারদের। বিএলও-দের এজন্য ভোটারদের কাছে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। দুই সেট ফর্ম আসায় স্বস্তিতে বিএলও এবং প্রশাসন। ব্লক প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, 'ফর্মের সমস্যা মিটে গিয়েছে। দুটো পূরণ করার পর সংশ্লিষ্ট ভোটার এক কপি বিএলও-র হাতে তুলে দেবেন। বিএলও-র স্বাক্ষর করা অন্য কপিটি ভোটার নিজের কাছে রেখে দেবেন।'

বিশেষ শিবির

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : ফাইলেরিয়া আক্রান্তরা কীভাবে নিজের পরিচর্যা নিজেই করবেন তা হাতেকলমে দেখিয়ে দেওয়ার বিশেষ শিবির শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, সদর ব্লকের পর বৃহস্পতিবার ওই শিবিরের আয়োজন করা হয় ময়নাগুড়িতে। সেখানকার গ্রামীণ হাসপাতালে ১৩ জন ফাইলেরিয়া আক্রান্তকে এদিন পরিচর্যার জন্য কিট তুলে দেওয়া হয়। জেলাজুড়ে ৩৫০ জনের বেশি আক্রান্তকে কিট দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচিটির পোশাকি নাম মরবিডিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডিজেবিলিটি প্রিভেনশন (এমএমডিপি)। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'সমস্ত ব্লকেই শিবির হচ্ছে। যে সমস্ত রোগীর যেমন পরিচর্যা ও চিকিৎসা প্রয়োজন সেটা করা হবে।'

জেলাজুড়ে পোস্ট অফিসে লিংক ফেলিওর

দিনভর ভুগলেন গ্রাহকরা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৬ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে পোস্ট অফিসে লিংকের সমস্যা চলছে। লিংক না থাকায় ভোগান্তির শিকার লক্ষ লক্ষ গ্রাহক। এদিকে, পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সফটওয়্যার ঠিকঠাক কাজ করছে, যাবতীয় সমস্যা নেটওয়ার্কে। আর শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় নয়, দেশের সব পোস্ট অফিসেই লিংকের সমস্যা চলছে। কোথাও কোথাও সাময়িক সময়ের জন্য লিংক এলেও, তা একেবারেই স্থায়ী হচ্ছে না। ফলে টাকা জমা-তোলা, মানি অর্ডার থেকে শুরু করে সমস্ত পরিষেবা বন্ধ। মঙ্গলবার থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত। মাঝে বুধবার গুরু নানক জয়ন্তীতে পোস্ট অফিসে ছুটি ছিল। এরপর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে লিংক-বিভ্রাট। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রবি লামা সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরে গ্রাহকদের লাইন। বৃহস্পতিবার।

আগামী শনিবার স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই যাবেন মিতালি সরকার। ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে ফেলেছেন, তবু এখনও অর্থের জোগান বাকি। বৃহস্পতিবার দিনবাজার পোস্ট অফিসে টাকা তুলতে গিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হল তাঁকে। এরকম উদাহরণ জেলাজুড়ে অসংখ্য, বিপদ মাথায় টাকা জমা-তোলা করতে পারেননি অনেকেই। প্রথম দিকে ধূপগুড়ি সাব-পোস্ট অফিসে কাজ হলে পরে লিংক চলে যাওয়ায় আর কাজ হয়নি। ময়নাগুড়িতে দুপুরের দিকে লিংক আসায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন গ্রাহকরা।

জলপাইগুড়ি ও মালবাজারে রয়েছে প্রধান ডাকঘর। জলপাইগুড়ি ডিভিশনে প্রায় ৫৭টি পোস্ট অফিস। গ্রাহক সংখ্যা কয়েক লক্ষ। জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরে টাকা তুলতে যান বেলা চন্দ। তিনি বললেন, 'সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি। টাকা না তুলেই বাড়ি ফিরতে হল।' সোমবার থেকে লিংক সমস্যায় মালবাজারের প্রধান ডাকঘরে গ্রাহক পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। পোস্ট অফিসের ওপর নির্ভরশীল চা বাগান সহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষ। পোস্টাল এজেন্টরাও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহা নামে এক এজেন্ট বললেন, 'গ্রাহকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় অর্থ তুলতে পারছেন না, জবাবদিহি আমাদের করতে হচ্ছে!'

নেটওয়ার্ক সমস্যা

- মঙ্গলবার থেকে জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত পোস্ট অফিসে লিংক-বিভ্রাট দেখা দিয়েছে
- পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের দাবি, শুধু জলপাইগুড়িতে নয়, প্যান ইন্ডিয়ায় এই সমস্যা চলছে
- টাকা জমা-তোলা, মানি অর্ডার থেকে শুরু করে সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রয়েছে
- বেশিরভাগ পোস্ট অফিসের বক্তব্য, কবে লিংক সমস্যার সমাধান হবে, স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়

দিনবাজার, বৌবাজার, ডিএসবি'র মতো বেশিরভাগ পোস্ট অফিসের বক্তব্য, কবে লিংক সমস্যার সমাধান হবে, তা স্পষ্ট করে বলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এদিকে, পরিষেবা বন্ধ থাকায় গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, ডিজিটাল যুগে এমন প্রযুক্তিগত সমস্যায় পরিষেবা হয়ে যাওয়াটা অস্বস্তিকর।

রাজগঞ্জ, গাডরা, মহানভিটা শাখা পোস্ট অফিসেও একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। রাজগঞ্জ পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে সমস্যা শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরে যোগাযোগ করেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি।'

একই ছবি বেলাকোবা প্রসন্ননগর সাব-পোস্ট অফিসে। গ্রাহক সাবিনা খাতুন মেয়ের চিকিৎসার জন্য টাকা তুলতে এসে নিরুপায় হয়ে ফিরে যান। সেখানের পোস্ট মাস্টার প্রিয়ব্রত রায় বলেন, 'এখন মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে। পোস্ট অফিসে অনেকের পেনশন অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এই সময় লিংক সমস্যা হওয়ায় গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে পারছি না। এদিকে, আমাদের কিছু করারও নেই।'

তথ্য সহায়তা : সুশান্ত ঘোষ, রামপ্রসাদ মোদক, সুভাষচন্দ্র বসু, সপ্তর্ষি সরকার, অভিরূপ দে ও অনসূয়া চৌধুরী।

তেশিমলার মহাকাল মোড়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার।

মালে নয় কিমি রাস্তার কাজের সূচনা

তেশিমলায় ঘোষণা মন্ত্রী বুলুর

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : রবিবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মালবাজার শহরের ডাকবাংলো এলাকা থেকে বড়দিঘি উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক একথা জানিয়েছেন। রাজ্য পূর্ত বিভাগের নানা জটিলতার পর অবশেষে চলতি সপ্তাহে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হতে চলেছে। রবিবার সেখানে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। বুলু বলেন, 'ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা রয়েছে।'

এদিন সকালে মালের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক তেশিমলার মহাকাল মোড়ে আসেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পূর্ত বিভাগের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রাজীব সরকার, মালের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক সাহা সহ অন্যরা ছিলেন। ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীদের নিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা দীর্ঘ ৯ কিমি রাস্তার চূড়ান্ত সমীক্ষা করেন। তারপর মহাকাল মোড়ে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বুলু একটি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রাজীব সরকার ছাড়া তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী বর্মন, উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়া ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আরমান আরশাদ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, দলীয় কার্যালয়ে সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করায় প্রশ্ন উঠছে। মহাকাল মোড় থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস। মন্ত্রী বা আধিকারিকরা সেখানে কেন গেলেন না সেটা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে কি সরকারি কাজের নাম ভাঙিয়ে দলে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করতে চাইছেন মন্ত্রী? এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি আরমান আরশাদের কথায়, 'মহাকাল মোড়ের সেই ঘরটি দলীয় কার্যালয় হিসেবে এখন ব্যবহার হয় না। জরুরি ভিত্তিতে সেখানে মন্ত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

গত দেড় বছরে এই রাস্তা নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছিল। মালবাজার শহরের ওই ৯ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা থাকলেও এই পথে কয়েক হাজার মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। বেহাল রাস্তার কারণে তাঁরা নরকযন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন। প্রায় প্রতিদিন বাইক, টোটো দুর্ঘটনা ঘটছে। কয়েক মাস আগে রাজগঞ্জে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাস্তা মেরামতির জন্য ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার অনুদান ঘোষণা করেছিলেন। তারপরে একাধিকবার টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে। সম্প্রতি এই রাস্তা মেরামতের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের ফের আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা ছিল। সেই আন্দোলনে জল ঢালতেই তড়িঘড়ি এদিন তেশিমলায় গিয়ে মন্ত্রী রাস্তার কাজের সূচনার কথা ঘোষণা করেন। রবিবার জেলার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জনসমক্ষে এই রাস্তার কাজের সমস্ত তথ্য জানাবেন।

অবশেষে স্বস্তি

- ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীদের নিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা দীর্ঘ ৯ কিমি রাস্তার চূড়ান্ত সমীক্ষা করেন
- নানা জটিলতার পর চলতি সপ্তাহে কাজ শুরু হচ্ছে
- রবিবার সেখানে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন

অবৈধ মদের ঠেকে প্রমীলাবাহিনী

হলদিবাড়ি, ৬ নভেম্বর : হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার অবৈধ মদের কারবার বন্ধ করতে তৎপর হল প্রমীলাবাহিনী। এদিন গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে লাঠি হাতে এলাকার সমস্ত অবৈধ মদের ঠেকে অভিযান চালান। উদ্ধার হওয়া মদের বোতল হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। মতিলাল রায় নামে এক মদ কারবারিকে আটক করে পুলিশ। অন্য কারবারিদেরও সতর্ক করেছে পুলিশ।

গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, বেশকিছু দিন ধরেই এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি মদের ঠেক চলছে। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায়, বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামের মহিলারা। তাঁদের হামলার ভয়ে এদিন ঠেক ছেড়ে পালায় অবৈধ মদ বিক্রেতারা।

স্থানীয় অঞ্জলি রায়, পুতুল রায়দের দাবি, মদ খেয়ে প্রাণ হারানোর পাশাপাশি সকলের বাড়িতেই রোজ অশান্তি হচ্ছে। তাই তাঁরা যত্রতত্র অবৈধ মদ বিক্রির বিরুদ্ধে মাঠে নামেন। একাধিক চোলাই মদের ঠেক ভাঙচুর করেন তাঁরা। যদিও পুলিশের দাবি, মাঝেমধ্যেই অবৈধ মদ কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তাদের গ্রেপ্তারও করা হয়। তারপরও চুপিসারে অনেকেই এমন অন্যায় করে চলেছে। এবিষয়ে আগামীদিনে আরও কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ।

ভাঙা হবে কালভার্ট

বেলাকোবা, ৬ নভেম্বর : পানিকৌরি অঞ্চলের কলেজ মোড় থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড় পর্যন্ত রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, এই এলাকায় অবস্থিত বেলাকোবা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে রয়েছে একটি বিপজ্জনক কালভার্ট। শুক্রবার সেই কালভার্টটি ভাঙা হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থা জানিয়েছে, কাজের জন্যে আগামী কয়েকদিন ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

ময়নাগুড়ির তারারবাড়ি এলাকায় অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে এসআইআরের ফর্ম বিলি। বৃহস্পতিবার।

প্লাবনে ঘরছাড়াদের জন্য ফর্ম বিলি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ময়নাগুড়ির প্লাবনকবলিত বিভিন্ন এলাকায় এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ চলছে। গত ৫ অক্টোবর জলঢাকার প্রবল জলস্রোতে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারারবাড়ি, খাটোরবাড়ি এলাকার প্রচুর মানুষ ঘরছাড়া হন। এখনও ৩২টি পরিবার জলঢাকা নদীর বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে আছে। বিএলও-রা সেখানে গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন। বৃহস্পতিবার জলঢাকা বাঁধের ওপর তাঁবুতে এলাকার বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) সুস্মিতা প্রামাণিককে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে দেখা গেল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের প্রয়োজনীয় নথি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে তাঁদের নথি ফেরানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তবু এখনও কয়েকজনের উৎকণ্ঠা রয়েছে। ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'দুর্যোগে বিপর্যস্ত এলাকায় সুষ্ঠুভাবে এনুমারেশন ফর্ম বিলি চলছে। জলে যাঁদের নথি নষ্ট হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা পুলিশের কাছে জেনারেল ডায়েরি করলে হারিয়ে যাওয়া নথি ফেরত পাবেন।'

> দুর্যোগে বিপর্যস্ত এলাকায় সুষ্ঠুভাবে এনুমারেশন ফর্ম বিলি চলছে। জলে যাঁদের নথি নষ্ট হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা পুলিশের কাছে জেনারেল ডায়েরি করলে হারিয়ে যাওয়া নথি ফেরত পাবেন।
>
> **প্রসেনজিৎ কুণ্ডু**
> *বিডিও, ময়নাগুড়ি*

প্লাবনে ময়নাগুড়ি আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬/২৭ নম্বর বুথ ও ১৬/৩০ নম্বর বুথে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছিল। এদিন ১৬/২৭ নম্বর বুথের পাশাপাশি ১৬/৩০ নম্বর বুথের বিএলও শংকর মণ্ডল এলাকায় ফর্ম বিলি করেছেন। শংকরের সঙ্গে তৃণমূলের এজেন্ট অতুলচন্দ্র রায় ও সিপিএমের এজেন্ট সর্বানন্দ রায় ছিলেন। বিজেপির কোনও প্রতিনিধিকে এদিন দেখা যায়নি।

৫ অক্টোবরের পর থেকে তারারবাড়ি এলাকার সুচিত্রা রায় ঘরছাড়া। এক মাসের বেশি সময় ধরে জলঢাকা বাঁধের ওপর পরিবারের সঙ্গে থাকছেন। এদিন এনুমারেশন ফর্ম পেয়ে সুচিত্রা বলেন, 'সেদিনের প্লাবনে বাড়ির অন্য সামগ্রীর সঙ্গে ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন নথি ভেসে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর এক ব্যক্তি অন্য গ্রামে প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় আমার ভোটার কার্ড সহ পরিবারের সদস্যদের নথি খুঁজে পান। তিনি পরে আমাদের নথিগুলি ফিরিয়ে দিয়েছেন। নথি না থাকলে কী হত ভাবলেই ভয় লাগছে।'

একইভাবে তারারবাড়ির রবিন রায়ের ভোটার কার্ড হারিয়েছে। রবিনের কাছে বর্তমানে নিজের ভোটার কার্ডের প্রতিলিপি রয়েছে। এদিন রবিন বিএলও-র কাছে তাঁর সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিএলও রবিনকে আশ্বস্ত করেন।

বেতগাড়া খড়িবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রজনীকান্ত রায়ের কথায়, 'দুর্যোগের দিন বাড়ি ছাড়ার সময় শুধু প্রয়োজনীয় নথিগুলি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। নথি না থাকলে এনুমারেশন ফর্ম কীভাবে পূরণ করতাম জানা নেই।'

বাংলাদেশি দম্পতি গ্রেপ্তার

চালসা, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার এক বাংলাদেশি পরিবারের হদিস পাওয়া গিয়েছে মাটিয়ালি ব্লকে। মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তির এক বাড়ি থেকে ওই বাংলাদেশি দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে মেটেলি থানার পুলিশ। ওই বাড়িতে এসে দুই সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। ওই বাড়ির কর্তাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গত এক বছর ধরে জগদীশচন্দ্র রায় ও সুচিত্রারানি রায় নামে ওই দম্পতি বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলা থেকে এসে, গোবরাবস্তির হরকুমার বর্মনের বাড়িতে রয়েছে। তাদের ১১ ও ৫ বছরের দুটি শিশুসন্তান রয়েছে।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই দম্পতি পুরো বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। জগদীশ রায় হরকুমার বর্মনের কাকার ছেলে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার তাদের আদালতে তোলা হবে। কীভাবে বা কোন পথে ওই দম্পতি এদেশে এসেছিল তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

এবিষয়ে গোবরাবস্তি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ধনেশ বর্মন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ওই পরিবারটি গোবরাবস্তিতে ওই ব্যক্তির বাড়িতে ছিল। পৃথক কোনও বাড়ি করেনি তারা। আমরা জানতাম তারা তাদের আত্মীয়। পুলিশ এদিন তাদের নিয়ে গিয়েছে। তারা বাংলাদেশি শুনে আমিও হতবাক।'

দুর্ঘটনায় জখম ১

ধূপগুড়ি, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের স্টেশন মোড় এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর একটি লরি ও মালবোঝাই টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে টোটোটি দুমড়ে যাওয়ার পাশাপাশি চালক রঞ্জিত রায় গুরুতর জখম হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুসারে যাত্রীবাহী টোটোটি পণ্যবোঝাই করে এশিয়ান হাইওয়ে ধরে ওভারব্রিজের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ট্রাক টার্মিনাস থেকে একটি লরি বেরিয়ে ধূপগুড়ি স্টেশনের দিকে ঢুকতে গেলে সেটির সঙ্গে টোটোটির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। স্টেশন মোড় সংলগ্ন নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে পুলিশ ও ট্রাফিক কর্মীরা ছুটে এসে টোটোচালককে উদ্ধারের পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি আটক করেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় জখম টোটোচালককে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বহুবার প্রচার ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এশিয়ান হাইওয়ের ওপর কীভাবে টোটো চলে তা নিয়ে বাসিন্দাদের বহুদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত চলছে।

দুটি হাতির আতঙ্ক

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : গত বুধবার রাত থেকে ডামডিম ও রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী সাইলি চা বাগানের বেতবাড়ি ডিভিশনে দুটি হাতির উপস্থিতিতে ভীত এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। হাতি দুটিকে বনে ফেরানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা।

ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত, শিলিগুড়ি
তৃতীয় তল, পিসিএম টাওয়ার, দ্বিতীয় মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪ ০০১
কেস নং. ওএ / ৬৮ /২০২২ থেকে সৃষ্ট আরসি / ১০৯ / ২০২৪
সংশ্লিষ্ট বিষয়
কানাড়া ব্যাঙ্ক
- বনাম -
শ্রীমতি কল্পনা চৌধুরী এবং অন্যান্যেরা
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

উপরে উল্লেখিত কেস নম্বরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটি https://drt.auctiontiger.net ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ: বন্ধকে থাকা সম্পত্তি যে জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ৩.৫০ শতক, এল.আর প্লট নং ৫৪৬- এর অংশে এবং জমির পরিমাপ ৩.৬০ শতক এল.আর প্লট নং ৫৪৭- এর অংশে, আর.এস প্লট নং ১৩৬- এর সঙ্গে সম্পর্কিত, মোট জমির পরিমাপ ৭.১ শতক বা ৪ কাঠা ৫ ছটাক খতিয়ান নং ২০৩৭- এ নথিবদ্ধ, জে.এল নং ৩১, তৌজি নং ৯১, মৌজা- ডাবগ্রাম বাড়িভিটে অবস্থিত, সাব-ডিভিশন শিলিগুড়ি, থানা: প্রধান নগর, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং আই-২৬১০, ২০১৫ সালের জন্য, যার সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- বিক্রেতার বিক্রিত জমি, পূর্বে- বিক্রেতার জমি, পশ্চিমে- বিক্রেতার জমি, দক্ষিণে- ১৬'০" চওড়া কাঁচা রাস্তা, মূল আবেদনের তপশীল "V"- এ উল্লেখ অনুযায়ী।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫। ১৫.০০ ঘটিকা (দুপুর ৩:০০ টা) থেকে ১৬:০০ ঘটিকা (বিকেল ৪:০০ টা)-র মধ্যে সঙ্গে বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) মিনিটের স্বয়ংক্রিয় বর্ধিত সময়।

সংরক্ষিত মূল্য: সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য ২৬,৬৫,৮০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো টাকা মাত্র) নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) অগ্রিম জমার পরিমাণ (ইএমডি): ২,৬৬,৫৮০ টাকা (দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো আশি টাকা মাত্র)। আগ্রহী ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডার/এনইএফটি/আরটিজিএস/ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে অগ্রিম জমার পরিমাণ নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে:
ব্যাঙ্কের নাম: কানাড়া ব্যাঙ্ক
শাখার ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, পোস্ট- সালুগড়া, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪ ০০৮।
অ্যাকাউন্টের নাম: কানাড়া ব্যাঙ্ক আর.ও. শিলিগুড়ি
অ্যাকাউন্ট নং: ২০৯২৭২৪৩৪
আইএফএস কোড: CNRB0008327
অ্যাকাউন্টের ধরন: আর.ও. কালেকশন অ্যাকাউন্ট
ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল যোগাযোগ: মিসেস পায়েল বিশ্বাস
(মোবাইল: ৭৫৮৫৮ ৩৮৭১৫। ইমেল: payelbiswas@canarabank.com)
৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ৪:০০ টের মধ্যে বা তার আগে।

(গ) দর বৃদ্ধি: বিক্রয়ের জন্য দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) বা তার গুণিতকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঘ) দর নিবন্ধন এবং জমা: অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতাদের বিক্রয় ঘোষণাপত্রের পরিশিষ্ট-১ এবং ২ যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষর সহ পুনরুদ্ধার আধিকারিকের কার্যালয় ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত, তৃতীয় তল, পিসিএম টাওয়ার, দ্বিতীয় মাইল, সেবক রোড- এই ঠিকানায় ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে, ১৬:০০ ঘটিকা (বিকেল ৪:০০ টা)- র মধ্যে বা তার আগে জমা করতে হবে একই সঙ্গে নিবন্ধনের জন্য সহায়ক নথি এবং ইএমডির প্রমাণ সহ কারণ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতারা লগ ইন করে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, দরপত্রদাতাদের যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং পূরণকৃত বিড ফর্ম এবং ইএমডির প্রমাণ সহ পিডিএফ ফর্ম্যাটে ঘোষণাপত্র পুনরুদ্ধার আধিকারিকের কাছে তাঁর অফিসিয়াল ই-মেল আইডি rohitbathwal_2007@rediffmail.com এ উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। ইনিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধিত গ্রাহক/ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে লগইন এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশাবলী সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি তাঁদের ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে।

বিক্রয়ের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয় ঘোষণাপত্রে পাওয়া যাবে যেটি https://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। আগ্রহী ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শন এবং পরবর্তী আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: মিসেস পায়েল বিশ্বাস, কানাড়া ব্যাঙ্ক (ম্যানেজার ল)। (মোবাইল: ৭৫৮৫৮ ৩৮৭১৫। ইমেল: payelbiswas@canarabank.com)

স্বাক্ষর/- রোহিত বাথওয়াল
পুনরুদ্ধার আধিকারিক- ২
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, শিলিগুড়ি- ২

রাসমেলার উদ্বোধনে নেই উদয়ন গোষ্ঠী

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ নভেম্বর : দলীয় কোন্দলের ছায়া কি এবারে রাসমেলাতেও? বৃহস্পতিবার মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে উদয়ন গুহ, জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পরেশচন্দ্র অধিকারী, অভিজিৎ দে ভৌমিকের মতো (হিপ্পি) তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক প্রথম সারির নেতার অনুপস্থিতি সেই সম্ভাবনাকেই উসকে দিল। মাঠে ফিতে কেটে জেলা শাসক এদিন রাসমেলার সূচনা করেন। পরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাসক রাজু মিশ্র, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলার ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহ সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ অনুপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও পার্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে উদয়ন ও হিপ্পি গোষ্ঠীর বিরোধের কথা সবাই জানেন। উদয়নদের উদ্যোগে জেলায় কোনও দলীয় কর্মসূচি হলে রবীন্দ্রনাথরা দীর্ঘদিন ধরে সেই কর্মসূচি বয়কট করে আসছেন বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় আমন্ত্রণপত্রে নাম থাকার পরেও বৃহস্পতিবার রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাঁরা আসেননি তাঁরা প্রায় সকলেই উদয়ন ও হিপ্পির অনুগামী হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠীকে পালটা দিতেই বিরোধী গোষ্ঠী এদিন এই কাজ করে।

উদয়নকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এসআইআর-এর কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি।' মোবাইলে ফোন করা হলেও হিপ্পি সাড়া দেননি। জগদীশের বক্তব্য, 'ব্যক্তিগত কারণে বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি।' গিরীন্দ্রনাথের বক্তব্যে অবশ্য অসন্তোষের বিষয়টি স্পষ্ট, 'পুরসভা আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমরা সবাই একই দল করি। তাই আশা করেছিলাম কেউ অন্তত একবার ফোন করে বিষয়টি জানাবে। কিন্তু তা কেউ না করায় আমি এদিন রাসমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাইনি।' বাকিদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য না করলেও অন্য শিবিরের কাছ থেকে সৌজন্যবোধ আশা করেছিলেন বলে জানান।

রাসমেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের পুরসভার কর্মী-আধিকারিকরা সকলের বাড়িতে সম্মান সহকারে কার্ড পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি ব্যক্তিগত অসুবিধা ও সমস্যার কারণে যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।' বুধবার মদনমোহনের রাস উৎসব শুরু হয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালিত মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত ওই উৎসবে শুধুমাত্র গিরীন্দ্রনাথ বর্মন ও দুই-একজন বাদে উদয়ন গোষ্ঠীর প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। এদিন তৃণমূলের দখলে থাকা কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত রাসমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে উদয়নদের অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুলল।

ভোট সমীকরণে চেয়ার বদল

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এবং মাল-- তিন আসনেই গত বিধানসভা ভোটের ফল স্বস্তি দিচ্ছে না রাজ্যের শাসকদলকে। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়িকে আনা হয়েছিল আগেই। এবার জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়িতেও সেই পথেই হাঁটল দল। দুই দাপুটে নেতাই ভরসা ভোট বৈতরণি পার হতে। আর মালে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখায় সূক্ষ্ম রাজনৈতিক অঙ্ক দেখছে রাজনৈতিক মহল।

সৈকতে আশা-আশঙ্কা দুই-ই

সৌরভ দেব ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : শহরে তাঁর নাম রয়েছে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে। খাতায়-কলমে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান থাকলেও তাঁকেই অধিকাংশ সময় চেয়ারম্যানের ভূমিকায় দেখা যেত। সেই সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। সকাল থেকে এ নিয়ে কানাঘুষো হলেও সন্ধ্যায় জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সিলমোহর পড়ল সৈকতের নামে।

কেন দায়িত্বে সৈকত? এই প্রশ্ন শহরের গলির মোড়ে চায়ের আড্ডা থেকে তৃণমূল পার্টি অফিসের আশপাশে থাকা দলের নীচুতলার কর্মীদেরও। সকলের কথায় মিল এক জায়গায়, আইনজীবী হিসাবে তাঁর ইমেজ যতই স্বচ্ছ হোক, নেতা হিসেবে তাঁর নাম আর বিতর্ক যেন সমার্থক। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে হাজতবাস, হকার উচ্ছেদ অভিযান বা অ্যান্টি ড্রাগস ক্যাম্পেনে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়া, তিনি সবসময়ই বিতর্কের কেন্দ্রে। এমনকি স্কুলের মাঠ দখল করে পুজো করাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে।

পুরসভায় দায়িত্বে সৈকত চট্টোপাধ্যায় কেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বিতর্ক এড়াচ্ছেন সন্তর্পণে। তাঁর যুক্তি, 'পুরসভার বোর্ড গঠন আমরা জেলা থেকে করি না। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাজ্য কমিটি নেয়।' জেলা তৃণমূলের কোনও সুপারিশ ছিল না, সেই জবাব মহুয়া দেননি।

সৈকত জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ায় শহরের প্রবীণদের একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁকে ঘিরে শহরের সব থেকে চর্চিত বিষয় ভট্টাচার্য দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনা। ২০২৩ এপ্রিল শহরের পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা অপর্ণা ভট্টাচার্য এবং সুবোধ ভট্টাচার্যের আত্মহত্যার ঘটনায় সৈকতের বিরুদ্ধে ওই দম্পতিকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় প্রয়াত সুবোধবাবুর দিদি বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় কোতোয়ালি থানায় সৈকতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই ঘটনার পর গ্রেপ্তারি এড়াতে দীর্ঘ প্রায় চার মাস গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন সৈকত। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে। নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের পর তাঁর জেল হেপাজত হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে সৈকতের নাম ঘোষণার পর মৃত দম্পতির কন্যা তানিয়া ভট্টাচার্যকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

> সদ্য প্রাক্তন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি পার্টি অফিসেও ক্ষমতা হস্তান্তরের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন।

কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি তির্যক সুরে বলছেন, 'প্রথমে সৈকতকে শুভেচ্ছা। আমি আগেই বলেছিলাম পুরসভা কোনও কাজ করে না। আজ তার প্রমাণ তৃণমূল নিজেই দিল। আশা করছি নতুন চেয়ারম্যান ভালো কাজ করবেন, শহরের উন্নতি হবে। কিন্তু কাজ করবেন কি না সেটা সময় বলবে।' বিজেপির তরফেও শুভেচ্ছাবার্তা আসে তাঁর জন্য। শহর মণ্ডল-১ সভাপতি মনোজকুমার শা বলেন, 'ওঁকে অনেক শুভেচ্ছা। শহরের পার্কিং, যানজট, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো যেন উনি একটু ঠিক করে করেন, সেটাই আশা রাখব।'

শহরের তরুণদের একাংশ অবশ্য খুশি। জেলায় তৃণমূল যুব-কে দীর্ঘদিন পরিচালনা করেছেন সৈকত। কদমতলায় আড্ডা দিতে দিতে নীলাদ্রি রায় বললেন, 'লোকটার মধ্যে একটা ক্যারিশমা আছে। দেখেই লিডার মনে হয়। ভালো হল উনি চেয়ারম্যান হয়েছেন। এবার কাজ আরও ভালো হবে আশা করি।'

শহরে এর বিরুদ্ধ মতও আছে। সৈকতের ক্ষমতার পাশাপাশি ঔদ্ধত্যও বাড়বে বলে মনে করছেন অনেকেই। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিতাই দাস বলেন, 'এমনিতেই ওঁর আধিপত্য কম নয়। উনি যে জনপ্রতিনিধি সেটা মাঝেমধ্যে ওঁর ব্যবহারে মনে হয় না। এবার কী করবেন কে জানে।'

সদ্য প্রাক্তন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি পার্টি অফিসেও ক্ষমতা হস্তান্তরের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন। জেলা সভাপতি মহুয়া বলেন, 'সবাইকে বলা হয়েছিল। উনি কেন আসেননি, জানি না।'

স্বচ্ছ ইমেজে বাজিমাত মিলনের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : মালবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলন ছেত্রী। পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে উৎপল ভাদুড়ি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ আট মাস। এতদিন শূন্য ছিল ভাইস চেয়ারম্যানের পদ। পুর আইন অনুযায়ী, চেয়ারম্যান শপথ নেওয়ার এক মাসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করতে হয়। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নিয়মের তোয়াক্কা করেনি। তবে বৃহস্পতিবার আচমকাই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করে শাসকদল। নতুন দায়িত্ব পেয়ে মিলন উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠা সহকারে পালন করব।' উৎপলের কথায়, 'দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শীঘ্রই ভাইস চেয়ারম্যানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। শুক্রবার থেকেই তার জন্য যাবতীয় কাজকর্ম শুরু হবে।'

> দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠা সহকারে পালন করব।
>
> **মিলন ছেত্রী**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, মাল পুরসভা*

মিলন সহ ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে ছিলেন মোট চারজন। দাবিদার হিসেবে মিলনের নাম আগেই পাঠানো হয়। তালিকায় ছিল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুলিন গোলদারের নাম। তবে সম্প্রতি তাঁকে দলের টাউন সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদে আনা হয়েছে। তাই তাঁর ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মণিকা সাহা ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অজয় লোহারও দৌড়ে ছিলেন। দু'বারের বিজয়ী কাউন্সিলার মণিকা আগে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ থাকলেও, এখন তাঁকে পুলিন গোষ্ঠীর সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় দেখা যায়। তাঁকে নিয়েও দলীয় স্তরে যথেষ্ট আলোচনা হয়। মিলনের পর অজয়ের ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ছিল। দৌড়ে খানিকটা এগিয়েও ছিলেন তিনি। কিন্তু বিতর্কিত ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ফাঁস ও হাতাহাতির পর তালিকা থেকেই ছিটকে যান অজয়।

সবাইকে ছাপিয়ে মিলন বাজিমাত করলেন তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জোরেই। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অমিত দে'র দাবি, তাঁরা দলের কাছে মিলনকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করার আবেদন জানান।

তিনি বলেন, 'শিক্ষিত একজন কাউন্সিলার ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন, আমরা সন্তুষ্ট।' মিলনের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ নেই। স্বপনের হাত ধরে কাউন্সিলার হলেও উৎপলের সঙ্গেও যথেষ্ট ভালো যোগাযোগ রয়েছে মিলনের।

মিলনের বয়স ৪৭ বছর। তিনি পেশায় নাগরাকাটা উচ্চবিদ্যালয়ের করণিক পদে কর্মরত। ওই পদে মিলন ২০০৭ সালে বাম আমলে যোগ দেন। দীর্ঘ সময় ছাত্র রাজনীতি করেছেন। ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে স্বপনের দৌলতে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৭৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মালবাজারে এসেছিলেন, তখনও স্বপনের পাশে ছিলেন মিলন।

মিলন মিষ্টভাষী বলে পরিচিত। তাঁর স্ত্রী দেবিকা ছেত্রী বলেন, 'মিলন কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন না। রাজনৈতিক ময়দানেও তিনি সৎ।' এদিকে মিলন ভাইস চেয়ারম্যান হতেই আশার আলো দেখছে স্বপনপন্থী কাউন্সিলাররা।

পুনর্বহাল কৃষ্ণ

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল এসসি/ওবিসি সেলের সভাপতি পদে পুনর্বহাল হলেন কৃষ্ণ দাস। বৃহস্পতিবার রাজ্য তৃণমূল থেকে দলের এই শাখা০ সংগঠনের জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। পুনরায় দায়িত্ব পেয়ে কর্মীদের নিয়ে আলোচনাও করেন কৃষ্ণ দাস। আগামী বিধানসভায় তৃণমূলকে জিতিয়ে আনা লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রশ্নে পদ্ম নেতা

ধূপগুড়ি, ৬ নভেম্বর : মহিলা বিএলও'র সঙ্গে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তাঁর স্বামী। বিএলও ফুলতি রায়ের (১৫/৯৩ নম্বর বুথের) হয়ে বিজেপি নেতা তথা স্বামী সুভাষচন্দ্র রায় অফিশিয়াল সমস্ত নথি পূরণ করে দিচ্ছেন। বিএলও'র সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিএলএ-১ ও বিএলএ-২ থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও বিএলও ফুলতি রায়ের সঙ্গে কী করে তিনি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন? সুভাষচন্দ্র রায়ের কথায়, তিনি কোনও রাজনৈতিক দল করেন না। স্ত্রীকে সহায়তা করতেই বেরিয়েছেন।

অঙ্ক কষে চেয়ারে মনোজ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ময়নাগুড়িতে পালাবদল।

অনন্তদেব অধিকারীকে সরিয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে বসানো হল মনোজ রায়কে। তিনি এতদিন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সামলেছেন। তাঁর জায়গায় ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে কাউন্সিলার সোমেশ সান্যালকে (ঝুলন)।

গত বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ ময়নাগুড়ি আসনে বিজেপিকে জিতিয়েছিল। ছাব্বিশের ভোটে সেই আসন জেতার লক্ষ্যে পুরসভার রদবদল তৃণমূলের! পাশাপাশি পাখির চোখ করা হয়েছে ময়নাগুড়ি পুরভোটকেও। রাজনৈতিক মহলের মত এমনই। যদিও বিজেপি বলছে, এই পুর বোর্ড পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। তাই মুখ বদল করে আখেরে কোনও লাভ হবে না তৃণমূলের।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রে বিজেপির থেকে ৪৭৪৫ ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। ময়নাগুড়ি পুর এলাকায় ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩ নম্বর ওয়ার্ড বাদে প্রতিটি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। লোকসভা ভোটের হিসেবে শহরেও তৃণমূলের থেকে বিজেপি ২৯৫৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। পুরসভা গঠনের পর থেকে পুর পরিষেবা নিয়েও শহরবাসীর মধ্যে নানা অভিযোগ জমছিল। ফলে আগামী বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে নতুন মুখের দরকার ছিল বলে মনে করেছে তৃণমূল। সেই অঙ্কেই ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে মনোজ রায়কে চেয়ারম্যান পদে আনা হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পার্টি অফিসে মনোজ রায় ও ঝুলন সান্যাল।

সদ্য প্রাক্তন ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারীর বয়স ৭৪। মনে করা হচ্ছে, শহরের ভোট নিজেদের পালে আনতে অভিজ্ঞ অনন্তকে সরিয়ে তারুণ্যে জোর দিল শাসকদল। এর আগে ১২ বছর ধরে মনোজ রায় ময়নাগুড়ি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। বিগত কয়েক

> দলের নির্দেশের বাইরে আমি যেতে পারি না। দলের নির্দেশ মেনে চলব। দল যেভাবে কাজে লাগাবে, সেই কাজ করব।
>
> **অনন্তদেব অধিকারী**
> *সদ্য প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান*

বছরে দল যখনই সমস্যায় পড়েছে, তখন বারবার ত্রাতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে মনোজকে। এবার ভোটের অঙ্কের পাশাপাশি শহরের নাগরিক পরিষেবার দিকেও নজর দিতে চাইছে দল। মনোজকে যোগ্য সঙ্গ দিতে ভাইস চেয়ারম্যান পদে আনা হয়েছে পরিচিত মুখ ঝুলন সান্যালকে। মাসকয়েক আগে ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতির পদে আনা হয়েছে বিশু সেনকে। মনে করা হচ্ছে মনোজ, ঝুলন, বিশু এই ত্রয়ীর ওপর ভরসা রেখে আগামী বিধানসভা নির্বাচন ও আগামী পুরসভা নির্বাচন পার করতে চাইছে তৃণমূল।

এদিন অনন্তদেব অধিকারী নিজের পদত্যাগপত্র দলনেত্রীর কাছে জমা করেছেন। অনন্ত বলেন, 'দলের নির্দেশের বাইরে আমি যেতে পারি না। দলের নির্দেশ মেনে চলব। দল যেভাবে কাজে লাগাবে, সেই কাজ করব।' এদিন দলীয়ভাবে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ঘোষণার পর জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে আসেন মনোজ ও ঝুলন। দীর্ঘ সময় ধরে দলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে মনোজ ও ঝুলন কেউই মন্তব্য করতে চাননি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উদ্ভাসিত।। *আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তীতে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ দে।*

টুকরো খবর

পাশে সিপিএম

ধূপগুড়ি, ৬ নভেম্বর : দুর্যোগের পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাবারের আয়োজন করছে সিপিএম নেতৃত্ব। হোগলাপাতা এলাকায় 'আমাদের রান্নাঘর' নামে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। দলের নেতৃত্বের কথায়, চাঁদা তুলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে এখনও রান্নার আয়োজন করা হচ্ছে। বাসিন্দারা সময়মতো এসে পরিবারের সকলের জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত রান্নাঘর চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব।

সাহায্য সংগ্রহ

চালসা, ৬ নভেম্বর : গান গেয়ে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হল। বৃহস্পতিবার চালসা সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ি বাজারে একদল তরুণ অর্থ সংগ্রহ করে।

মঙ্গলবাড়ি বস্তি এলাকার সাবিতা ভুজেল নামে এক মহিলা ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য বহু টাকার প্রয়োজন। ওই মহিলার চিকিৎসার জন্য এদিন বাজারে আসা জনগণকে আর্থিক সাহায্য করার আবেদন জানান ওই তরুণরা। অনেকেই সাহায্য করেন। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকেও সাহায্যে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়।

শাখা কমিটি

ওদলাবাড়ি, ৬ নভেম্বর : বুধবার ওদলাবাড়িতে বসবাসকারী বিহারি তরুণদের নিয়ে 'বিহারি কল্যাণ সমিতি'র শাখা কমিটি গঠন করা হল। এই কারণে বুধবার ওদলাবাড়ির রায় পাড়ায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ২৭ জন সদস্যবিশিষ্ট ওদলাবাড়ি শাখা কমিটি গঠন করা হয়। ভোলা সিং-কে চেয়ারম্যান, সন্দেশ প্রসাদকে সভাপতি এবং সোনু গুপ্তা, বিক্রম সিং ও পবন সিংকে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বাজারে আগুন

ওদলাবাড়ি, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওদলাবাড়ি হাটখোলার সবজি বাজারে আগুন লাগে। মালবাজার থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাজারের মোট ৬টা দোকান আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পুরোনো চাকরির জন্য ভেরিফিকেশন

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : নিজেদের পুরোনো চাকরিতে ফিরছেন চাকরিহারা স্কুল শিক্ষকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো পুরোনো স্কুলে শিক্ষকতায় ফিরতে চলেছেন 'যোগ্য' চাকরিহারাদের একটি অংশ। সেইমতো বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ-এ তাঁদের ভেরিফিকেশন হল। এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, জেলার ৬৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকার নাম রয়েছে ভেরিফিকেশনে। দুজন আলিপুরদুয়ারের ছিলেন। তাঁদের ভেরিফিকেশন সেখানেই হবে। এরপর প্রাইমারি স্কুলে যোগদানের জন্য তাঁরা এক মাস সময় পাবেন।

ভেরিফিকেশনে কী কী দেখা হচ্ছে? তিনি জানান, প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চাকরি করেছেন কি না। যদি করে থাকেন তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, নিয়োগ, পদত্যাগপত্র সহ স্যালারি পোর্টাল দেখা হচ্ছে। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে তবে নিয়োগের চিঠি পাঠানো হবে।

পুরোনো বিদ্যালয়ে নিয়োগের

ডিপিএসসি-তে ভেরিফিকেশন চলছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে।

ব্যাপারে হলদিবাড়ি হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষিকা মনামি সরকার বলেন, কিছু অসাধু মানুষের জন্য এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পড়তে হল। হাইস্কুলের শিক্ষিকা থেকে এখন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিতে হবে। ৭ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে হাইস্কুলে চাকরি করে এখন প্রাইমারিতে। এতে খুশি নই। শুক্রবার এসএসসি-র রেজাল্ট বের হওয়ার কথা। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছি। পুরোনো স্কুল ছিল রাজগঞ্জ ব্লকের তালমা ১ নম্বর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে নিয়োগ দুর্নীতির জেরে ২০১৬ এসএসসি প্যানেল বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। যার জেরে চাকরি হারিয়েছিলেন প্রায় ২৬ হাজার স্কুল শিক্ষক। চাকরি বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশে জানিয়েছিল, 'যোগ্য' চাকরিহারারা যদি শিক্ষকতার চাকরির আগে সরকারের অন্য কোনও দপ্তরে কাজ করে থাকেন, তবে সেই পুরোনো চাকরিতে তাঁরা ফিরতে পারবেন। রাজ্য সরকার যাতে তাঁদের পুরোনো চাকরি ফিরিয়ে দেয় সেই নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেইমতোই প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা দপ্তর।

নিত্য হাতির উপদ্রবে নাজেহাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ নভেম্বর : চারদিকে হাতি। সঙ্গে রয়েছে চিতাবাঘের উপদ্রবও। পরিস্থিতির মোকাবিলায় নজরদারির জন্য গাড়ির সংখ্যা বাড়িয়েছে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে অতিরিক্ত কিছু বন শ্রমিক। রোজ সন্ধ্যা থেকে সকাল। পালা করে টানা টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীদের মিলিত টিম। সাড়ে ৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ডায়নার জঙ্গলে এখন ৭০টিরও বেশি হাতি রয়েছে। লাগোয়া চা বাগান ও বনবস্তিতে চিতাবাঘের সংখ্যা ঠিক কত তা জানা নেই কারও। প্রতিদিন সূর্য ডোবার আগেই কখনও জোটবদ্ধভাবে আবার কখনও কয়েকটি উপদলে ভাগ হয়ে হাতির পাল হানা দিচ্ছে লোকালয়ে। একটি পাল তো ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ও সংলগ্ন রেললাইন টপকে সোজা চলে যাচ্ছে ভুটানে। ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'প্রতি বছরই শীতের এই সময়ে জঙ্গলে হাতির আনাগোনা বেড়ে যায়। তবে এবার সংখ্যাটি বেশি। যে কারণে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়না রেঞ্জে এখন একযোগে ৫টি গাড়ি কাজ করছে। আগে ছিল মোটে ২টি গাড়ি। ডায়না নদীর দু'ধারের এলাকাগুলিতে ওই গাড়ি করে বনকর্মীদের টিম নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যারন, গাঠিয়া, লুকসান, চ্যাংমারি, গ্রাসমোড়, ধরণীপুরের মতো চা বাগানগুলিতে টহলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১টি গাড়ি। আমবাড়ি, রেডব্যাংক, দেবপাড়া চা বাগান সহ আপার কলাবাড়ি, হৃদয়পুর, প্রয়াগপুর, জ্বালাপাড়ি, ডুডুমারি বনবস্তিগুলিতে টহল দিচ্ছে আরেকটি গাড়ি। খেরকাটা গ্রাম ও বামনডাঙ্গা চা বাগানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে একটি করে আলাদা গাড়ি। অপর গাড়িটি সকাল, সন্ধে দু'বেলা কলাবাড়ি চা বাগানে যাচ্ছে চিতাবাঘের নজরদারিতে।

বৃহস্পতিবার একসঙ্গে ৪০টি ভুটান ফেরত হাতি ডায়না সড়কসেতুর সামনে রেললাইন লাগোয়া স্থানে আটকে যায়। পরে সকালে সেগুলিকে বনকর্মীরা জঙ্গলে ফেরত পাঠান। এমন ঘটনা এখন নিত্যদিনের। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, প্রতিবেশী দেশের প্রতি হস্তীযূথের এই আগ্রহের অন্যতম কারণ যাত্রাপথের দু'ধারের পাকা ধানখেত সহ ভুটানেও বিঘার পর বিঘা জমিতে চাষ করা সোনালি হয়ে ওঠা ওই ফসল।

রাতে ফর্ম বিলি, উত্তেজনা

বেলাকোবা, ৬ নভেম্বর : বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্টকে না জানিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিলি হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই ফর্ম বিলি চলেছে রাত ১টা পর্যন্ত। বিএলও উৎপল রায়ের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। রাজগঞ্জের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপিলিপাড়া ১৮/১৬৮ নম্বর বুথের এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিজেপির সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলএ মধুসূদন রায় বলেন, 'বাড়ি বাড়ি না গিয়ে মাঝরাতে বাসিন্দাদের ডেকে ডেকে বুথের সামনে চেয়ারে বসে বিলি করা হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম। আমাকে অন্ধকারে রেখে এই কাজ করা হচ্ছে। এ হতে পারে না।' বৃহস্পতিবার ফর্ম বিলির সময় বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিএলও। এতকিছুর পরও বিএলও তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বলেন, 'আমি রাতেই ফর্ম বিলি করব।'

কমিশনের নির্দেশমতো মঙ্গলবার থেকে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেছেন বিএলও-রা। এরই মধ্যে বিএলও-কে নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিজেপির স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দিপু রায় বলেন, 'বুথের বিজেপি এজেন্টকে না জানিয়েই ফর্ম বিলির কাজ শুরু করেছে বিএলও। তাও আবার রাতে।'

সাক্ষ্যে প্রশ্ন

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে নামের তালিকা টাইপ করে দিতেন বলে নিম্ন আদালতে জানালেন সাক্ষী। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পার্থর আইনজীবী। মিথ্যে সাক্ষীর অভিযোগ করলেন তিনি।

এগোল কাজ

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ৫টি ছোট স্লুইসের কাজ ৯০ শতাংশ শেষ। নো কস্ট মডেলে ড্রেজিং প্রকল্প শুরু হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

নিয়োগের খসড়া

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগবিধির একটি খসড়া প্রকাশ্যে আসা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। খসড়ায় টেটের জন্য বরাদ্দ ৫ নম্বর বেড়ে ২৫ করা হয়েছে। যদিও খসড়ার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে।

জীবন জেলেই

ইডির তত্ত্বে সায় দিয়ে জীবনকৃষ্ণ সাহার জামিনের আর্জি খারিজ হল নিম্ন আদালতে। ইডির অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতির সমস্ত টাকা কোনও এক 'বড় মাথা'র ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে।

সবশেষে ফর্ম পূরণ মমতার

প্রকাশিত খবর অস্বীকার, ফের চ্যালেঞ্জ বিজেপিকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দু-দিন আগেই জোড়াসাঁকোর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'ঘটি-বাটি বিক্রি করে হলেও ভোটার লিস্ট থেকে একজন প্রকৃত ভোটারের নামও বাদ দিতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রীর ওই হুঁশিয়ারির পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে এসআইআর ফর্ম জমা দিয়ে এসেছেন কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দার ফর্ম জমা এবং ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম না ওঠা পর্যন্ত তিনি কোনওরকম ফর্ম পূরণ করবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বুধবার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে। কর্মসূত্রে আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না।'

মুখ্যমন্ত্রী বিএলও-র কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে তা পূরণ করেছেন বলে কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছিল। এমনকি তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'তেও প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে এই খবর ছাপা হয়েছিল। এই খবর যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা দাবি করে এদিন মমতা বলেছেন, 'এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।' দলীয় মুখপত্রের ওয়েবসাইটেও খবরটি প্রকাশিত হয়। যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এদিন 'জাগো বাংলা'র সান্ধ্য সংখ্যায় এই নিয়ে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'বিএলওদের একটি সংগঠনের তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে যা বলা হয়, তা বহু মিডিয়া প্রকাশ করে। আমরাও ভুলবশত তা প্রকাশ করি। যদিও ওই বিবৃতিতে তথ্যগত ভুল ছিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত। বাস্তব বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী নিজে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিতে জানিয়েছেন।'

এদিন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েও এসআইআর নিয়ে মমতা তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ২০০২ সালে প্রায় আড়াই বছর ধরে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন হয়েছিল। তাহলে এবার কী করে মাত্র দু-মাসের মধ্যে নিবিড় সংশোধনের কাজ শেষ করা যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, 'যেভাবেই হোক, বাংলা দখল করা লক্ষ্য। কিন্তু আমরাও ছেড়ে দেব না। একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও নির্বাচন কমিশনকে বুঝিয়ে দেব বাংলা কী জিনিস।' ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এরাজ্যে 'আবকি বার দোশো পার' স্লোগান তুলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ৭৭টি আসনে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দলবদল ও উপনির্বাচনে হারের ফলে এই মুহূর্তে বিজেপির সরকারিভাবে বিধায়কের সংখ্যা ৬৫ জন। কিন্তু এর মধ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এসআইআর করে রাজ্যে ২ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ওই গদ্দার কী করে জানল কত ভোটারের নাম বাদ যাবে? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলেছি, বাংলায় একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমরা ছেড়ে দেব না। বাংলার প্রতিটি মানুষের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৭ নম্বর বুথের বাসিন্দা। তিনি ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেন। ৭৭ নম্বর বুথের ভোটার তালিকাতেই নাম রয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের ১৭ জন সদস্যের। বুধবার তাঁদের ফর্ম মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কেউই ওই ফর্ম পূরণ করেননি বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৬ নভেম্বর : এসআইআর ফর্ম নেওয়া বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন রামপুরহাটে সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ১৭টি এনুমারেশন ফর্ম গিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি নিজে হাতে ফর্ম নেননি। তিনি ফর্ম ফিল-আপ করবেন না, যতক্ষণ না বাংলার সব মানুষ ফর্ম ফিল-আপ করবে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, এসআইআর ঘোষণার পর নিউটাউনে একটি বস্তি ফাঁকা করে সকলে বাংলাদেশ পালিয়েছে। আপনি যদি এককথার মানুষ হন তাহলে আপনিও ফর্ম ফিল-আপ করবেন না। তাহলে আপনার নামও ভোটার লিস্টে থাকবে না।'

যোগ্য-অযোগ্য বাছাই কীভাবে, প্রশ্ন কোর্টের

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিতে বা কীসের ভিত্তিতে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা তৈরি হয়েছিল, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ইতিমধ্যেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। এই বিষয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, 'তালিকায় অযোগ্যদের নাম নিয়ে আদালত চিন্তিত নয়। তবে ওই তালিকা তৈরি হল কীভাবে সেই পদ্ধতি জানতে চায় আদালত।' শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের দাবি, এক্ষেত্রে নতুনরা বঞ্চিত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আদালতের প্রশ্ন, 'যাঁরা নতুন চাকরির পরীক্ষায় বসেছেন তাঁদের দোষ কোথায়? তাঁরা কেন এই নম্বর থেকে বঞ্চিত হবেন?' এরই মধ্যে শুক্রবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় ফল প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই পরিস্থিতিতে আদালতেও এসএসসি সংক্রান্ত মামলায় টানাপোড়েন অব্যাহত রইল।

আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছিল। অথচ শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হলে নতুনদের ক্ষেত্রে তা বৈষম্যমূলক। এর মাধ্যমে কমিশন একটি শ্রেণির মধ্যে আরেকটি শ্রেণি তৈরি করছে। যা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করে। এক্ষেত্রে রাজ্যের যুক্তি, সংবিধানসম্মত অধিকার রয়েছে রাজ্যের। প্রশাসনিক নীতির অংশ হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রে মান বৃদ্ধির জন্য রাজ্য এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এদিকে ৮ জন চাকরিপ্রার্থীর নথি যাচাই চলছে। তাঁদের দাবি, তাঁরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। তাই রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদেরও তাঁদেরও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হোক। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ভাবছে এসএসসি। ফলাফল ঘোষণার পর ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তা মিটলেই নবম-দশম শ্রেণির নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সংগীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাকে সম্মান মুখ্যমন্ত্রীর। -পিটিআই

চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত রমেশ সিপ্পি

শত্রুঘ্ন, আরতিকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : বঙ্গবিভূষণ সম্মান পেলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায় এবং সাংসদ-অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসে এই সম্মান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন আরতি। বললেন, 'এই প্রথম এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন যিনি শিল্পীদের কথা ভাবেন।' আবেগঘন হয়ে পড়েন শত্রুঘ্নও। তিনি বলেন, 'এই পুরস্কার পাব তা সত্যিই জানতাম না। ভারতীয় ছবি আমাদের গর্ব।' তবে আরতি-শত্রুঘ্নর বঙ্গবিভূষণ প্রাপ্তি নিয়ে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, মমতাঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই এই দুই শিল্পীর সম্মান প্রাপ্তি। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'এনডিএ বা বিজেপির সরকার কখনই রাজনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার করেনি। এখানেই তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। তৃণমূল সর্বদা সব ক্ষেত্রে দলের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সামনে রেখেছে।'

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্বলন করে উৎসবের সূচনা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান অভিনেতা সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব।

'শোলে'-র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিপ্পি বাংলায় কাজ করবেন। ঋত্বিক ঘটকের ওপর লেখা বইয়ের উদ্বোধন করেন তিনি। উৎসব শুরু হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠান 'দীক্ষামঞ্জরী'র নাচের মধ্য দিয়ে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলবে এক সপ্তাহ ধরে। প্রথম দিনেই মুম্বই থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সুজয় ঘোষ। মঞ্চে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় তাঁকে। অভিনেত্রী তিলোত্তমা সোমকে স্বাগত জানিয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তবে এবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না তিন খানের কেউই। ছিলেন না অমিতাভ বচ্চনও। একই সঙ্গে শহরের বাইরে শুটিং থাকায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় 'মিঠাই' খ্যাত অভিনেত্রী সৌমীতৃষা কুণ্ডু এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনেতা লিলি চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক, পাওলি দাম, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী সহ ব্রিটেন, পোল্যান্ড, কেরল, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কার জুরি সদস্যরা।

এই বছরের উৎসবে ভারত সহ মোট ৩৯টি দেশ থেকে নির্বাচিত ২১৫টি সিনেমা দেখানো হবে। তাদের মধ্যে ১৮৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং ৩০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের। ১৮টি ভারতীয় ভাষা এবং ৩০টি বিদেশি ভাষার ছবি দেখানো হবে। প্রদর্শিত হবে বোরো, তুলু এবং সাঁওতালি সহ নানা উপভাষার ছবি। উৎসব চলবে ১৩ তারিখ অবধি। এদিন পরিচালক মৃণাল সেনের নাম বিভ্রাট নিয়ে ফের সমালোচনার মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে মৃণাল সেনকে 'মৃণাল সিংহ' বলেন তিনি।

আরজি করেই অনিকেত

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ নয়, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো থাকবেন আরজি করেই। রাজ্যের আবেদন খারিজ করে বৃহস্পতিবার এমনটাই রায় দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।

চলতি বছরের মে মাসে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, চিকিৎসক দেবাশিস হালদার ও চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার পোস্টিং নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তাঁদের অভিযোগ, কাউন্সেলিং অনুযায়ী তাঁদের পোস্টিং হয়নি। মেধাতালিকায় বেছে বেছে শুধুমাত্র তাঁদের তিনজনকেই দূরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে একক বেঞ্চ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, এক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি মেনে চলা হয় তা অনিকেতের ক্ষেত্রে মানা হয়নি। এতে সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। অনিকেতকে আরজি করেই রাখার পক্ষে রায় গিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। তবে তা ধোপে টেকেনি। রায় ঘোষণার পর অনিকেত বলেন, '৬ মাস ধরে পেশা থেকে দূরে রয়েছি। আদালতের এই রায়ের ফলে ন্যায় ও স্বচ্ছতার জয় হয়েছে।'

বিশ্বভারতীতে শিল্প শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার, উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। -তথাগত চক্রবর্তী।

৪ চেয়ারম্যান বদল পূর্ব বর্ধমান জেলায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পুর এলাকায় যথেষ্ট খারাপ ফল করেছিল তৃণমূল। রাজ্যের ৭৪টি পুরসভায় তারা পিছিয়ে পড়েছিল। এরপরই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরসভায় রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু রদবদল দেরি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরই মধ্যে উৎসবের মরশুমের আগে রাজ্যের সাংগঠনিক স্তরে ব্যাপক রদবদল করে তৃণমূল। এরপর যে পুরসভায় তৃণমূল রদবদল করতে চলেছে, সেই ইঙ্গিতও তখন দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবারই পূর্ব বর্ধমান জেলার ৪ পুরসভায় ব্যাপক রদবদল করা হল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা ও গুসকরা পুরসভায় রদবদল করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশমতো এই রদবদল হয়েছে। খুব শীঘ্রই নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা দায়িত্ব নেবেন।'

কাটোয়া পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুই পদে রদবদল করা হয়েছে। এই পুরসভায় সমীর কুমার সাহাকে সরিয়ে কমলাকান্ত চক্রবর্তীকে নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে। একইভাবে লখিন্দর মণ্ডলকে সরিয়ে ইউসুফা খাতুনকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কালনা পুরসভায় আনন্দ দত্তকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে রিনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এখানে ভাইস চেয়ারম্যান পদে কোনও রদবদল করা হয়নি। গুসকরা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বেলি বেগমকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই পদ দেওয়া হয়েছে সাধনা কোনারকে। তবে চেয়ারম্যান পদে কুশল মুখোপাধ্যায় বহাল রয়েছেন। দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান পদে প্রদীপ রায়কে সরিয়ে সমর সাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান পদে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকছেন।

গত দেড় মাস ধরে বিভিন্ন জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সমীক্ষক সংস্থা আইপ্যাকের কাছ থেকেও পৃথক রিপোর্ট নিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গত সপ্তাহেই অভিষেকের একপ্রস্ত কথা হয়। ওই বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও ছিলেন। তখনই রদবদলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চারটি পুরসভার রদবদল করা হলেও বাকি পুরসভাগুলির রদবদলও খুব শীঘ্রই করা হবে। গত লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে নতুন পদাধিকারী বাছাই করা হচ্ছে। ফলে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েটের ওপর যে কোপ পড়বে তা নিশ্চিত।

কাউন্সিলারের নাম উধাও

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : এবার তালিকা থেকে উধাও হল খোদ কাউন্সিলারের নাম। আসানসোল পুরনিগমের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা রাজ্য শিক্ষক নেতা অশোক রুদ্রের অভিযোগ, 'আমি রোহিঙ্গা নই। আমরা বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানের শরণার্থীও ছিলাম না। পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছি। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসছি। তাও প্রয়াত বাবা ও মায়ের নাম সহ আমার নাম ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

বাবা প্রয়াত চণ্ডী দাস রুদ্রের নথি রয়েছে অশোকের কাছে। রয়েছে বৈধ পাসপোর্টও। বৃহস্পতিবার কাউন্সিলারের দাবি, তাঁর দাদু প্রয়াত সতীশচন্দ্র রুদ্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাই ভাগলপুরে রেলে কাজ করলেও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। তারপরেও কীভাবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিল হয়, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অশোক। তাঁর প্রশ্ন, 'এতে ভীত হয়ে কেউ আত্মহত্যা করলে বা মারা গেলে তার দায় কি নির্বাচন কমিশন নেবে?'

ঘটনায় বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পালটা জবাব, '২০০২ সালে অশোক বামপন্থী ছিলেন। রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। তাই তালিকায় নাম নেই কেন সেটা ওঁরাই বলতে পারবেন!'

দায়িত্ব আদালতের

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়ে থাকলে তা দেখা আদালতের দায়িত্ব, প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই মন্তব্য হাইকোর্টের। ২০১৪ সালের টেট ও তার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'বৃহত্তর দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে। চার্জশিটে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের কথা বলা হয়েছে। তবে পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়েছে কি না, তা প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখা আদালতের দায়িত্ব।'

এদিন ডিভিশন বেঞ্চ এস বসু রায় কোম্পানির ভূমিকা কী ছিল, সেই সম্পর্কে রাজ্যের থেকে জানতে চায়। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, 'সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব কি ওই সংস্থার হাতে ছিল?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়ে দেন, ওই বেসরকারি সংস্থাকে আবেদনপত্রের বিন্যাস, ফি জমা নেওয়া, প্রার্থী যাচাইয়ের তালিকা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে নম্বর দেওয়া, উত্তরপত্র মূল্যায়ন বা প্রার্থী যাচাইয়ের কাজ করেনি এই সংস্থা। তবে তৎকালীন একক বেঞ্চের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এজি। তাঁর দাবি, ওই বিচারপতি প্রসিকিউটার হিসেবে কাজ করেছিলেন। রাজ্যকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা নেই। ১১ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানি। ওই দিন শুনানি শেষ না হলে ১২ ডিসেম্বর শুনানি হবে। ওই দিনই শুনানি শেষ করে রায়দান স্থগিত রাখবে আদালত।

আগুন নেভানোর তৎপরতা। কলকাতার আরএন মুখার্জি রোডে। বৃহস্পতিবার।

কাঠগড়ায় পুরসভা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : এসআইআর থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে বেআইনিভাবে ঢালাও জন্ম শংসাপত্র বিলি করছে কলকাতা পুরসভা। এসআইআর ঘোষণার পর আচমকাই কলকাতা পুরসভার জন্ম শংসাপত্র পেতে ভিড় করছেন বহু মানুষ। এই আবহে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও অভিযোগ খারিজ করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। রাজনৈতিকভাবে এঁটে উঠতে না পেরে সাম্প্রদায়িক কুৎসা করছেন শুভেন্দু।'

শুধু এই অভিযোগই নয়, এই ব্যাপারে পুর কমিশনারকে চিঠি দিয়ে ৬ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত কত শংসাপত্র বিলি হয়েছে, সেই তালিকায় পুরসভার বাইরের কত লোক রয়েছে, দেরিতে আবেদনকারীর সংখ্যা কত এবং সাম্প্রতিক নবজাতকদের সংখ্যা কত সেই ব্যাপারে সরকারি তথ্য চেয়েছেন। কর্পোরেশন তথ্য দেবে না এটা ধরে নিয়ে আরটিআই-এর মাধ্যমে গত ৩০ দিনে কলকাতা পুরসভার ইস্যু হওয়া জন্ম শংসাপত্রের রেকর্ড দাবি করেছেন শুভেন্দু। শুভেন্দুর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজ্যের অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি যোগ রয়েছে। তাই বিষয়টি কমিশনকেও তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করেছেন তিনি। যদিও কমিশনের মতে, শুভেন্দুর দাবির কোনও ভিত্তি নেই। মানুষ যতই ভিড় করুক, অনলাইনে দৈনিক সর্বাধিক ১৫০টির বেশি জন্ম শংসাপত্র ইস্যু হয় না। শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ বলেছেন, 'বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার অধিকার সবার আছে। এটা কেউ আটকাতে পারে না। যে প্রচার চলছে, সেটা সাম্প্রদায়িক প্রচার। কলকাতা পুরসভা তাঁদেরই বার্থ সার্টিফিকেট দেবে, যাঁদের রেকর্ড আছে।'

পরিযায়ীদের অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হয়নি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : অনলাইনে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করার কাজ এখনও শুরু করা গেল না। অনুপস্থিত ও বিশেষত রাজ্যের বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই রাজ্যের জন্য অনলাইনে এসআইআর করার অনুমতি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কথা ছিল এসআইআর শুরুর দিন থেকেই সাধারণ এসআইআর-এর সঙ্গেই সমান্তরালভাবে অনলাইনেও এই কাজ করা যাবে। এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে কারা কারা অনলাইনে এসআইআর করতে পারবেন, তা প্রচারও করেছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। কিন্তু শুরুতেই হোঁচট খেতে হয়। কারিগরি জটিলতায় আটকে যায় অনলাইনে এসআইআর-এর কাজ। দিল্লির নির্দেশে টিসিএসকে অনলাইন সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব দেয় রাজ্যের সিইও দপ্তর। বুধবার তারা জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই অনলাইন চালু হয়ে যাবে।

কিন্তু দিনভর প্রতীক্ষার পরেও বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কমিশনের সেই অনলাইন পরিষেবা চালু হয়নি। এই ব্যাপারে কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'টিসিএস চেষ্টা করছে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে অনলাইন চালু করতে।' এদিকে এর ফলে রাজ্যের বাইরে লক্ষাধিক মানুষ এসআইআর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে পড়েছেন।

এসআইআর শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের ধুলুগ্রামের ৩৬ নম্বর বুথের বিএলও বাড়ি বাড়ি না গিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বসে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শতাধিক লোক। তাঁকে ঘেরাও করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত বিএলওকে বহিষ্কার এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিজেপি জামালপুর থানা ও বিডিও দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছে।

উত্তর কলকাতায় কাশীপুর, বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা এবং জোড়াসাঁকোর ৩৭ ও ৩৯ নম্বর বুথে বিএলওদের সঙ্গে বিজেপির প্রতিনিধিকে দেখে আক্রমণ করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই অভিযোগে এদিন উত্তর কলকাতা জেলা নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

হলফনামা তলব

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়ে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। যথাযথ পদ্ধতিতে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও এই সময়ে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার এই মামলায় কমিশনের থেকে হলফনামা চাওয়া হয়েছে। তবে বিএলওদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেয়নি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের মন্তব্য, 'সরকার জানে কীভাবে তার কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে হয়। তাই এই বিষয়ে আলাদা করে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

ফের চাকরিতে ১৬৬ চাকরিহারা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগেই চাকরিহারাদের একাংশ পুরোনো চাকরিতে ফেরার আবেদন করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ১৬৬ জন 'যোগ্য' চাকরিহারাকে পুরোনো চাকরিতে ফেরার নিয়োগপত্র দেওয়া হল। ইতিমধ্যেই ১৫০০-র বেশি শিক্ষক প্রাথমিকের চাকরিতে ফিরেছেন। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে সুপারিশপত্র দেওয়া হবে ৫৪৬ জনকে। তবে শূন্যপদের অভাবে যেসব জেলায় শিক্ষকরা কর্মরত ছিলেন, তার পার্শ্ববর্তী জেলা কিংবা দূরবর্তী স্কুলগুলিতে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে। সেই নিয়ে ফের দুশ্চিন্তায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ।

২০২১ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের দূরবর্তী জেলায় পোস্টিং নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। শিক্ষা দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে বারবার অনুরোধ জানানো হলেও সুরাহা মেলেনি। এরই মধ্যে আবার চাকরিহারাদের একাংশের পুরোনো চাকরিতে ফেরাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এদিন শিক্ষকদের একাংশের দাবি, কেউ ১৪০ কিলোমিটার, কেউ বা ২০০ কিলোমিটার দূরে চাকরি ফিরে পেয়েছেন। পর্ষদের দপ্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অনেকে। তাঁদের চিন্তা, বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা, কোলের শিশু রেখে কীভাবে এত দূরে চাকরি করতে যাবেন। ইতিমধ্যেই ৪ হাজারেরও বেশি চাকরিহারাকে পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর অনুমোদন দিয়েছে নবান্ন। এসএসসি সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে নিয়োগে সুযোগ পাওয়ার আগে যে শিক্ষক যে স্কুলে পড়াতেন, সেই স্কুলেই ফেরানোর চেষ্টা চলছে। তবে শূন্যপদের অভাবে সেই চাকরিতে ফেরানোর উপায় খুব একটা নেই বললেই চলে।

শুধু শিক্ষাজগৎ নয়, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, রাষ্ট্রীয় সংস্থায় বিভিন্ন পদে ফিরে গিয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। গত মাসে পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর জন্য ৫৪৬ জন আবেদনকারীর নথি যাচাই করা হয়েছিল। চাকরিহারা শিক্ষকদের অভিযোগ, বারবার নিজেদের পুরোনো স্কুলে ফেরার আবেদন জানালেও শিক্ষা দপ্তর তাতে সবুজসংকেত দেয়নি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২০ কার্তিক ১৪৩২

শক্ত কাজ

কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বাড়িতে বাড়িতে নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে না নেই, খুঁজতে সকলের পাগল হওয়ার জোগাড়। চারদিন হল রাজ্যে বাড়ি বাড়ি তালিকা যাচাই শুরু হয়েছে। এসআইআরের বিরুদ্ধে কলকাতার রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিলে হেঁটেছেন মমতা-অভিষেক। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের আতঙ্কে বিভিন্ন জেলা থেকে বেশ কিছু মৃত্যুর অভিযোগ এসেছে।

মওকা বুঝে সাইবার ক্যাফেগুলো ভোটার তালিকার প্রিন্টআউট বের করে দিয়ে দু'চার পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। যেসব মানুষ বেশি সাবধানি, তাঁরা ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের পরিবারের নামের অংশের পাতাটির প্রিন্টআউট জোগাড় করে রেখে দিয়েছেন। মুশকিল হয়েছে তাঁদের, যাঁদের নাম আগের তালিকায় ছিল অথচ এখন কমিশনের আপলোডেড তালিকায় নেই। বিভিন্ন জেলায় এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলেছে।

এর মধ্যে আবার কমিশনের সার্ভার বিভ্রাট হওয়ায় আতঙ্ক, বিভ্রান্তি আরও বেড়েছিল। যাঁরা এতদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা। রাত পর্যন্ত পাড়ার মোড়ে, চায়ের ঠেকে এসআইআর নিয়ে জোর আলোচনা। সত্যিই এ বড় কঠিন সমস্যা। আপাতত ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িতে বাড়িতে বিএলও-দের জন্য প্রতীক্ষা চলছে।

এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছিলই। এখন কলকাতা হাইকোর্টেও দায়ের হল মামলা। মামলার চেয়েও বড় ঝঞ্ঝাট হল বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) নিয়ে সমস্যা। কমিশন রাজ্যে ৮০ হাজার বিএলও নিয়োগ করেছে। বিজেপির অভিযোগ, বিএলও-দের একটা বড় অংশ তৃণমূল সমর্থক, তাঁরা শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

বিএলও-দের অধিকাংশ স্কুল শিক্ষক। বিএলও-দের সঙ্গে কমিশন স্বীকৃত আট রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বিএলএ ২-এর সংখ্যা নগণ্য। সব দল মিলে মাত্র ৪১৮০০। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, বিএলও-রা নিজেদের স্কুলের কাজ সামলে এসআইআরের দায়িত্ব সামলাবেন। চাকরির জায়গায় অনুপস্থিত হলে তাঁর বেতন কাটা যাবে।

অন্যদিকে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত বলে বিএলও-দের বিরাট একটা অংশ নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এই কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। নিজের নিজের স্কুল সামলে এসআইআরের কাজ করা কার্যত অসম্ভব বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু নিস্তার মেলেনি। শীর্ষ আদালত বলেই দিয়েছে, বিএলও'র দায়িত্ব যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের সেই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিএলও-দের বিক্ষোভই বড় খবর হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের দাবি, প্রথমত, এসআইআরের কাজে তাঁরা যখন বাড়ি বাড়ি যাবেন, তখন তাঁদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্কুলে তাঁদের উপস্থিত দেখাতে হবে। তৃতীয়ত, এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনওরকম আঘাত বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তাহলে উপযুক্ত অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

একেকটি বাড়িতে বিএলও-দের তিনবার যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিশাল রাজ্য। সর্বত্র চাপা উত্তেজনা। তৃণমূলের বিরোধিতা তো রয়েছেই। বিএলও-রা আবার কোনও কোনও এলাকায় গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। সেসবের মধ্যেই অল্প সময়ে কোটি কোটি ভোটারের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সম্পূর্ণ করা সহজ কথা নয়। এই পরিস্থিতিতে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের নিশ্চয়ই মাথায় হাত।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, '৫০ শতাংশ এসআইআর হলেও তৃণমূল বাংলায় হেরে যাবে।' কিন্তু ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতবে না হারবে, সে অনেক পরের কথা। কিন্তু প্রতি পদে তৃণমূলের বাধার মুখে রাজ্যজুড়ে এসআইআর সম্পূর্ণ করা যে বেশ কঠিন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

আদর্শ, মুখ ও বাম রাজনীতির নতুন পাঠ

নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয় পশ্চিমবঙ্গের দিশাহীন বাম রাজনীতির জন্য গভীর বার্তাবাহী।

কুশল হেমব্রম

নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক জয় শুধুমাত্র আমেরিকার রাজনৈতিক দিগন্তেই একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা নয়, বরং বিশ্বজুড়ে বিশেষত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির দিশাহীন ইকোসিস্টেমের জন্য এক গভীর শিক্ষণীয় বার্তা বহন করে এনেছে। এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, উগান্ডায় জন্ম নেওয়া এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পরিচয়ের প্রগতিশীল মুখ, নিউ ইয়র্কের মতো ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-শহরের ক্ষমতার কেন্দ্রে জায়গা করে নিলেন- এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসঙ্গত, নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে মামদানির কাজ শুরুর কথা।

জোহরান মামদানির এই জয় প্রথাগত মার্কিন রাজনীতির 'এস্টাবলিশমেন্ট'-এর উপর এক প্রবল আঘাত। নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্রের এক শক্তিশালী প্রতিনিধি অ্যান্ড্রু কিউমোকে পরাজিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'অলিগার্ক' এবং শক্তিশালী দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের অশুভ আঁতাতকে ভেতর থেকে টলিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিউমোর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর জয় প্রমাণ করে যে, আমেরিকার মতো রক্ষণশীল সমাজে এখনও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং জনমুখী অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা বিপুল সংখ্যক ভোটারকে আকর্ষণ করতে পারে।

তিনি কেবল একজন সাধারণ 'বাম' বা 'প্রগতিশীল' নেতা হিসেবে আবির্ভূত হননি, বরং মুক্ত বাজারের পুঁজিবাদী কেন্দ্রবিন্দুতে সমাজের দরিদ্রতম ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য 'সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা'-কে কেন্দ্রীয় ইস্যু করেছেন। বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, রেন্ট ফ্রিজ, সরকারি উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন- এই ধরনের সুস্পষ্ট ও সরাসরি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি তাঁর ভাষ্যকে বিমূর্ত আদর্শের স্তর থেকে নামিয়ে এনেছে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সমতলে। বার্নি স্যান্ডার্স ও আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মামদানির রাজনীতি তৃণমূল আন্দোলন ও আইন প্রণয়নের মধ্যে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। তা মূলধারার পুঁজিবাদী রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁর এই উত্থান এমন এক সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী এবং পরিচিতি-ভিত্তিক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত। একদিকে চরম দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মামদানি-কে 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করেছেন, অন্যদিকে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের মতো সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান সত্ত্বেও তিনি একটি বহু-সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই কৌশল মুসলিম, ইহুদি, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ- বহু সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ছাতার তলায় এনেছে, যা আজকের বিভাজনের রাজনীতিকে এক মোক্ষম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এটি এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রমাণ করে যে, জনমুখী অর্থনৈতিক ইস্যুগুলিকে কেন্দ্রে রেখেও বহুজাতিক বা বহু-সাংস্কৃতিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির জন্য পাঠ

এই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমের জন্য মামদানির মডেল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একসময়ের সুদীর্ঘকাল শাসনকারী বামপন্থীরা আজ রাজ্যে প্রায় দিশাহীন এবং প্রান্তিক। পশ্চিমবঙ্গের বামেদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল- আদর্শ ও বিমূর্ত ধারণার প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা, যা সাধারণ ভোটারের মন জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বামেরা প্রায়শই ভুলে যান

আদর্শ শক্তিশালী, কিন্তু একা তা যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষ বিমূর্ত ধারণার জন্য প্রায়শই ভোট দেন না, বরং তাঁরা এমন নেতার মুখ খোঁজেন, যিনি সেই আদর্শকে শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজে ও ব্যক্তিপরিচয়ে ধারণ করেন এবং যাঁর উপর ভরসা রাখা যায়।

মুখ বনাম কেবলই আদর্শ

পশ্চিমবঙ্গের বামেরা আদর্শের বিশুদ্ধতার প্রশ্নে আপস করতে চান না, যা প্রায়শই জনপ্রিয় বা ক্যারিশম্যাটিক নেতার উত্থানকে বাধা দেয়। মামদানি, একজন অভিবাসী এবং ভারতীয়-উগান্ডান বংশোদ্ভূত মুসলিম হয়েও, তাঁর ব্যক্তিগত গল্প, শৈল্পিক পটভূমি এবং সরাসরি জন-সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সেই মুখ হয়ে উঠেছেন, যা তরুণ ও ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা ভোটারদের কাছে আদর্শের মূর্ত প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের বামেদের এমন আকর্ষণীয়, তরুণ এবং মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা মুখ দরকার, যাঁরা কেবল নীতি নয়, আবেগ ও ভরসার সংযোগ তৈরি করতে পারেন।

বহু-সাংস্কৃতিক ঐক্যের ব্যবহার

মামদানি তাঁর বহু-সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ব্যবহার করেছেন বিভাজনের অস্ত্র হিসেবে নয়, বরং ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে। তাঁর প্রচারাভিযান বহু ভাষায় বার্তা দিয়েছে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমস্যাগুলিকে সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার বৃহত্তর অর্থনৈতিক ছাতার নীচে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামেরা তাদের দীর্ঘদিনের শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের জাতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে আরও কার্যকরভাবে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাতে পারেনি। কেবল শ্রেণি সংগ্রামের বিমূর্ততা নয়, বিভিন্ন পরিচিতি গোষ্ঠীর দৈনন্দিন বাস্তব সমস্যাগুলিকে নিয়ে সরাসরি কাজ করে তাদের আস্থার পাত্র হতে হবে।

মামদানির জয় প্রমাণ করে যে, আমেরিকার মতো রক্ষণশীল সমাজে এখনও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং জনমুখী অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা বিপুল সংখ্যক ভোটারকে আকর্ষণ করতে পারে। এই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমের জন্য মামদানির মডেল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একসময়ের সুদীর্ঘকাল শাসনকারী বামপন্থীরা আজ রাজ্যে প্রায় দিশাহীন এবং প্রান্তিক।

তৃণমূল স্তরে সংগঠিত প্রচার

মামদানির সাফল্য প্রমাণ করে যে, তৃণমূল স্তরের সংগঠিত প্রচার এবং জনসাধারণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এখনও ক্ষমতার কেন্দ্রকে নাড়িয়ে দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বামেদের সংগঠন তৃণমূল স্তরে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা ভোটের দিন বুথ পরিচালনা এবং ভোটারদের কাছে সরাসরি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যর্থতার জন্ম দিয়েছে।

জোহরান মামদানির জয় এক 'টেক্সটবুক-এর মতো স্মার্ট ক্যাম্পেন'-এর ফল। তিনি বামপন্থার মূল অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা থেকে এক চুলও সরেননি, কিন্তু এটিকে পরিবেশন করেছেন এক আবেদনময়, বহু-সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে। তিনি জানতেন, কর্পোরেট এলিটদের জুটিকে ভাঙতে হলে আদর্শকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে, যা কেবল পণ্ডিতদের আলোচনায় নয়, বরং সাধারণ মানুষের রান্নাঘর এবং বাসে আলোচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বামেদের কেবল নীতির বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা থেকে সরে এসে, জোহরান-এর মতো একজন ভরসাযোগ্য মুখ তৈরি করতে হবে, যিনি দলের বিপ্লবী আদর্শকে নিজের জীবন ও কাজের মাধ্যমে জনগণের ভাষায় অনুবাদ করতে পারবেন। যতক্ষণ না এই বিমূর্ত আদর্শ মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একটি মুখ খুঁজে পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বামেদের প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্রই একটি স্বপ্ন থেকে যাবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

আজ

১৮৮৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সিভি রমণ।

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখিকা নবনীতা দেবসেন।

আলোচিত

আমি জীবনে কোনও পুরুষকে এত ভয়ে ভয়ে থাকতে দেখিনি। ওঁরা ছ'জন কর্মকর্তা। শি জিন পিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অ্যাটেনশন পজিশনে। আমি একজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর পাইনি। শি তাঁকে উত্তর দিতেও দিলেন না। আমি চাই, আমার মন্ত্রীসভা এরকম আচরণ করুক।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

আরাম করে চেয়ারে বসে মোবাইলে কথা বলছেন এক শিক্ষিকা। তাঁর পা টিপছে দুই ছাত্রী। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে স্কুল চলাকালীন শিক্ষিকার এই আচরণের ভিডিও ভাইরাল। ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। সাসপেন্ড শিক্ষিকা।

ভাইরাল/২

টম ক্রুজের মিশন ইমপসিবলের স্টাইলে মিলিটারি প্লেনের বাইরে জানলা ধরে ঝুলছেন এক মহিলা। প্লেন মাটি থেকে প্রায় ৬০০ মিটার ওপরে উড়ছে। তীব্র হাওয়ার গতিতে তিনিও প্লেনের জানলা ধরে উড়ছেন। সুরক্ষা হিসেবে একটি দড়ি কোমরে বাঁধা। 'লেডি' টম ক্রুজের ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

সরকারি কাজের চাপে শিক্ষা থেকে শিক্ষালয় কফিনবন্দি

সমগ্র ভারতে মোট ১২টি রাজ্য সহ পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। এতে আশি হাজারের ওপর সরকারি কর্মচারী যুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছেন প্রচুর সংখ্যক প্রাথমিক থেকে উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষক। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, এই কাজে যুক্ত সরকারি কর্মচারীদের এখন শুধুমাত্র এই কাজটিকেই প্রাধান্য দিয়ে দায়িত্ব সহকারে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।

বছর পেরোলেই ২০২৬ সালের গোড়াতেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। ভোট প্রক্রিয়ায় লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক যুক্ত হবেন। বলা ভালো, যুক্ত হতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক শিক্ষক এই দীর্ঘমেয়াদি সরকারি দায়িত্বপূর্ণ কর্মে যুক্ত হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা একপ্রকার লাটে ওঠার জোগাড়। প্রাথমিক স্কুলের সব কর্মকাণ্ড যেহেতু শুধুমাত্র শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল, তাই সেখানে পঠনপাঠন থেকে মিড-ডে মিল পরিষেবা বা শ্রী প্রকল্পগুলি (রাজ্য সরকারের) লাটে উঠতে বসেছে। উচ্চবিদ্যালয়গুলির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকরা এ কাজে যুক্ত হওয়ায় পঠনপাঠন থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন ধাক্কা খাচ্ছে।

এই মাসের শেষ থেকে স্কুলগুলির বার্ষিক পরীক্ষা এবং আগামী বছরের প্রায় গোড়াতেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক থাকায় সিলেবাস শেষ করা থেকে মূল্যায়ন পর্ব- পুরো বিষয়টা নিয়েই চিন্তিত ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সমাজ।

ফি বছর সঠিক সংখ্যায় শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করে সরকারি দপ্তর থেকে শিক্ষালয় পরিচালনা, সর্বকালের সেরা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে প্রায় ভেঙে পড়েছে। ছাত্রশূন্য একাধিক স্কুল বন্ধ হয়েছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাদপদতা অভিভাবকদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে।

সঠিক পরিকল্পনা, সরকারি ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও দলতন্ত্র সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রার সূচনা বহু আগেই করে ফেলেছে। তার ওপর চোখ, কান, বিবেচনা বন্ধ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া সফলভাবে পরিচালনার স্বার্থে শিক্ষকদের শিক্ষালয় ব্যতিরেকে এই দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে কোথাও যেন শিক্ষাব্যবস্থাকেই কফিনবন্দি করা হচ্ছে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

'বন্দে মাতরম'-এর আজ ১৫০ বছর পূর্তি

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে লেখা এই গানটি মাতৃভূমিকে দেবীরূপে কল্পনা করে নিবেদিত এক শক্তিশালী স্তুতি।

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১২৭তম পর্বে ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গানটি স্মরণে রাখার কথা বলেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশমাতার প্রতি 'বন্দে মাতরম' গানে যেভাবে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল, তা অচিরেই ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের জাতীয় গান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শুধু তাই নয়, 'বন্দে মাতরম' শব্দ দুটিই বহু বর্ণ, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষীর দেশে তার বহুধাবিস্তৃত ও বিপুলায়তন পরিসরকে অবিচ্ছিন্ন সত্তায় যেভাবে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের আবেগময় প্রকাশে ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তার কোনও বিকল্প নেই।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর 'বন্দে মাতরম' গানটি। 'মা তোমাকে প্রণাম' অর্থে দেশমাতাকে 'বন্দে মাতরম' বলার মধ্যেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হয়। সেক্ষেত্রে শুধু 'বন্দে মাতরম' বা তার ধারক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'ই (১৮৮২) নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার মধ্যেই দেশসেবার ঐকান্তিক প্রয়াস জারি ছিল। এজন্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রূপান্তর ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম' গানটি। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে লেখা এই গানটি মাতৃভূমিকে এক দেবীরূপে কল্পনা করে নিবেদিত এক শক্তিশালী স্তুতি। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটি লিখেছিলেন। পরে ১৮৮২ সালে সেটি 'আনন্দমঠ'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুক্তির মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল এবং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। 'বন্দে মাতরম' দেশপ্রেম ও জাতীয় ভক্তির এক চিরন্তন প্রতীক হিসেবে আজও 'জনগণমন'-র মতোই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এটি আমাদের মুক্তির সংগ্রামের আত্মাকে ধারণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাতেই তাঁর দেশসেবার পরিচয় ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় শামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠক সমাদর লাভ করেছিল। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে, তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ৫৬ বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ শিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল। ১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে 'প্রচার'-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলেও ছিল দেশসেবার আদর্শ। সেই আদর্শের প্রতি তাঁর সতৃষ্ণ দৃষ্টি আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। সেক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণ করা একান্ত জরুরি।

(লেখক সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মালদার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৬

পাশাপাশি : ১। জমি ৩। পথ, উপায় ৫। অভ্যস্ত ৬। গুণাগুণ পরীক্ষা, বিচার যাচাই ৮। তিলমাত্র, সামান্য অংশত, ক্ষণকাল ১০। শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকাল, বৈশাখ মাস ১২। ইংরেজি বছরের একটি মাস ১৪। হত্যা, হনন ১৫। কুমির ১৬। শব্দ করা, রনরন শব্দ, ঝংকার।

উপর-নীচ : ১। কিংবদন্তি, গুজব, জনপ্রবাদ ২। মর্ত্যধাম, পৃথিবী ৪। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগিণীবিশেষ ৭। দ্রুত, শীঘ্র বা হঠাৎ কিছু করা বা ধরার ভাবপ্রকাশ ৯। তাগাজাতীয় হাতের গয়নাবিশেষ, বাহু, খাটের পাশের কাঠ ১০। প্রহার ১১। অতি দ্রুত বেগে ঘোরার ভাব, ক্রিমি দমনকারী মিঠাইবিশেষ ১৩। সযত্নে পালন।

সমাধান ■ ৪২৮৫

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৩। শক্তপোক্ত ৪। দিনেশ ৫। ধড়মড় ৭। রগ ১০। বগা ১২। নাকছাবি ১৪। জালিক ১৫। বিবাসন ১৬। টনক।

উপর-নীচ : ১। বৈশ্বানর ২। খদির ৩। শশধর ৬। মনিব ৮। গণক ৯। বিবিজান ১১। গারুড়িক ১৩। শকট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরের দফার জন্য প্রচারে ঝড় মোদি, রাহুলের

বিহারে ভোট ৬৪ শতাংশ

পাটনা, ৬ নভেম্বর : বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ছাড়া মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই মিটল বিহারের প্রথম দফার ভোটপর্ব। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ২৪৩টির মধ্যে ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভোট পড়েছে ৬৪.৪৬ শতাংশ। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে বেগুসরাইয়ে (৬৭.৩২ শতাংশ)। পাঁচবছর আগে বিহারে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৫৬.১ শতাংশ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, আরজেডি সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী, বিজয়কুমার সিনহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, এলজেপি (রামবিলাস) চিরাগ পাসোয়ান, ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনি, কানহাইয়া কুমার, সমাজমাধ্যম খ্যাত খান স্যর প্রমুখ ভোট দেন ।

ভোট দেওয়ার পর লালু-রাবড়ি। পাটনায়।

এদিকে প্রথম দফার ভোট চলাকালীনই জোরকদমে প্রচার চলে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার আরারিয়ায় এক জনসভায় অনুপ্রবেশ, জঙ্গলরাজ নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, 'ভোটব্যাংকের কারণে অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি আরজেডি-কংগ্রেসের নরম মনোভাব রয়েছে। কিন্তু ভগবান রাম এবং ছটি মাইয়াকে তারা পছন্দ করে না।' মোদির তোপ, '১৫ বছরের জঙ্গলরাজে বিহারে কোনও উন্নয়ন হয়নি। কোনও হাইওয়ে, সেতু তৈরি হয়নি। কিন্তু নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সেই জমানা থেকে রাজ্যকে বের করে আনার জোরালো চেষ্টা করেছে।' প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, মহাজোটের অন্দরে আরজেডি-কংগ্রেসের মধ্যে টেনশন রয়েছে। ফলপ্রকাশের পর দুই দলের নেতারা একে অন্যের চুল ধরে টানাটানি করবেন। প্রথম দফার ভোটে বিহার উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছেন বলেও দাবি করেন মোদি।

উলটোদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি একটি জনসভায় এনডিএ-কে বিঁধে বলেন, 'গোটা দেশে জঙ্গলরাজ কায়েম করেছে মোদি-শা। জঙ্গলরাজ দিল্লিতে রয়েছে। ইডি, সিবিআই, আইটি দপ্তরের রাজ, হুমকি-ঘৃণার রাজ, মজদুরদের অধিকার কাড়ার রাজ, ভুল জিএসটি, নোটবন্দির রাজ, এগুলিই হল আসল জঙ্গলরাজ।' হরিয়ানায় ভোট চুরির প্রসঙ্গে রাহুলের সাফ কথা, 'হরিয়ানার ধাঁচে বিহারেও ভোট চুরির চেষ্টা করছে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন। বিহারের তরুণদের উচিত, এই চুরি রুখে দেওয়া এবং সংবিধানকে রক্ষা করা। আপনাদের উচিত, বুথে আরও সতর্ক থাকা।' রাহুলের সুরে সুর মিলিয়ে কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এদিন বলেন, 'মানুষকে কত টাকা দিয়েছেন সেই কথা বারবার প্রচার করেন মোদি-শা। । নির্বাচনের আগে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। কিন্তু বিহারবাসী কীভাবে রয়েছেন তার খোঁজ নেন না।' এদিন গোড়ায় ভোটদানের হার কম থাকা নিয়ে অভিযোগ করেছে আরজেডি। পুলিশের বিরুদ্ধে সমস্তিপুরে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগও তুলেছে তারা। যদিও বিহারের সিইও ওই অভিযোগ মানেননি।

সমাধিস্থলে পুজো, সংঘর্ষ

লখনউ, ৬ নভেম্বর : বিতর্কিত সমাধিস্থলে পুজোর চেষ্টা করায় পুলিশের সঙ্গে মহিলাদের সংঘর্ষ বাধল উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর জেলার আবুনগরে। বুধবার সন্ধ্যায় কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জনা ২০ মহিলা প্রদীপ, পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে সমাধিস্থলে জড়ো হন। জায়গাটি নিয়ে মামলা চলায় পুলিশ মহিলাদের প্রবেশ ঠেকাতে ব্যারিকেড তৈরি করে। মহিলারা তার ওপর চড়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, সংঘর্ষ। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির দাবি, ওই জায়গায় 'ঠাকুরজি'র মন্দির ও শিবলিঙ্গ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করেছে। বিতর্কিত স্থানে পৌঁছোতে না পেরে মহিলারা গলি থেকে প্রার্থনা ও আরতি করেছেন।

পিকে'র প্রার্থী বিজেপিতে

পাটনা, ৬ নভেম্বর : বিহারে প্রথম পর্যায়ের ভোটের ঠিক একদিন আগে ধাক্কা খেল প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজ পার্টি (জেএসপি)। মুঙ্গের বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী

সঞ্জয় সিং বুধবার বিজেপিতে যোগ দিলেন। সঞ্জয় এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কুমার প্রণয়কে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রাক্তন জেএসপি নেতা জানিয়েছেন, তিনি উন্নয়ন ও স্থিতিশীল সরকারের স্বার্থে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি এনডিএ প্রার্থীকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। মুঙ্গেরের বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করতে সবরকমভাবে সাহায্য করব।'

মুখ খুললেন মডেল
জল মাপছে ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : হরিয়ানা নির্বাচনে ভোট চুরির অভিযোগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির 'হাইড্রোজেন বোমা' সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেললেও তা নিয়ে এখনও মুখ খুলতে নারাজ ইন্ডিয়া জোট। যদিও হরিয়ানার ভোটার তালিকায় তাঁর ছবি ২২ বার বিভিন্ন নামে ব্যবহারের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর মুখ খুলেছেন ল্যারিসা নামে প্রাক্তন ওই ব্রাজিলিয়ান মডেল। সমাজমাধ্যমে এক ভিডিওবার্তায় ল্যারিসা বলেন, 'এ কী পাগলামো। ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার ছবি একটি স্টক ইমেজ প্ল্যাটফর্ম কিনেছিল। এরপর কোথায় তা ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমি জানি না। আমি কখনও ভারতে যাইনি। আমি ভারতীয়দের ভালোবাসি।' হাসিমুখে ল্যারিসার দাবি, 'আমি ব্রাজিলের ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সার এবং একজন হেয়ারড্রেসার। ইনস্টাগ্রামে আমার ভারতীয় ফলোয়ারদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমার ছবি নিয়ে মানুষ এমনভাবে মন্তব্য করছেন যেন আমিই নির্বাচিত হয়েছি। স্পষ্ট করে দিচ্ছি, ওটা আমি নই, শুধুমাত্র আমার ছবি।'

এদিকে রাহুলের এইচ-ফাইলস সম্পর্কে ইন্ডিয়া জোটের একটি সূত্র দাবি করেছে, এসআইআর নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, রাহুলের প্রকাশিত তথ্য তারই বাস্তব চিত্র। ভুয়ো পরিচয় তৈরি, একই ছবি বারবার ব্যবহার, অনুপযুক্ত ভোটারের নামে রেজিস্ট্রেশন-এসবই দেখাচ্ছে ভোট ব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বিহার ভোটের পরই দেশজুড়ে মহা-আন্দোলনে নামবে ইন্ডিয়া জোট। বিষয়টি আবারও সমষ্টিগতভাবে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। সূত্রের দাবি, বিহারের নির্বাচনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষনেতারা একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হবেন। সেখানেই জাতীয় প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং আইনি পদক্ষেপ দু'টোরই চূড়ান্ত রূপরেখা ঠিক হবে।

রাহুলের এইচ-ফাইলস

এ কী পাগলামো। ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।
ল্যারিসা

আপাতত ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আন্দোলন জোরদার করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শারদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব, অখিলেশ যাদব এবং হেমন্ত সোরেন সবাই মত দিয়েছেন। বুধবারই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে খুব সংক্ষেপে সামাজিক মাধ্যমে জানানো হয়, 'লজ্জা লজ্জা লজ্জা।' শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী জানিয়েছেন, এখানে স্পষ্টতই নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি করার কথা। প্রশ্নগুলো খুবই সাধারণ,কীভাবে একটি স্টক ফোটো ভোটার তালিকায় ঢুকল? লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'ভোট চুরির চেষ্টা চলছে বিভিন্ন জায়গায়। সেটা আগেও প্রমাণিত হয়েছে মহারাষ্ট্রে,এখনও তার প্রমাণ রাহুল গান্ধি দিয়েছেন।'

উপমুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে পাথর, চপ্পল হামলা

পাটনা, ৬ নভেম্বর : প্রথম দফার ভোট চলাকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহার কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিহারের রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ, আরজেডি আশ্রিত গুন্ডারাই এই হামলা চালিয়েছে। যদিও আরজেডি এই দাবি মানতে চায়নি। গোলমালের মধ্যেই আরজেডি-র এমএলসি অজয় সিংয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন উপমুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশনও। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিহারের ডিজিপিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

তিনবারের বিধায়ক বিজয়কুমার সিনহা বৃহস্পতিবার নিজের আসন লখিসরাইয়ের ভোট কেমন চলছে দেখতে বেরিয়েছিলেন। খোরিয়ারি গ্রামে ঢোকার সময় তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়

আরজেডি নেতার সঙ্গে বচসা উপমুখ্যমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার।

একদল অজ্ঞাতপরিচয় লোক। ওঠে 'বিজয়কুমার সিনহা মুর্দাবাদ' স্লোগানও। উপমুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে পাথর, গোবর, চপ্পল ছুড়ে মারার অভিযোগও ওঠে। বাধা পেয়ে শেষমেশ ফিরে যেতে বাধ্য হন বিজয়কুমার সিনহা।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'ওই লোকগুলি আরজেডির গুন্ডাবাহিনী। ওরা জানে এনডিএ আবার ক্ষমতায় আসছে। সেই কারণেই এই গুন্ডামি করা হয়েছে। গুন্ডারা আমাকে গ্রামে ঢুকতে দেয়নি। বিজয় সিনহা জিতছে। আমার পোলিং এজেন্টকে ওরা ভোট দিতে দেয়নি। আরজেডি বুথ দখল করতে চাইছে।' জেলা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে যে ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় সেগুলির মধ্যে লখিসরাইও রয়েছে।

মুনিরের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

ইসলামাবাদ, ৬ নভেম্বর : শক্তি বাড়ছে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের। তাঁর ক্ষমতার পরিসর বাড়াতে ২৭ তম সাংবিধানিক সংশোধনী আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেদেশের সংসদ। এর মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ক্ষমতা আরও বাড়বে। উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার সিনেটে এই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন।

এই সংশোধনীতে সংবিধানের ২৪৩ ধারা পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে, যা সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ ও কমান্ড সংক্রান্ত। সমালোচকরা বলছেন, এটি অসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সামরিক বাহিনীর প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেবে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ করবে।

এই সংশোধনীকে জেনারেল আসিম মুনিরের অবস্থান ও ক্ষমতা সুসংহত করার চেষ্টা হিসাবে দেখা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দল, বিশেষ করে পিটিআই এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

সৈনিক স্কুলে ছাত্রের দেহ

ইটানগর, ৬ নভেম্বর : স্কুলচত্বরে এক ছাত্রের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে অরুণাচলপ্রদেশে। সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্র পূর্ব সিয়াং জেলার নিগলকের সৈনিক স্কুলের পড়ুয়া। কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার দাবি করলেও মৃতের বোন ও পরিবার র‍্যাগিং-এর অভিযোগ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, সিনিয়ারদের হাতে মারাত্মক নির্যাতনই পড়ুয়াকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। চিরকুটে সেকথাই রয়েছে। মৃতের বোনের দাবি, মৃত্যুর আগের রাতে সিনিয়ার ছাত্ররা তাঁর ভাইকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করেছিল। ভাইয়ের সতীর্থদের কাছ থেকেই তিনি বিষয়টি জেনেছেন। ১২ বছর বয়সি ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয় নভেম্বরের ১ তারিখে। পুলিশ স্কুলের আট পড়ুয়াকে আটক করেছে।

নিউ ইয়র্কবাসী পালাবেন : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর : মামদানিকে ভুলতে পারছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। গোহারা হওয়ার জ্বলুনি কমছে না তাঁর। নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও বামপন্থী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি-র বিপুল জয়ের পরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট খোঁচা দিয়েছেন তাঁকে। ট্রাম্পের বক্তব্য, মামদানির জয় মানে কপাল পুড়ল নিউ ইয়র্কবাসীর। এবার রাজ্য ছেড়ে ফ্লোরিডায় পালাতে বাধ্য হবেন তাঁরা!

মামদানি কুইন্সের লং আইল্যান্ড সিটির অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৫ থেকে জয়ী হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাস রয়েছে তাঁর। ট্রাম্পের মতে, মামদানির নীতিগুলি নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার জন্য ক্ষতিকর হবে। নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'নিউ ইয়র্ক ছেড়ে ফ্লোরিডায় পালিয়ে যাওয়া মানুষদের ঢল নামবে।' তাঁর আরও দাবি, মামদানি কেবল তাঁর নিজের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্টকেই নয়, পুরো রাজ্যকেই 'ধ্বংস' করে দেবেন!

অবশ্য মামদানিও ছাড়েননি ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, ট্রাম্পের এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করার নিছক অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। মামদানি তাঁর নির্বাচনি প্রচারে স্বাস্থ্য পরিষেবা, আবাসন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্য একদিকে যেমন ডেমোক্র্যাটদের বামপন্থী নীতিগুলির প্রতি তাঁর তীব্র বিরোধের আভাস দেয়, তেমনই অন্যদিকে ফ্লোরিডার মতো রিপাবলিকান-শাসিত রাজ্যগুলিকে নিউ ইয়র্কের মতো ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলির চেয়ে উন্নত প্রমাণ করার চেষ্টাও বটে।

জেএনইউ ফের বামেদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও বামেদের জয়জয়কার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক-চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদেই বাম জোটের প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছেন। আবারও শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-কে। ৪ নভেম্বর নির্বাচন হয়। সভাপতি পদে বাম জোটের প্রার্থী আইসার অদিতি মিশ্র চারশোরও বেশি ভোটে হারিয়েছে এবিভিপির বিকাশ প্যাটেলকে। সহসভাপতি পদে ১,২০০-র বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন বাম প্রার্থী তথা এসএফআইয়ের কে. গোপিকা বাবু। সম্পাদক পদে শতাধিক ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থী তথা ডিএসএফের সুনীল যাদব পরাজিত করেছেন এবিভিপির রাজেশ্বর কান্ত দুবেকে। যুগ্ম সম্পাদক পদেও জয় পেয়েছেন বাম প্রার্থী দানিশ আলি। গতবার ভোট পড়েছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। এবার হার নেমে এসেছে ৬৭ শতাংশে।

জেরার মুখে শিল্পার কর্মীরাও

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : শিল্পা শেট্টি এবং তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে একটি বড় আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় এবার তাঁদের কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে মুম্বই পুলিশ। প্রায় ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার এই মামলায় তদন্তের গতি বাড়াতে চাইছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, একটি সোনার স্কিমে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, রাজ এবং শিল্পার সংস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স (বিকেসি) থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ রাজের সংস্থার বেশ কয়েকজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে সংস্থার অভ্যন্তরীণ আর্থিক লেনদেন, চুক্তির বিবরণ এবং প্রতারণার অভিযোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

বিমানের ইঞ্জিন ভেঙে মৃত ১২

কেন্টাকি, ৬ নভেম্বর : আমেরিকার কেনটাকি প্রদেশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। একটি মালবাহী বিমানের ইঞ্জিন উড়ানের পরই খসে পড়লে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লুইসভিল বিমানবন্দর থেকে হনলুলুর উদ্দেশে যাত্রা করা এমডি-১১ কার্গো বিমানটি টেক-অফের সময় মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটির শিকার হয়। বিমানের একটি ইঞ্জিন খসে পড়ার পরেই সেটি রানওয়ের বাইরে একটি শিল্পাঞ্চলে আছড়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আগুন ধরে যায়।

হাইকোর্টে ওবিসি মামলায় প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : ওবিসি বাতিল সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে চলছে। তারপরও কেন কলকাতা হাইকোর্ট পুরোনো মামলার শুনানি শুরু করতে চাইছে,

রুষ্ট শীর্ষ আদালত

বৃহস্পতিবার সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ স্পষ্ট বার্তা দিল, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

বৃহস্পতিবার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেন, 'আমরা যখন বিষয়টি শুনছি, তখন কলকাতা হাইকোর্ট কেন পুরোনো মামলা শুনতে চাইছে? নতুন মামলায় দেওয়া স্থগিতাদেশেই সব পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে।' তাঁর মন্তব্যে ইঙ্গিত, আগামী শুনানিতে হাইকোর্টের বেঞ্চ বদল নিয়েও নির্দেশ দিতে পারেন তাঁরা। এদিন রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও কলকাতা হাইকোর্ট ১৮ নভেম্বর সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তথ্য আদালতে উপস্থাপিত হতেই বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। এরপরই তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও মামলাই কলকাতা হাইকোর্ট শুনতে পারবে না।

তরুণদের উগ্রপন্থায় দীক্ষা, গ্রেপ্তার জয়পুরে

জয়পুর, ৬ নভেম্বর : রাজস্থানের জয়পুর থেকে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মওলানা ওসামা উমর। তার বাড়ি বারমেরে হলেও কর্মসূত্রে ছিল সাঁচোর এলাকায়। ওই ব্যক্তি স্থানীয় তরুণদের উগ্রপন্থী কার্যকলাপে যুক্ত করার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। টানা পাঁচদিন জেরার পর গত বুধবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে

ওই ব্যক্তিকে ধরা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সমাজমাধ্যমে তরুণদের মগজধোলাই করার এবং তাদের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছিল। তার কাছ থেকে বেশ কিছু আপত্তিকর সরঞ্জাম ও নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উমরকে জেরার সূত্রে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই চারজনকে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য নাকি চাপ দিচ্ছিল উমর।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের মাটিতে নাশকতার ছক কষছিল সে।

'খান' পদবি নিয়ে তর্জা মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : মুম্বই বিজেপি প্রধান অমিত সতমের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে। বিজেপি নেতা বলেছেন, মহারাষ্ট্রে 'খান' পদবি চাপিয়ে দেওয়া হলে তিনি তা মানবেন না। অমিত সতমের ওই মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহল তোলপাড়। তিনি মানসিকভাবে ঠিক আছেন কি না সেই প্রশ্ন তুলেছে শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী। এবার প্রশ্ন তুললেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এইচএস পানাগ।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানির জয়ের পরই বিতর্কিত মন্তব্যটি করেছেন অমিত সতম। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অমিত সবাইকে সতর্ক করে বলেন, 'কয়েকটি আন্তর্জাতিক শহরের রং পরিবর্তিত হচ্ছে। কয়েকজন মেয়রের পদবি দেখার পর মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আঘাড়ির 'ভোট জিহাদ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে মুম্বইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তিনি মারাঠিতে তাঁর কড়া বার্তাটি দিয়ে বলেছেন, 'যদি কেউ মুম্বইয়ের ওপর 'খান'-কে চাপানোর চেষ্টা করে, তবে তা সহ্য করা হবে না। জেগে উঠুন মুম্বইবাসী।'

বিজেপি নেতার মন্তব্য নিয়ে বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, সতম স্থানীয় নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন। বিষয়টির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। বলিউডের গুল পানাগের বাবা এইচএস পানাগ শব্দটির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'কেন এইভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদি কেউ খান পদবির হন, তিনি তো নির্বাচিত হয়ে আসবেন।'

প্রশ্নে পতঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দিল্লি হাইকোর্ট সম্প্রতি পতঞ্জলির একটি বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তাদের তীব্র সমালোচনা করেছে। বিজ্ঞাপনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির পণ্যকে 'ধোঁকা' (প্রতারণা) বলে অভিহিত করেছিল। বিচারপতিরা পতঞ্জলিকে প্রশ্ন করেন, 'অন্য ব্র্যান্ডের পণ্যকে কীভাবে আপনি প্রতারণা বলতে পারেন?'

লখনউয়ে গণধর্ষণ কিশোরীকে

লখনউ, ৬ নভেম্বর : ইনস্টাগ্রামে আলাপ। সেই সূত্রে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনাটি লখনউয়ের। দু'দিন ধরে তাকে একটি হোটেল রুমে আটকে রেখে গণধর্ষণ করা হয়।

ওই ছাত্রীর ইনস্টাগ্রামে বিমল যাদব নামের একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। গত ২ নভেম্বর বিমল তাকে দেখা করতে বলে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছোনোর পর বিমল তার অন্য দুই বন্ধু পীযূষ মিশ্র ও শুভম শুক্লার সঙ্গে একটি গাড়িতে ছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। এরপর আইআইএম রোডের একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে তারা দু'দিন ধরে পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। অভিযুক্তরা তার ফোন কেড়ে নেয় এবং বাধা দিলে মারধরও করে। এমনকি গণধর্ষণের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় কিশোরীকে।

এরপর মেয়েটিকে বাড়ির কাছে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। মেয়েটির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পকসো আইনে মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্ত পীযূষ ও শুভমকে গ্রেপ্তার করেছে। মূল অভিযুক্ত বিমল যাদব এখনও পলাতক। পুলিশ তাকে খুঁজছে।

জনগণমন বিতর্কিত দাবি

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন'-এর ইতিহাস নিয়ে সমাজমাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা তথা মন্ত্রী প্রিয়ংক খাড়গে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরিকে।

এক্স-এ কাগেরিকে নিশানা করে একটি পোস্ট করেন প্রিয়ংক। তিনি কাগেরির একটি হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ডের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। কাগেরির হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, 'জনগণমন' গানটি আসলে ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জের প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল। এটি প্রথম গাওয়া হয় ১৯১১ সালে তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময়।

কাগেরির দাবিকে 'মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে আখ্যা দিয়ে

প্রিয়ংক বলেন, দেশের জাতীয় সংগীত নিয়ে এই ধরনের ভিত্তিহীন দাবি বহুকাল আগেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েও কাগেরি কীভাবে দেশের জাতীয় সংগীতের ইতিহাস সম্পর্কে এমন ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন।

কাগেরির শিক্ষাগত যোগ্যতাকে কটাক্ষ করে প্রিয়ংক বলেন, 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজার প্রশংসা করে গান লিখবেন?' তিনি কাগেরিকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে এবং জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পরামর্শ দেন।

বন্দে মাতরম উৎসব আজ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : দেখতে দেখতে দেড়শো বছর বয়স হয়ে গেল জাতীয় গান 'বন্দেমাতরমের'। সেই দেশাত্ববোধক গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বছরভর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যার কর্মসূচি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য পত্রিকায়। পরে ১৮৮২ সালে বঙ্কিমের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উপন্যাসের সন্ন্যাসীরাই বন্দেমাতরম গেয়ে উঠতেন, যা ছিল দেশপ্রেমের প্রতীক। গানটিতে সুর দিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথমবার তিনি এটি গেয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের ৭

অগাস্ট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সুবাদে রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে এটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদে রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখায় 'বন্দেমাতরম'-কে 'জনগণমন'-এর সমমর্যাদা দেওয়া হবে। পরে এটিই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়। জাতীয় স্তোত্রের তকমা পায় 'জনগণমন'।

বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামীকাল দিল্লিতে (ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়াম) জাতীয় স্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করা হবে। সারা দেশে সেমিনার, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংগীতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

ব্যাংকিংয়ে কেরিয়ার

শুভ রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক (আরআরবি)
(এছাড়া সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় প্রবেশনারি অফিসার ও ক্লার্কশিপের চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ)

প্রস্তুতি-কথা

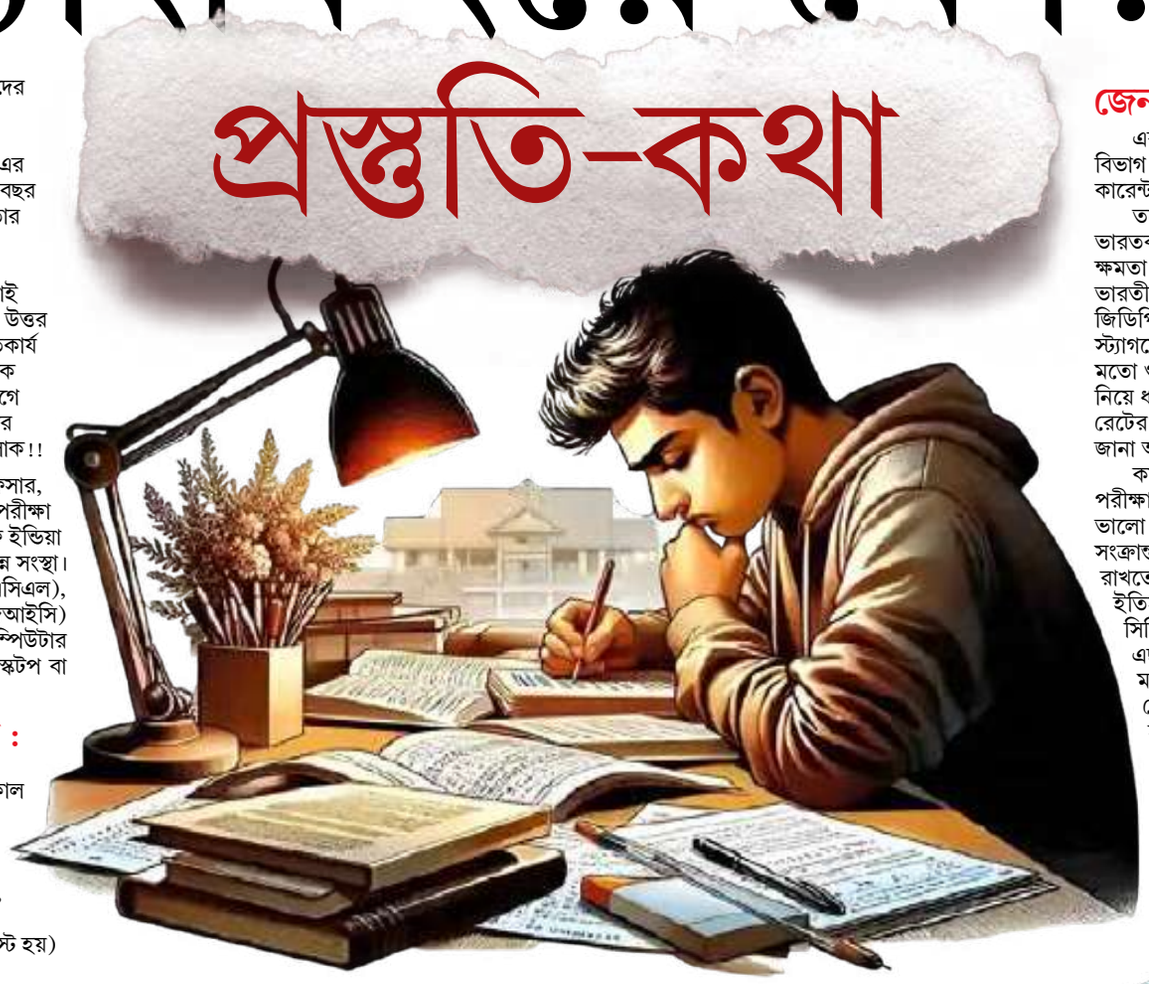

নিয়মিত, স্বল্পসময়ে ও স্বচ্ছভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাংকিং ও ইনসুরেন্স সেক্টর চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অথচ একসময় খুব কম বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই ক্ষেত্রে চাকরিতে আগ্রহ দেখাতেন বা প্রস্তুতি নিতেন। বর্তমানে অন্য একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ও দীর্ঘমেয়াদি নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য তাঁরা এদিকে ঝুঁকছেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সিলেবাসের সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। তুলনামূলক কম বিষয় থাকলেও প্রশ্ন অনেকটাই আলাদারকমের হয়। দুই থেকে তিন বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রস্তুতি নিলেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। নিজের প্রস্তুতিপর্বে যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই ব্যাংকিং অ্যাসপিরেন্টসদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি এখানে।

প্রতিটা বিষয়ের জন্য ইউটিউবে একাধিক চ্যানেল থেকে বিনামূল্যে ক্লাস করানো হয়। তবে এক্ষেত্রেও অন্য চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এবং নিজে চ্যানেলের শেখানোর পদ্ধতির মান যাচাই করে ক্লাসে অংশ নেওয়া উচিত। পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। বহু প্রশ্নের উত্তর ঠিক করেও শুধুমাত্র কয়েকটি ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হয়ে অনেকেই অনেকবার অকৃতকার্য হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই বারবার মক টেস্ট দেওয়া জরুরি। পরীক্ষাকেন্দ্রে মাথা ঠান্ডা, মনোযোগ ঠিক রাখতে হবে। কোনও একটি বিভাগে উত্তর মনোমতো দিতে না পারলে তার প্রভাব যেন অন্য বিভাগে না পড়ে। এতে মানসিক চাপ তৈরি হয়। কোন বিষয়ে কোথায় দুর্বলতা রয়েছে, তা প্রস্তুতিপর্বেই টের পাবে। সেই ক্ষত মেরামতে আগে জোর দাও। লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারলে, ভেদ হবেই। বেস্ট অফ লাক!!

পাবলিক সেক্টর ব্যাংক (পিএসবি), রিজিওনাল রুরাল ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার, অফিসার, ক্লারিকাল ক্যাডার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্পেশালিস্ট অফিসার ইত্যাদি পদের জন্য সারাবছর বিভিন্ন পরীক্ষা আয়োজন করে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস), স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই), ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) সহ বিভিন্ন সংস্থা। অন্যদিকে, ইনসুরেন্স সেক্টরে দ্য ন্যাশনাল ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কর্পোরেশন লিমিটেড (এনআইএসিএল), এনএলসি, লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি), জেনারেল ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (জিআইসি) ইত্যাদি সংস্থা পরীক্ষা নেয়। প্রায় সবক'টিই কম্পিউটার বেসড (সিবিটি)। তাই চাকরিপ্রার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। প্রস্তুতিপর্বে মক টেস্ট অনলাইনেই দিতে হবে। নিজের ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ না থাকলে ইন্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে মক টেস্ট দিতে পারো তোমরা।

আইবিপিএস এবং এসবিআই পিও পরীক্ষার তিনটি ধাপ :

* প্রিলিমিনারি টেস্ট : যে বিষয়গুলো কমন- ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, রিজনিং অ্যাবিলিটি ও নিউমেরিকাল অ্যাবিলিটি/কোয়ান্টেটিভ অ্যাবিলিটি।

* মেইন টেস্ট : মূলত থাকে- রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড, ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, জেনারেল/ ইকনমি/ ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ।

এছাড়া ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ের একটা অংশ থাকে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ, চিঠি, অনুচ্ছেদ, সারাংশ, ই-মেল ও সিচুয়েশন অ্যানালিসিস ইত্যাদি টাইপ করে লিখতে হয়।

* ইন্টারভিউ (এসবিআইয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র এর আগে গ্রুপ ডিসকাশন ও সাইকোমেট্রিক টেস্ট হয়)

জেনারেল ও কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস

এর কোনও বাঁধাধরা সিলেবাস নেই। ব্যাংকের পরীক্ষায় মূলত চারটি বিভাগ থেকে প্রশ্ন আসে। ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস, মাইক্রোইকনমিক্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও স্ট্যাটিক জেনারেল নলেজ।

তবে বেশিরভাগ প্রশ্নই আসে ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ব্যাংক ও তার কাজকর্ম, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং পরিষেবা ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাংকিং সিস্টেম সম্পর্কে বিশদে পড়তে হবে। অর্থনীতি থেকে জিডিপি, জিএনপি, এনএনপি, ন্যাশনাল ইনকাম, ইনফ্লেশন, ডিফ্লেশন, স্ট্যাগফ্লেশন, রিসেশন, এমপ্লয়মেন্ট, মানি মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট জানা চাই। মানিটারি পলিসি, ফিসকাল পলিসি নিয়ে ধারণা থাকতে হবে। আরবিআইয়ের রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেটের মতো সবক'টি রেট এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এদের প্রভাব জানা আবশ্যিক।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে পড়ে, তোমার চারদিকে কী ঘটছে। পরীক্ষার আগের শেষ ছয় মাস থেকে এক বছর গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ভালো সংবাদপত্র পড়া, খবর দেখা, বিশেষত ব্যাংকিং ও অর্থনীতি সংক্রান্ত খবরে নজর রাখতে হবে। পিআইবি-র ওয়েবসাইটে চোখ রাখতে হবে সরকারি যোজনা সম্পর্কে জানতে। স্ট্যাটিক জিকে হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, ভৌত ও জীবন বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি। তবে সিভিল সার্ভিসের মতো খুব গভীর থেকে প্রশ্ন সাধারণত আসে না। এছাড়া জাতীয় উদ্যান, ভারতীয় সংস্কৃতি ও কলা, সংগীত, নৃত্যের মতো বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। একাধিক মাসিক পত্রিকা বের হয়। বিভিন্ন সংস্থা নিজের ইয়ারবুক বের করে। এসব উপকারী হতে পারে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য।

কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেসকে একেবারেই অবহেলা করা যাবে না। বেসিক কম্পিউটার নলেজ, এমএস অফিস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডেটাবেস, কম্পিউটার সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি, এআই সম্পর্কে জানা জরুরি। এই বিষয়ে নিয়মিত চর্চা চালানো আবশ্যক। আবারও বলছি, পুরো পরীক্ষা যেহেতু সিবিটি পদ্ধতিতে হয়, তাই মক টেস্টও দিতে হবে ঘড়ি ধরে কম্পিউটারে। বিভিন্ন সংস্থা অর্থের বিনিময়ে ব্যবস্থা করে। বিনামূল্যেও একাধিক ওয়েবসাইটে (নির্ভরযোগ্য) দেওয়া যেতে পারে।

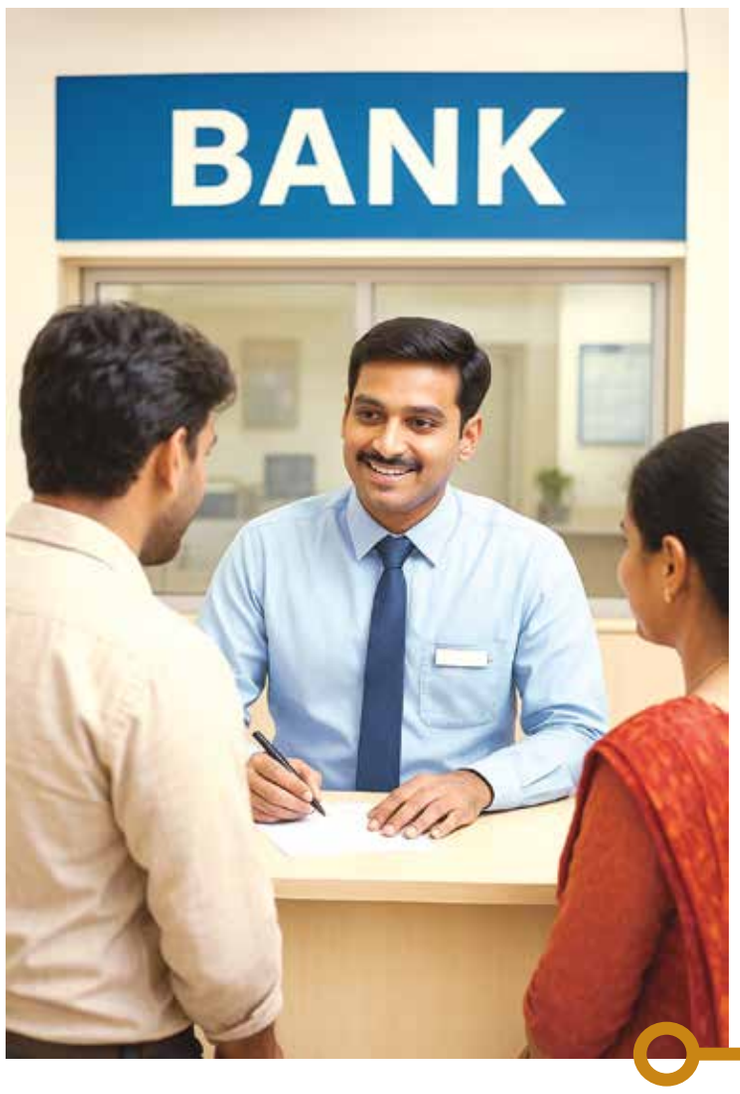

লজিক্যাল রিজনিং

এখানে চাকরিপ্রার্থীদের চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা বিচার করা হয়। অধিকাংশ পেপারে এখন অ্যানালিটিকাল পাজল (সিটিং/ফ্লোর অ্যারেঞ্জমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি) বেশি থাকে। এছাড়া ডিডাকশনস, সিমবলস অ্যান্ড নোটেশনস, কোডিং ডিকোডিং, ব্লাড রিলেশনস, ডিরেকশন সেন্স, র‍্যাংকিং, ডেটা সাফিশিয়েন্সি, ডেটা কম্পারিজন, ভার্বাল রিজনিং, ডিসিশন মেকিং, ইনপুট আউটপুটের মতো বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে।

নতুন ট্রেন্ড, অনেক প্রশ্নই এখন একাধিক অধ্যায় মিলিয়ে করা হয়। যেমন, আটজন ব্যক্তিকে একটি গোলাকার টেবিল ঘিরে বসাতে হবে। সঙ্গে এটাও লেখা আছে, ওরা একই পরিবারের সদস্য এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। ফলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের পাশাপাশি ব্লাড রিলেশন ও ডিস্ট্রিবিউশন-এর (অর্ডার প্রোফেশন বোঝা) ধারণা থাকা দরকার। পরীক্ষার্থীদের উচিত, সিলেবাস ধরে সব টপিক আগে দেখে তারপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া। নন-ভার্বাল রিজনিংয়ের প্রশ্নের তুলনায় ভার্বাল রিজনিং অংশটিতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

যেহেতু পরীক্ষায় কম সময়ে বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। সেটা নিজের নিজের সুবিধামতো বানিয়ে নাও। দরকারে যিনি বা যাঁরা দীর্ঘদিন ব্যাংকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং সফল হয়েছেন, তাঁর পরামর্শ নাও। শুরুতে দিনে ২০ থেকে ৩০টি সেটের প্রশ্ন ঘড়ি ধরে অনুশীলন করো। পরীক্ষায় বসে যখন দেখবে একটি প্রশ্নের পেছনে নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার পরেও তার সমাধান মাথায় আসছে না, তখন অন্যটিতে চলে যাও। সময় ভীষণ ভীষণ মূল্যবান এই পরীক্ষাগুলোতে।

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ

পরীক্ষার দুটো ভাগেই (প্রিলিমিনারি এবং মেইন) ইংরেজির ওপর প্রশ্ন আসে। প্রবেশনারি অফিসারের পরীক্ষায় থাকে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং। সাম্প্রতিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যাবে, মূলত রিডিং কম্প্রিহেনশন, ক্লোজ টেস্ট ও সেনটেন্স কারেকশন বা গ্রামারের প্রশ্ন থাকছে। মেইনসে ছিল রিডিং কম্প্রিহেনশন, প্যারাগ্রাফ জাম্বলিং, সামারি, শূন্যস্থান পূরণ এবং সেনটেন্স কারেকশন বা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ের অনুশীলন করতে হবে। এখানে অবশ্যই মনে রাখা দরকার, ডেসক্রিপটিভ পেপারের উত্তর কিন্তু কম্পিউটারে টাইপ করে দিতে হবে। তাই অভ্যাস থাকা জরুরি।

ইংরেজির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সবার আগে রিডিং স্কিল মজবুত করা আবশ্যক। অল্প সময়ে সম্পূর্ণ প্যাসেজ পড়ে মগজে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে ফেলতে হবে। এতে সেই প্যাসেজ থেকে আসা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়। প্যাসেজ তাড়াতাড়ি পড়তে হলে ভোকাবুলারি বা শব্দভাণ্ডারের ভিত্তি শক্তপোক্ত করতে হবে। সেজন্য ভালোমানের ইংরেজি সংবাদপত্র নিয়মিত পড়তে হবে। অচেনা শব্দ দেখলে খাতায় টুকে নাও। ডিকশনারি হাতের কাছে রাখো। তবে অভিধান মুখস্থ করে ভোকাবুলারি বাড়ানো বোকামো। শুধুমাত্র নতুন শব্দের মানে জানতে এর ব্যবহার করো।

ভালো জার্নাল থেকে আর্টিকল, ইংরেজি ভাষায় লেখা বই পড়া যেতে পারে। দেখতে হবে, কোথায় কোন শব্দ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে। ভোকাবুলারির জন্য নরম্যান লিউইস-এর 'ওয়ার্ড পাওয়ার মেড ইজি', গ্রামারের জন্য একাধিক বই রয়েছে। মনে রাখতে হবে, স্কুল স্তরে আমরা সাধারণত যে ধরনের ব্যাকরণ শিখি, চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নই আসে ভিন্নধরনের। অনেক গভীরে গিয়ে ব্যাকরণের নিয়ম শিখতে হয়। তারপর নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে।

নিয়মিত মক টেস্ট দিয়ে নিজের মূল্যায়ন করে কোথায় কোথায় খামতি থাকছে, দেখে নিয়ে সেগুলো ঠিক করে নিতে হবে। তাই পোস্ট টেস্ট অ্যানালিসিস গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়ান্টেটিভ অ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিসিস

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নিউমেরিকাল অ্যাবিলিটিতে সাধারণত কোয়াড্রেটিক কম্পারিজন, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, নম্বর সিরিজ, অ্যাপ্রক্সিমেশন ও অ্যারিথম্যাটিক থেকে প্রশ্ন আসে। এছাড়া ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে পাই চার্ট, বার গ্রাফ, কেসলেটস থেকে একাধিক প্রশ্ন দেওয়া থাকে। অ্যারিথমেটিক (ইকোয়েশন, রেশিও প্রোপোরশন, পার্সেন্টেজ, প্রফিট অ্যান্ড লস, টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক, টাইম অ্যান্ড ডিসট্যান্স, মেনসুরেশন এবং অ্যাভারেজ), নম্বর সিরিজ ও কোয়াড্রেটিক কম্পারিজন থেকেও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকে।

কীভাবে এই বিভাগের জন্য প্রস্তুতি নেবে? কিছু জিনিস অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে। যেমন, ১ থেকে ২০ পর্যন্ত নামতা, 1/2 থেকে 1/20 পর্যন্ত রেসিপ্রোকাল ভ্যালু, 2^2 থেকে 30^2 পর্যন্ত ভ্যালু এবং 2^3 থেকে 15^3-র ভ্যালু। কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন, প্রোবাবিলিটির অঙ্কও ভালো করে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে জোর দিতে হবে ট্যাবুলার ডেটা, গ্রাফিকাল পাই, লাইন বা বার চার্ট, কেসলেটস, ভেন ডায়াগ্রামের মতো প্রশ্নে। নিউমেরিকাল অ্যাবিলিটি অনুশীলনের জন্য একাধিক বাজারচলতি বই রয়েছে। তবে আগে রিভিউ দেখে বই কেনা উচিত।

পরীক্ষায় টাইম ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন, কোনও প্রশ্নে খুব বেশি সময় দিতে না হয়। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন পড়ে বুঝতে হবে, সেটা আদৌ পারব কি না। ডিআই-এর যে সেট কোয়েসচন অর্থাৎ একটা প্রশ্নের অধীনে পাঁচটি প্রশ্ন থাকছে, সেগুলো কখনও সবার শেষে ধরবে না। সময় কিছুটা লাগে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে করতে পারলে একসঙ্গে বেশি নম্বর তোলা যায়।

ভিত যার দুর্বল বা যারা কলা বিভাগের পড়ুয়া, দীর্ঘদিন অঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, তাদের আগে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অঙ্কগুলো ঝালিয়ে নিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে হবে।

ইতিহাসের 'জুজু' কাটাতে ক্লাস

দীপঙ্কর মিত্র

সিপাহি বিদ্রোহ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সতীদাহ প্রথা রদ থেকে বিশ শতকের বামপন্থী আন্দোলন, কত সাল, কত কথা। এতকিছু মনে রাখা যায় নাকি? ইতিহাস নিয়ে তাই বেশিরভাগ পড়ুয়ার মধ্যেই একটা ভয় কাজ করে। এই ভয় কাটাতে এবং ইতিহাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে তিন বছর ধরে কাজ করছে হিস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুর। গত সপ্তাহের শুক্রবার রায়গঞ্জ শহরের টেন ক্লাস গার্লস হাইস্কুল এবং রায়গঞ্জ ব্লকের হাতিয়া হাইস্কুলে পৃথকভাবে ইতিহাস নিয়ে বিশেষ ক্লাস করানো হয়। ক্লাসে অংশ নিয়েছিল দুই স্কুলের নবম এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা। এসেছিল অন্য স্কুলের পড়ুয়ারাও। কালিয়াগঞ্জ সরলাসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মহাকাশ রায় তো এই ক্লাস করে উচ্ছ্বসিত। তার কথায়, 'এতদিন ইতিহাসের সাল ধরে ঘটনাবলির কথা ভুলে যেতাম। কখনও একটা মনে থাকত, কখনও আরেকটা। সংস্থার সদস্যরা খুব সহজ পদ্ধতিতে সাল এবং ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন। এখন ইতিহাস বিষয়টাও আরও ভালো লাগছে।'

একই কথা শোনা গেল কালিয়াগঞ্জ মনমোহন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শ্রেয়সী পাল, করণদিঘির ঝাড়বাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের আহাদ আলিদের মুখে। সংস্থাটির এই অন্যরকম উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শুধু ইতিহাসের সাল-তারিখ মনে রাখতে উপায় বাতলে দেওয়া হয়নি, অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। পাশাপাশি উত্তর লেখার ধরন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

কালিয়াগঞ্জ নিবাসী পেশায় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সান্ত্বনা সরকার বললেন, 'জেলার ইতিহাসকে জানানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছে ইতিহাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে এই সংস্থার। তাদের এই ধরনের শিক্ষামূলক কাজের পাশে সবসময় আছি। এই কাজ চলতে থাকুক, এতে পড়ুয়াদেরই ভালো হবে।'

একই কথা বললেন টেন ক্লাস গার্লস হাইস্কুল এবং হাতিয়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অর্পিতা দে এবং সুব্রত গুহ। তাঁদের কথায়, যে কোনও বিষয়ই ভালো লাগে যখন সেটা সহজবোধ্য হয়। ইতিহাসের হাজারও সাল-তারিখ নিয়ে অনেক পড়ুয়াই আতঙ্কে থাকে। তাঁদের আশা, এই বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে ইতিহাসকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা এবং বোঝার চেষ্টা করবে পড়ুয়ারা। আগ্রহ তৈরি হবে বিষয়টিকে ঘিরে। সংস্থার সম্পাদক সোমনাথ সিং বললেন, 'পড়ুয়াদের মধ্যে ইতিহাসকে আরও সহজবোধ্য করে তুলতে আমাদের এই আয়োজন।'

ক্যাম্পাস কথা

কর্মশালা ও সচেতনতা

সমগ্র শিক্ষা মিশনের উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে রায়গঞ্জের দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি উচ্চ বিদ্যাপীঠে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অগ্নিবীর প্রকল্পে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। ভারতীয় বিমানবাহিনীর আধিকারিকরা অগ্নিবীরের জন্য যোগ্যতামান হিসেবে কী দৈহিক পরিমাপ, কতটা ওজন থাকতে হয় ইত্যাদি তথ্য জানান। আলোচনা হয়েছে অগ্নিবীর সংক্রান্ত আরও একাধিক বিষয় নিয়ে।

দশম শ্রেণির পড়ুয়া ভাস্কর রায়, দেবী দত্ত সহ অন্যরা ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিল। দেবী বলল, 'বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। এই বিষয়ে আগে তেমন ধারণা ছিল না। অবশেষে অগ্নিবীরের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে ধারণা স্পষ্ট হল। এছাড়া, বিমানবাহিনীর কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলাম।' দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া চিন্ময় সাহা, অঙ্কিতা দত্ত, তন্ময় রায় সহ অনেকেই সেদিন বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। স্কুলের এনসিসি অফিসার শিক্ষক নীতীশ সরকারের কথায়, 'আজ দেখলাম, বহু পড়ুয়ার মধ্যে বিমানবাহিনী ও বিএসএফে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তাদের উৎসাহ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।'

একইদিনে ওই স্কুলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের রায়গঞ্জ শাখার উদ্যোগে পালিত হয় ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখা প্রবন্ধক সুশান্ত রঞ্জন রাখি। পড়ুয়াদের মধ্যে সৎ ও নৈতিকতার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। স্কুলের স্মার্ট ক্লাসরুমে দুর্নীতি রোধ বিষয়ক আঁকা প্রতিযোগিতাও হয়। ছোটরা শপথ নিয়েছে- কোনওরকম দুর্নীতিতে কখনও তারা জড়াবে না, বেআইনি কার্যকলাপে প্রশ্রয় দেবে না। সচেতনতামূলক পোস্টারও তৈরি করেছে তারা। এই বিষয়ে আলোচনা করেন ব্যাংকের আধিকারিকরা।

দুই কর্মসূচি নিয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রাখি বিশ্বাস বলেছেন, 'অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিল। অন্য অনুষ্ঠানটিতে দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার শপথ নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা।' দীপা পাল অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উচ্ছ্বসিত। সে বলছিল, 'দেশকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সবাই মিলে চেষ্টা করলেই ভারতকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব।'

সেমিনারে 'কলের গান'

সৌকর্য সোম

যাঁরা গান ভালোবাসেন, তাঁরা এর 'মূল্য' বেশ বোঝেন। তাই ডিজিটাল রমরমার এই যুগেও তাঁরা সেই 'কলের গান'-কে আজও এগিয়ে রাখেন। লং প্লেয়িং (এলপি) গ্রামোফোন রেকর্ড ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া রেকর্ডস প্রথম বাজারে আনে। এর আগে শেলাক ৭৮ আরপিএম রেকর্ডে খুব কম সময়ের গান সংরক্ষণ করা যেত। এলপি ভিনাইল উপাদানে তৈরি হওয়ায় ছিল হালকা, টেকসই এবং ৩৩১/৩ আরপিএম গতিতে দীর্ঘ সময় সংগীত বাজাতে পারত। এতে অ্যালবাম সম্পূর্ণভাবে এক ডিস্কে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। ১৯৫০-'৬০-এর দশকে জ্যাজ, ধ্রুপদি এবং জনপ্রিয় সংগীতের বিকাশে এলপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে ক্যাসেট, সিডি এবং ডিজিটাল অডিও এলে এর ব্যবহার কমে যায়। আজও বহু শিল্পী নতুন অ্যালবাম ভিনাইলে প্রকাশ করেন, যা নস্টালজিয়া ও উচ্চমানের শব্দের প্রতি আকর্ষণ জাগায়। হারিয়ে গেলেও কলের গানের বিষয়ে আজও অনেকের আগ্রহ আছে।

এ বিষয়ে নবীন প্রজন্মকে জানান দিতে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল আকাইভের অ্যাক্টিং কিউরেটর ও নজরুল সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ-এর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক গৌরব চৌধুরী গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'ভয়েস অফ দ্য পাস্ট : ইভোলিউশন অফ গ্রামোফোন রেকর্ডস অ্যান্ড বিএলইএপি ডিজিটাইজেশন প্রোজেক্ট।' সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাব ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় ঋষি অরবিন্দ সভাঘরে এই অনুষ্ঠানে নিবন্ধক বিশ্বজিৎ দাশ, অধ্যাপক সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভময় চৌধুরী, জ্যোৎস্না সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে গৌরব বললেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে আমরা পুরোনো অনেক কিছুকেই হারিয়ে ফেলছি। ভয়েস অফ দ্য পাস্ট মানে অতীতের কণ্ঠ বা অতীতের সুর। ব্রিটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়ান আকাইভে এনিয়ে ডিজিটাইজেশন প্রোজেক্ট হয়। আমরা যদি এই গ্রামোফোনের যুগটাকে ভুলে যাই, তাহলে এই সংগীত বা সংস্কৃতির একটা বিরাট বড় ক্ষেত্র আমরা ভুলে যাব।'

কীভাবে কলের গানকে টিকিয়ে রাখা যায় সে বিষয়ে গৌরব অনেক কিছুই বললেন। আর্দ্রতাকে কীভাবে জব্দ করা যায় সেই টিপস দিলেন। বললেন, 'নজরুল সেন্টারে ৪৫০০-এর বেশি গ্রামোফোন রেকর্ডের একটা আকাইভ আমি তৈরি করেছি। যাঁদের বাড়িতে এই গ্রামোফোন রেকর্ড পড়ে রয়েছে তাঁদের নাম আমাদের আকাইভে রাখা আমাদের লক্ষ্য।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া অম্বিকা মণ্ডলের কথায়, 'ক্যাসেট, সিডি সম্পর্কে এর আগে শুনলেও গ্রামাফোনের ব্যাপারে এই প্রথম জানলাম। এটা আমাদের কাছে সম্পদ, যাকে কখনোই সময়ের স্রোতে হারানো উচিত নয়।'

বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন

আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

LIVE

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

গাড়ি ভাঙচুরের আশঙ্কা করছেন অনেকে

দোটানায় টোটোচালকরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : সদর ব্লক এবং জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার টোটো ধর্মঘট নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত চালকদের একাংশ। সিটুর ডাকা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে নিজের সংগঠনের সদস্যদের রাস্তায় নামার নির্দেশ রয়েছে আইএনটিটিইউসি। অন্যদিকে, ধর্মঘটের ইস্যুকে সমর্থন করলেও বিরোধীদের ডাকা ধর্মঘটে কী করবেন এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না শাসক গোষ্ঠীর টোটোচালকদের একাংশ।

ধর্মঘটের দিন টোটো রাস্তায় বের করলে ধর্মঘটি সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়ে যদি টোটো ভাঙচুরের শিকার হন সেক্ষেত্রে বড় আর্থিক ক্ষতির কথাও ভাবছেন শাসক গোষ্ঠীর টোটোচালকরা। তবে যেসব টোটোচালক কোনও রাজনৈতিক দলের ছাতার নীচে নেই তাঁদের একটা বড় অংশ ধর্মঘটের ইস্যুকে সমর্থন করছেন। সব মিলিয়ে শুক্রবারের ১২ ঘণ্টা টোটো ধর্মঘট নিয়ে কার্যত বিভ্রান্ত টোটোচালকদের একটা বড় অংশ।

ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা। কদমতলা মোড়ের এক চায়ের দোকানে টোটো ধর্মঘট নিয়ে এক চালক আরেক চালককে বললেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী টোটো রেজিস্ট্রেশনে সত্যিই অনেক টাকা খরচ হবে। ফলে ধর্মঘট ডাকার উদ্দেশ্য সমর্থনযোগ্য।' প্রথমজনের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে পাশের জনকে বলতে শোনা গেল, তিনি শুক্রবার টোটো চালাবেন না। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, ওই দুই চালকই অরবিন্দ পঞ্চায়তের মোহিতনগর এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা কেউই নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। তবে টোটো চালানোই তাঁদের পেশা। তাঁদের একজন বলেন, 'যে কোনও রাজনৈতিক দল সাধারণ ধর্মঘট ডাকলেও আমি টোটো চালাই না। কারণ ধর্মঘটি সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে চাই না। আর শুক্রবার যেহেতু আমাদের মতো চালকদের স্বার্থে টোটো ধর্মঘট ডাকা হয়েছে সে কারণে বের হওয়ার প্রশ্ন নেই।'

অন্যদিকে, খড়িয়া পঞ্চায়েতের এক টোটোচালক শাসকদলের সমর্থক হলেও ধর্মঘট নিয়ে দোটানায় পড়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, ধর্মঘটটা ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ব্লকের মতো অরাজনৈতিকভাবে শুধুমাত্র টোটোচালকদের ধর্মঘট হওয়া দরকার ছিল। সেক্ষেত্রে সমর্থন আরও বেশি থাকত। তিনি বলেন, 'আমাদের আইএনটিটিইউসির তরফে বলা হয়েছে টোটো বের করে রাস্তায় অন্যদিনের মতো চলাচল করতে। কিন্তু কেউ যদি আমার টোটোর কাচ ভেঙে দেয় তখন কি প্রশাসন বা দল আমার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে? তাই শুক্রবার সকালের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেব।'

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিভিন্ন টোটোস্ট্যান্ডে আইএনটিটিইউসির টাউন ব্লক সভাপতি পুণ্যব্রত মিত্রকে দেখা গেল শুক্রবার ধর্মঘটের বিরোধিতা করে কীভাবে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায় তা নিয়ে চালকদের সঙ্গে আলোচনা করতে। পুণ্যব্রতর কথায়, 'এটা টোটোচালকদের ডাকা ধর্মঘট নয়। সিটু এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আমরা এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। শুক্রবার যাতে সর্বত্র টোটো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে আমরা সংগঠন থেকে সেটাই করব।'

এদিকে, সিটু অনুমোদিত ই-রিকশাচালক ইউনিয়নের সম্পাদক শুভাশিস সরকার ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সার্থক করতে কী করণীয় তা নিয়ে সংগঠনের চালকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। ধূপগুড়ি এবং ময়নাগুড়ির টোটো ধর্মঘটের দিন দেখা গিয়েছিল বাইরের রুটের ম্যাক্সিক্যাব সেদিন ধর্মঘট চলা এলাকায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি ক্ষেত্রে যদি একই ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে কী হবে?

উত্তরে শুভাশিস বলেন, 'আমরা টোটোচালকদের ডাকা ধর্মঘট সমর্থন জানিয়েছি। ফলে তাঁদের ডাকা ধর্মঘট যাতে সফল হয় সেটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। বাইরে থেকে এসে কে বা কারা ম্যাক্সিক্যাব চালাবেন সেটা আমরা বন্ধ করব না।'

> এটা টোটোচালকদের ডাকা ধর্মঘট নয়। সিটু এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আমরা এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। শুক্রবার যাতে সর্বত্র টোটো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে আমরা সংগঠন থেকে সেটাই করব।
>
> **পুণ্যব্রত মিত্র** *টাউন ব্লক সভাপতি, আইএনটিটিইউসি*

> আমরা টোটোচালকদের ডাকা ধর্মঘট সমর্থন জানিয়েছি। ফলে তাঁদের ডাকা ধর্মঘট যাতে সফল হয় সেটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। বাইরে থেকে এসে কে বা কারা ম্যাক্সিক্যাব চালাবেন সেটা আমরা বন্ধ করব না।
>
> **শুভাশিস সরকার** *সম্পাদক, সিটু অনুমোদিত ই-রিকশা চালক ইউনিয়ন*

বিভ্রান্তি

বিরোধীদের ডাকা ধর্মঘটে কী করবেন বুঝতে পারছেন না শাসক গোষ্ঠীর চালকদের একাংশ

ধর্মঘটি সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়ে টোটো ভাঙচুরের আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ

কারও মতে, অরাজনৈতিকভাবে শুধুমাত্র টোটোচালকদের ধর্মঘট হওয়া দরকার ছিল

পরীক্ষার দিন পরিবর্তন

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : টোটো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সরকারি নির্দেশিকার বিরোধিতা করে শুক্রবার ১২ ঘণ্টার টোটো ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিটু অনুমোদিত ই-রিকশাচালক ইউনিয়ন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক ও পুরসভা এলাকায় টোটো চলাচল বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়েছে ওই সংগঠনের তরফে। ধর্মঘটের দিন দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষা নির্ধারিত ছিল। সেই কারণে জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তরফে পরীক্ষার দিন বদল করা হয়েছে।

নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে ওই দিনের বদলে ১৩ তারিখ পরীক্ষা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ওইদিন ষষ্ঠ শ্রেণির আইসিটি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা ছিল। তাও ১৪ তারিখে নেওয়া হবে। এই বিষয়ে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস বলেন, 'বিদ্যালয় খোলা থাকবে। যে কয়েকজন ছাত্রী আসবে তাদের নিয়েই ক্লাস হবে। তবে, পর্ষদের তরফে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ ছিল। সেই মতো ১২ তারিখে পরীক্ষা শেষের পরেও একটি দিন হাতে ছিল। তাই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

বিদায় সংবর্ধনা

ধূপগুড়ি, ৬ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি পুরভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সদ্য প্রাক্তন চার পুর প্রশাসককে বিদায় সংবর্ধনা জানান পুরকর্মী এবং আধিকারিকরা। মহকুমা শাসক তথা পুর প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন শ্রদ্ধা সুব্বা ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ি পুরসভার সমস্ত স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মীরা। এদিন পুরসভার কনফারেন্স হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রাক্তনদের বিদায় জানানোর পাশাপাশি সমস্ত পুরকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন নতুন চেয়ারপার্সন। পুর আধিকারিকদের তরফে অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করে যারা দায়িত্ব ছাড়লেন তাঁদের বিদায়ে মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। আগামীদিনগুলির জন্য সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

নিউজ ব্যুরো

৬ নভেম্বর : ইআইআইএলএম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের তরফে ২০২৬ সালের শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে। ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ফর্ম ফিলআপ করেছেন। এদিনের ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই উপলক্ষ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের অভিনেত্রী স্নেহা চ্যাটার্জি। কলেজ ক্যাম্পাসের কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তী উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেন।

শংসাপত্র পেতে রাতেই লাইন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিজের নাম ভোটার তালিকায় নিশ্চিত করতে অনেকের ক্ষেত্রে বাবার মৃত্যু শংসাপত্রই ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। আর তাই ময়নাগুড়ির হুসলুরডাঙ্গার রাখি সিনহা থেকে সাপ্টিবাড়ির রফিকুল ইসলাম কিংবা শহরের সুজন হাজরা জলপাইগুড়ি পুরসভা ভবনে রাত ৩টে থেকে লাইন দিচ্ছেন। এদিকে, পুরোনো রেজিস্টার ঘেঁটে মৃত্যুর নথি বের করতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে পুরসভার জন্মমৃত্যু শংসাপত্র বিভাগের কর্মীদের। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে ২০ জনকে পরিষেবা দিতে পারছে পুরসভার এই বিভাগ। তাই ২০ জনের নামের তালিকায় থাকতে ভোটাররা নিজেরাই গভীর রাত থেকে পুর ভবনের সামনে লাইন দিয়ে সাদা কাগজে সকলের নাম লিখছেন।

হুসলুরডাঙ্গার রাখির বাবার ১৯৯১ সালে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। এতদিন বাবার মৃত্যুর শংসাপত্র তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে দরকার হয়নি বলে তাঁরা মৃত্যুর শংসাপত্র জোগাড়ে ব্যস্ততা দেখাননি। কিন্তু রাখির ও তাঁর পরিবারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম তুলতে বাবার মৃত্যু শংসাপত্রের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভাইকে নিয়ে ভোররাত থেকেই জলপাইগুড়ি পুর ভবনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা সুজন পুর ভবনে এসেছিলেন তাঁর বন্ধুর বাবা অমল রায়ের মৃত্যুর শংসাপত্র জোগাড় করতে। সেই শংসাপত্র বন্ধুর পরিবারের সদস্যদের এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাজে লাগবে। বন্ধু বাইরে থাকায় তাঁর উপর দায়িত্ব পড়েছে।

সাপ্টিবাড়ির রফিকুলের একই সমস্যা। বাবা বেঁচে নেই। নিজের নাম ২০০২ সালের তালিকায় নেই। কিন্তু এখনকার ভোটার তালিকায় নাম আছে। তাই বাবার মৃত্যু শংসাপত্রই এখন তাঁর ভোটার তালিকায় নাম নিশ্চিত করতে অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইক নিয়ে রাত সাড়ে ৩টে থেকেই জলপাইগুড়ি পুর ভবনে লাইন দিয়েছেন তিনিও।

শংসাপত্রের জন্য পুরোনো নথি ঘাঁটাঘাঁটি। জলপাইগুড়ি পুরসভায়।

এসআইআর আতঙ্ক

- ভোটার তালিকায় নাম নিশ্চিত করতে অনেকের ক্ষেত্রে বাবার মৃত্যু শংসাপত্রই ব্রহ্মাস্ত্র
- জলপাইগুড়ি পুর ভবনে রাত ৩টে থেকে লাইন দিচ্ছেন অনেকে
- পুরসভা ২০ জনকে শংসাপত্র দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখে কাজ করছে
- জন্মমৃত্যু বিভাগে এমন অবস্থা যে, ভোটাররা নিরুপায় হয়ে পুরকর্মীদের সঙ্গে পুরোনো নথি ঘাঁটতে হাত লাগাচ্ছেন

জলপাইগুড়ি পুরসভার জন্মমৃত্যু বিভাগে এখন একটা দরজার পাল্লা খুলে কাজ করতে হচ্ছে কর্মীদের। এমনই অবস্থা যে, পরিজনের মৃত্যুর শংসাপত্র নিতে আসা ভোটাররা মাঝেমধ্যে নিরুপায় হয়ে পুরকর্মীদের সঙ্গে পুরোনো নথি ঘাঁটতে হাত লাগাচ্ছেন।

পুরসভার জন্মমৃত্যু শংসাপত্র বিভাগের ক্লার্ক কালিদাস সরকারের কথায়, 'এতদিন আরামেই ছিলাম। এখন এই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর দু'দিন আগে থেকে মানুষের ভিড় সামাল দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। দুপুরে টিফিন করতেই যেতে পারছি না। আসছেন ৪০ জন করে। কিন্তু ২০ জনকে শংসাপত্র দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেই কাজ করছি। একেকজনের নথির জন্য পুরোনো রেজিস্টার ঘেঁটে বের করতে প্রচুর সময় লাগছে। রাত জেগে লম্বা লাইন দিচ্ছেন ভোটাররা জেনে অবাকই লাগছে।'

জলপাইগুড়ি পুরসভায় জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র অনলাইনে ২০২২ সাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তার আগের বছরের মৃত্যুর শংসাপত্র পেতেই এসআইআর আতঙ্কে গভীর রাতে লাইন দেওয়ার হিড়িক দেখা যাচ্ছে।

আশাকর্মীদের স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ন্যূনতম বেতন পরিকাঠামো তৈরি করা, চাকরির স্থায়ীকরণ সহ একাধিক দাবিতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি শাখা। বৃহস্পতিবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে সংগঠনের তরফে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা চুমকি দাস বলেন, 'চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে আশাকর্মীদের ইনসেনটিভ বকেয়া রয়েছে। সম্প্রতি আমাদের অনলাইন কাজের জন্য স্মার্টফোন কেনার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের দাবি, সরকারের তরফে স্মার্টফোনের সিমকার্ড এবং প্রতিমাসের ইন্টারনেট ডেটা প্যাক খরচ আশাকর্মীদের দিতে হবে। একইভাবে আশাকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা এবং অবসরকালীন সরকারি সুযোগ দেওয়ার দাবিও আমরা জানিয়েছি।'

ভোটার তালিকা

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য ২০০২ সালের ভোটার তালিকার বড় ফ্লেক্স লাগালেন আইনজীবী সুমন শিকদার। বৃহস্পতিবার সকালে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে সেই ফ্লেক্স লাগানো হয়। ফ্লেক্স লাগাতেই ১২৬ এবং ১২৭ পার্টের অনেকে নিজেদের নাম খুঁজতে আসেন। সুমন শিকদার সেই ওয়ার্ডের বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্টের দায়িত্বে আছেন। সুমন শিকদার বলেন, 'মানুষের কথা ভেবেই আমার এই উদ্যোগ। যাঁর যখন ইচ্ছা, নিজের সময়মতো এসে তালিকা দেখে যেতে পারবেন।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার রাত ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

এফএফপি

এ পজিটিভ	-	১০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১০
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

প্লেটলেট

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১

স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয়নি মালে

মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিই সার

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : ২০২৫ সালের শুরুতে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক মালবাজার শহরে স্টেডিয়াম নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। মন্ত্রীর ঘোষণার পর আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকরা স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠটি সার্ভেও করেন। কিন্তু ওই ঘোষণা আর সার্ভেই সার স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ এগোয়নি একচুলও। এই বিষয়ে জানতে চেয়ে বৃহস্পতিবার চারবার মন্ত্রীকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সাফাই দিতে গিয়ে মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'স্টেডিয়াম নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

যদিও বিরোধী দলের নেতারা এই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েননি। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, 'তৃণমূল শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয়, পূরণ করে না। পুরো ব্যাপারটাই আসলে ভাঁওতাবাজি।' সিপিএমের মালবাজার এরিয়া কমিটির সদস্য সমীর সিংহ বলেন, 'আসলে পুরোটাই লোক দেখানো। যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে এতদিনে কাজ শুরু হয়ে যেত। স্টেডিয়ামের জন্য এখনও পর্যন্ত এক কড়াই মাটিও তোলা হয়নি।'

শহরে স্টেডিয়াম হবে শুনে এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীরা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু এখনও অবধি কাজ শুরু না হওয়ায় তাঁদের মোহভঙ্গ হয়েছে। শহরের বাসিন্দা বিট্টু সরকার মার্শাল আর্টস এবং ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত। টুবাই দাস ক্রিকেট খেলেন। স্টেডিয়াম না হওয়ায় তাঁরা দুজনেই হতাশ। টুবাই বলেন, 'শহরে খেলাধুলোর জন্য যথেষ্ট পরিকাঠামো নেই। যদি খেলার পরিকাঠামো ও স্টেডিয়াম দ্রুত তৈরি না হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ এবং আগ্রহ আরও কমবে।' মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠেই স্টেডিয়াম তৈরি হওয়ার কথা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল পাল বলেন, 'শুনেছি খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

> শহরে খেলাধুলোর জন্য যথেষ্ট পরিকাঠামো নেই। যদি খেলার পরিকাঠামো ও স্টেডিয়াম দ্রুত তৈরি না হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ এবং আগ্রহ আরও কমবে।
>
> **টুবাই দাস**, *ক্রিকেটার*

২০১৮ সালে শহরে অডিটোরিয়াম তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজ এখনও শেষ হয়নি। অডিটোরিয়ামের চারপাশ আগাছায় ভরে গিয়েছে। অডিটোরিয়ামের মতো ঘটনা স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রেও হবে না তো? বাসিন্দারা এখন এই আশঙ্কাই করছেন।

দিনে জ্বলছে পথবাতি

মালবাজার, ৬ নভেম্বর : মাল নদীর ধারে এবং শহরের সুভাষ মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় দিনের বেলা পথবাতি জ্বলতে থাকার ঘটনায় নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। নাগরিকদের অভিযোগ, শহরের কিছু অঞ্চলে রাতের বেলা বাতি জ্বলে না, সেই তুলনায় দিনের বেলায় বাতি জ্বলতে থাকা অযৌক্তিক।

কৌশিক দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'দিনের বেলায় বাতি জ্বলে থাকার কারণে যে বাড়তি বিদ্যুতের বিল উঠছে তা সাধারণ মানুষকে বহন করতে হচ্ছে। এ বিষয়টি অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত।' তবে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কিছু এলাকায় কাজ চলার কারণে বাতি জ্বালানো প্রয়োজন হচ্ছে। তাছাড়া, বাতিগুলোর অবস্থা খতিয়ে দেখতে সেগুলো মাঝেমধ্যে জ্বালিয়ে রাখা হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের দাবি, দিনের বেলা বাতি জ্বালিয়ে বিদ্যুতের অপব্যবহার এড়াতে পুরসভার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

মালবাজার

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ

নো পার্কিং জোনে দাঁড়িয়ে টোটো, গাড়ি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৬ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের নো পার্কিং জোন এখন কার্যত টোটো ও গাড়ির অবাধ পার্কিং করার জায়গায় পরিণত হয়েছে। শহরের প্রধান সড়কগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়, পুলিশ প্রশাসনের লাগানো 'নো পার্কিং' বোর্ডের পাশেই সারি সারি টোটো ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রশাসন শুধু বোর্ড টাঙিয়েই দায় সেরেছে বলে অভিযোগ। কার্যকরী পদক্ষেপের অভাব স্পষ্ট। স্থানীয়রা বলছেন, এই সমস্যার সমাধানে পুরসভার তরফেও নেই কোনও বিশেষ উদ্যোগ। আর তার ফলে যানজটে নাজেহাল হতে হচ্ছে শহরের বাসিন্দাদের। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, বোর্ড টাঙিয়েই কি দায় শেষ প্রশাসনের?

আর বাসিন্দাদের এই ক্ষোভ নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ কী বলছে? ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় আশ্বাস দিচ্ছেন, 'শহরে পার্কিং জোন গড়ার জন্য একাধিক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। সড়ক সম্প্রসারণ হলে যানজট অনেকটাই কমবে।'

দীর্ঘদিন ধরেই যানজট ময়নাগুড়ি শহরের নিত্যসঙ্গী। বিশেষ করে ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় দিনের বেশিরভাগ সময়ই গাড়ির লম্বা লাইন চোখে পড়বে। জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি ও মালবাজারগামী গাড়িগুলির পাশাপাশি যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকা টোটোর কারণে সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। সমস্যা সমাধানে ওই এলাকায় নো পার্কিং বোর্ড বসানো হয়েছে এবং ট্রাফিক পুলিশও নিয়মিত থাকে। তবুও বোর্ডের তোয়াক্কা না করেই সেখানে গাড়ি ও টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে, যা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। ট্রাফিক বিভাগের ময়নাগুড়ি থানার ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, 'নো পার্কিং জোনে গাড়ি বা টোটো দাঁড়ানোর অপরাধে একাধিকবার জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

নো পার্কিং জোন দখল করেছে টোটো।

১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পাপাই দাস বলেন, 'অবিলম্বে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।' ময়নাগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অপু রাউতও সরব হয়েছেন। বলেন, 'প্রশাসনের হস্তক্ষেপের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পার্কিং জোন গড়া জরুরি।' আইএনটিটিইউসির ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি কৃষ্ণ সাহাও বলেন, 'টোটো ও গাড়িচালকদের নো পার্কিং এলাকায় না দাঁড়াতে বলা হয়েছে। তবে যাত্রী ওঠা-নামার জন্য কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট পার্কিং না থাকায় এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে।'

> শহরে পার্কিং জোন গড়ার জন্য একাধিক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। সড়ক সম্প্রসারণ হলে যানজট অনেকটাই কমবে।
>
> **মনোজ রায়**
> *ভাইস চেয়ারম্যান*

২ শতাংশ ভুয়ো ভোটার

আলিপুরদুয়ারে আশঙ্কা নির্বাচন কমিশনের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল-বিজেপি, দুই শিবিরই একটানা বলে আসছে, 'এবার অনেকের নাম বাদ যাবে'। তৃণমূল বিষয়টিকে তুলে ধরছে বিজেপির চক্রান্ত হিসেবে। আর বিজেপি বোঝাতে চাইছে, তৃণমূলের মদতে দলে দলে অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে রাজ্যে। সেই ভুয়ো ভোটারদেরই নাম বাদ যাবে। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যে আবার ম্যাপিংয়ের কাজ অর্ধেক সারাও হয়েছে। এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরাই মনে করছেন, জেলায় মোট ভোটারের ২ শতাংশ ভুয়ো ভোটার হতে পারে। সংখ্যার বিচারে তা ২০-২৫ হাজার।

এসআইআর-এর কাজ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে নির্বাচন কমিশন রিভিউ বৈঠক করে। বৈঠকে জেলায় নির্বাচনের কাজে যুক্ত সব আধিকারিককেই ডাকা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল বেরিয়ে যাওয়ার পর জেলার নির্বাচন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। সেখানেই এই ২ শতাংশের কথা উঠে এসেছে।

নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে জেলা শাসক। ডুয়ার্সকন্যায়।

যদিও এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে খুব বেশি কিছু বলছেন না আধিকারিকরা। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'এখনও বলা যাবে না কতজন অবৈধ ভোটার রয়েছে। এসআইআর-এর কাজ শেষ হলে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।'

নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জেলায় ১৩৫০টি বুথ মিলিয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ ভোটার রয়েছেন। নির্বাচন কমিশন যে আগাম হিসেব করছে, তাতে ২০-২৫ হাজার বাসিন্দা ভুয়ো কাগজ দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলে থাকতে পারে। বিশেষ করে অন্য কাউকে বাবা হিসেবে দেখিয়ে পরিচয়পত্র বানানো হতে পারে। বিএলও-দের এদিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরিচয় নিয়ে কোনও সন্দেহ হলে সেই ফর্ম নিয়ে সুপারভাইজারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বৃহস্পতিবারের মধ্যেই জেলায় ৫০ শতাংশ ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের কাছে যে তথ্য রয়েছে, সেটা অনুযায়ী ৫০ শতাংশ ভোটারকে বাছাই করে ফেলা হয়েছে। তাঁদের ফর্ম জমা পড়লেই খসড়া ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে। ওই ভুয়ো ভোটার ছাড়া আরও ১৫ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে। সেটা অবশ্য

কোথায় শঙ্কা

- জেলায় ১৩৫০টি বুথ মিলিয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ ভোটার রয়েছেন
- ২০-২৫ হাজার বাসিন্দা ভুয়ো কাগজ দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলে থাকতে পারে, আশঙ্কা
- বিশেষ করে অন্য কাউকে বাবা হিসেবে দেখিয়ে পরিচয়পত্র বানানো হতে পারে

নথিপত্রের গরমিলের কোনও কারণে নয়। ভোটারদের মৃত্যু হয়েছে বা ঠিকানা বদলে গিয়েছে, এমন কারণে সেসব নাম বাদ যেতে পারে।

এই বিষয়টি নিয়ে আবার চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। এদিন তৃণমূলের বিএলএ-১ সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'একজন বৈধ ভোটারের নামও আমার বাদ দিতে দেব না। আর কতজন ভুয়ো ভোটার থাকবে, সেটা আগে থেকে বলা যায় নাকি? নির্বাচন কমিশন কি জ্যোতিষচর্চা করছে?'

পালটা বিজেপির বিএলএ-১ বিপিন রায় বলেন, 'আমাদের মনে হয় এই সংখ্যা আরও বাড়বে। প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়া পর যে খসড়া ভোটার তালিকা বের হবে তখন সেটা আরও ভালো করে বোঝা যাবে।'

এদিন আবার নির্বাচন কমিশন থেকে বিভিন্ন ব্লকের নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের হেয়ারিংয়ের তারিখ ও জায়গা ঠিক করার কাজও শুরু করতে বলেছেন। কেননা ৪ ডিসেম্বর ফর্ম জমা নেওয়া শেষ হবে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। আর তারপর থেকেই শুরু হবে হেয়ারিং। যে ভোটারদের নাম খসড়া তালিকায় থাকবে না তাদের এই হেয়ারিংয়ে অংশ নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।

চাপ কমানোর জন্য নির্বাচন কমিশন জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে, দ্রুত এসআইআর-এর ফর্ম নিয়ে সেগুলোর লিংকিংয়ের কাজ সেরে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁরা যে পরিবারের সদস্যদের নাম দেবেন, সেটা দ্রুত মিলিয়ে ফেলার কাজ করতে হবে। এই কাজ যত সুষ্ঠুভাবে হবে, তত হেয়ারিংয়ে ভিড় কমবে।

বিডিও অফিস চত্বরে হদিস

ঝোপে গোছা গোছা ভোটার কার্ড

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে চারিদিক বর্তমানে সরগরম। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের নির্বাচন কার্যালয়ের পিছনে ঝোপঝাড়ে গোছা গোছা ভোটার কার্ড পড়ে থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ভোটার কার্ডগুলির মধ্যে মালদার নানা এলাকার ভোটারদের নথি রয়েছে। কী কারণে এখানে এই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, উঠেওছে। প্রশাসনের অবশ্য দাবি, পড়ে থাকা ওই ভোটার কার্ডগুলি বাতিল করা কার্ড। তবে বাতিল করা হলেও কার্ডগুলির সেখানে পড়ে থাকার কথা নয় বলে প্রশাসনের দাবি।

রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল বলেন, 'এগুলি পুরোনো ভোটার কার্ড। এগুলিকে বাতিল করা হয়েছে। তবে বাতিল করা হলেও এগুলির সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকার কথা নয়। কী কারণে ভোটার কার্ডগুলি সেখানে পড়ে ছিল তা খতিয়ে দেখা হবে।'

প্রশাসন অবশ্য যাই দাবি করুক না কেন, বিষয়টি এদিন ভালোভাবেই চর্চায় ছিল। কাজের সূত্রে চিরঞ্জিত মহন্ত এদিন ডিও অফিসে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'যখন এসআইআরের কাজ চলছে সেই সময় বিডিও অফিসের পিছন দিকে ঝোপঝাড়ে প্রচুর ভোটার কার্ড পড়ে থাকার বিষয়টি যথেষ্টই চিন্তার। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা প্রশাসনের ভূমিকায় সরব হয়েছে। বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লক আহ্বায়ক নিতাই মণ্ডল বললেন, 'এসআইআর হচ্ছে ভূত তাড়ানোর ওষুধ। এসআইআর না হলে বিডিও অফিসের বাউন্ডারির ভিতর ঝোপঝাড়ে শয়ে-শয়ে ভোটার কার্ড পাওয়া যেত না। টাকাপয়সা নিয়ে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে এই ভোটার কার্ডগুলি তৈরি করা হয়েছে।' গোটা ঘটনার সঙ্গে প্রশাসন ও শাসক শিবিরের অনেকে যুক্ত বলে পদ্ম নেতার দাবি। ঠিকমতো তদন্ত করা হলে অনেক কিছুই স্পষ্ট হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যাঁরা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা বিষয়টি দেখবেন।'

বিএলএ-কে জুতোর মালা

প্রথম পাতার পর

শেখরের আরও অভিযোগ, 'বিএলও নিশীথ রায় প্রথম থেকেই পক্ষপাত দেখাচ্ছিলেন। তিনি বাড়ি বাড়ি না গিয়ে মাঠে বসে ফর্ম বিলি করছিলেন। এনিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেছি। তারই প্রতিশোধ নিতে বিজেপি বিএলএ-কে আজ অপমান করা হয়েছে।'

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার কোচবিহারে এসেছেন সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। জেলা সভাপতির নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার বিস্তারিত জানাবে।

মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন বলেন, 'এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নিগ্রহ নয়, এটি গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। সরকারি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অপমান করা মানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই লাঞ্ছিত করা।'

সংশ্লিষ্ট বিএলও নিশীথ রায় অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি নিরপেক্ষভাবে কাজ করছি। ঘটনা নজরে আসতেই সবাইকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছি। দাদা তৃণমূল নেতা হলেও আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই।' তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ঘটনাটি আমরা শুনিনি। খোঁজ নিচ্ছি। যদি সত্যিই এমন কিছু ঘটে থাকে, তা নিন্দনীয়। আমাদের দল এধরনের কাজ বরদাস্ত করে না।'

মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা বলেন, 'ছাটখাটেরবাড়ির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।'

প্রসঙ্গত, এর আগের দিন বুধবার একই পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি গ্রামে বিজেপির আরেক বিএলএ ক্ষীরোদ বর্মনকে হেনস্তা ও নথিপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরপর দু'দিনে দুটি পৃথক ঘটনায় বিজেপির দুই প্রতিনিধির নিগ্রহে মাথাভাঙ্গাজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। সাধারণ মানুষেরও প্রশ্ন, এসআইআর কি তবে রাজনৈতিক প্রতিশোধের মঞ্চে পরিণত হচ্ছে?

হাতি দেখতে ঝুঁকি

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ ধূপঝোরায় হাতি কখনও দলবেঁধে, কখনও বা একাই ঢুকে পড়ছে। সেই খবর বন দপ্তরের আগেই আশপাশে থাকা বিভিন্ন রিসর্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা ছোট গাড়ি ও টোটোচালকরা পেয়ে যান। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখতে আসা পর্যটকদের এই হাতি দেখিয়ে ছোট গাড়ি ও টোটোচালকরা বাড়তি কিছু রোজগার করছেন। কিছু রিসর্ট কর্তৃপক্ষ একাজে বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে। হাতি তাড়াতে গিয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা একাধিকবার এই ধরনের পর্যটকদের মুখোমুখি হয়েছেন।

লাটাগুড়ি ও মূর্তি এলাকায় বেশ কিছু ছোট গাড়ির চালক ও টোটোচালক রয়েছেন। বাড়তি রোজগারের আশায় দিনেরবেলায় পর্যটকদের মোবাইল নম্বর নিয়ে রাখেন। রাতে হাতি বের হলে তা দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে রাখা হয়। রাতে লোকালয়ে হাতি বের হলেই দ্রুত তাঁরা পর্যটকদের ফোন করে তাঁদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এই করতে গিয়ে অনেক সময়ই বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে। এক বনকর্তার কথায়, 'দিনকয়েক আগে লালপুল সংলগ্ন এলাকায় টোটোয় করে পর্যটকদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাতির তাড়া খেয়ে টোটোটি উলটে যায়। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়।'

গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হক বলেন, 'রাতে পর্যটকদের কাউকে আমরা বাইরে বের হতে দিই না। তবে কোনও রিসর্ট কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বন দপ্তরের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।' লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বললেন, 'পর্যটকরা বন ও বন্যপ্রাণী দেখতে আসেন। তবে রাতেরবেলায় যাতে কেউ বন্যপ্রাণী দেখতে না বের হন সেই বিষয়ে সকলকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে।' কেউ এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে বন দপ্তরের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তাঁর দাবি।

বরণ রিচাকে

প্রথম পাতার পর

বাঘা যতীন পার্ক শুক্রবার কানায় কানায় ভরে উঠবে।' বাঘা যতীন পার্কের অনুষ্ঠানে শুধু পুরনিগম নয়, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ সহ একাধিক সংগঠন রিচাকে সংবর্ধনা দেবে। এরপর রিচাকে নিয়ে যাওয়া হবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে। সেখানেও একপ্রস্থ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান রয়েছে। সবমিলিয়ে শুক্রবার শহর শিলিগুড়ি 'রিচাময়' হয়ে উঠতে চলেছে।

বুধবার নয়াদিল্লিতে নিজের বাসভবনে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রিচাও। সামাজিক মাধ্যমে রিচা-প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর গলায় রিচার প্রশংসা শোনা গিয়েছে। অতীতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে মহিলাদের আইপিএল জিতেছেন রিচা। তাঁর ট্রফি ক্যাবিনেটে এবার যোগ হয়েছে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপও। ভিডিওতে সেই প্রসঙ্গে রিচাকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তুমি যেখানেই যাও সেখান থেকে ট্রফি নিয়ে আসো।'

তারপরই প্রধানমন্ত্রী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ, ডব্লিউপিএল ও ওডিআই বিশ্বকাপের কথা উল্লেখ করেন। এরপরই পাশ থেকে স্মৃতি মান্ধানা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, রিচা খুব জোরে ছয় মারতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে রিচা বলেছেন, 'হ্যারিদি (হরমনপ্রীত কাউর), স্মৃতিদি (স্মৃতি মান্ধানা) সহ গোটা দল আমার উপর ভরসা রাখে। যা আমাকে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে আত্মবিশ্বাস জোগায়।'

বাংলা নয়, হিন্দি বলুন

বিতর্ক হাসপাতালে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : 'বাংলা বুঝি না, হিন্দিতে বলুন', পেটব্যথায় কাতরানো সাত বছরের শিশুকন্যার মা ও এক পরিচিতকে বলা হল ফার্মাসি থেকে। ভাষা বিতর্কে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। ঝামেলার শেষ এখানেই নয়। অভিযোগ, ফার্মাসির ওই কাউন্টার থেকে ভুল ওষুধ দেওয়া হয়েছিল রোগীর পরিবারকে। জানাজানি হতেই পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। ঝামেলা বড় হতে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বৃহস্পতিবারের ঘটনা।

বাংলা ভাষা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে এর আগে। রাজনীতির ময়দানে এই ইস্যু হয়ে উঠেছে হাতিয়ার। ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে বারবার। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও সাংবাদিককে হিন্দিতে প্রশ্ন করতে বলে ভাষা বিতর্কে জড়িয়েছিলেন।

অভিযোগ, প্রেসক্রিপশন দেখানোর পর ফার্মাসিতে বসা এক তরুণী হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করেন। বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় রোগীর মা ও তাঁর সঙ্গে আসা এক পরিচিত বাংলায় বলতে অনুরোধ করেন। ওই তরুণী যদিও কর্ণপাত করেননি। এরপর ওই কাউন্টার থেকে দেওয়া ওষুধ কখন কীভাবে খেতে হবে, তা বোঝার জন্য হাসপাতালের বাইরে একটি ওষুধের দোকানে যান তাঁরা। রোগীর মায়ের সঙ্গে আসা রণজিৎ সাহা নামে সেই ব্যক্তির দাবি, ''ওষুধের দোকান থেকে জানানো হয়, একটি ওষুধ ভুল দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা হাসপাতালে গিয়ে ওই কাউন্টারের পাশের কাউন্টারে গিয়ে প্রেসক্রিপশন সহ ওষুধ দেখাই। সেখানে বসা এক ব্যক্তি 'একটি ওষুধ ভুল করে দেওয়া হয়েছে' বলে ভুল ওষুধটি নিয়ে নেন।'' এরপর অভিযুক্ত তরুণীকে ভুল ওষুধের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি ফের হিন্দিতে কথা বলেন। রণজিতের কথায়, ''আমি বাংলায় কথা বলতে বললে উনি পালটা আমাকে বলেন, 'হিন্দি বোঝেন না, এটা আপনার সমস্যা'।''

ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। অন্য কর্মীরা অভিযুক্তকে ফার্মাসির কাউন্টার থেকে সরিয়ে দেন। অস্বস্তিতে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সুপার চন্দন ঘোষের যুক্তি, 'ওই তরুণী ইন্টার্ন। তাঁর ট্রেনিং চলছে। দেখুন, ভুল তো মানুষমাত্রেই হয়। যদিও এমন হওয়ার কথা ছিল না। ভবিষ্যতে যেন না হয়, সেটা অবশ্যই দেখা হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, ইন্টার্ন প্রেসক্রিপশন দেখে রোগীকে ওষুধ দেওয়ার সময় সিনিয়ার কেউ নজর রাখছেন না কেন? সুপারের দাবি, 'ওই তরুণীর সঙ্গে একজন ফার্মাসিস্ট ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুধরে দেওয়া হয়েছে।' যদিও রোগীর পরিবারের দাবি, তাঁরা বাইরের ওষুধের দোকান থেকে ভুলটি জানতে পারেন। পরে অন্য কাউন্টারে বললে বিষয়টি বাকিরা টের পান।

ভাষা বিতর্ক নিয়ে বাংলা পক্ষের তরফে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এদিন। সংগঠনের তরফে রাজীব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে চিকিৎসা করাতে আসেন। সকলের পক্ষে তো হিন্দিতে কথা বলা বা বোঝা সম্ভব নয়। এদিকে সেখানেই বলা হচ্ছে, হিন্দি না বোঝা রোগীর পরিবারের দোষ! চিকিৎসকের লেখা ওষুধের নামও পড়তে পারছেন না। কীভাবে এঁরা কাজ করছেন?'

ঘোগোমালির বাসিন্দা রণজিতের ব্যাখ্যায়, 'চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে পাঁচটি ওষুধ লিখেছিলেন। এরপর আমরা ফার্মাসির ওই কাউন্টারে যাই। তরুণী হিন্দিতে কথা বলায় বুঝতে পারিনি কিছুই। কাউন্টার থেকে তিনটে ওষুধ দেওয়া হয়। বাকি দুটোর জন্য বাইরের একটি দোকানে যাই। সেখানে ওই তিনটে ওষুধ কখন কীভাবে খাব, জিজ্ঞেস করায় দোকানের এক কর্মী দেখে জানান, একটি ওষুধ ভুল। এরপর ফের হাসপাতালের ফার্মাসি কাউন্টারে গেলে ঘটনা আরও স্পষ্ট হয়।'

সৈকতের হাতে

প্রথম পাতার পর

পদ পাওয়ার পর সৈকত ও মনোজ দুজনেই বলেছেন, পুরসভার সার্বিক উন্নয়নে আরও দায়িত্ব বাড়ল। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'দলের শীর্ষ মহলের নির্দেশেই এই পুর প্রশাসনিক পদে রদবদল করা হয়েছে। সকলের পদত্যাগের পরেই বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে একজন সিনিয়ার কাউন্সিলারকে সভাপতি করে নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করে পাশ করানো হবে। প্রশাসনিক স্তরে মহকুমা শাসক বা কোনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে। যাঁদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁদের কাজের দায়িত্ব আরও বাড়ল।' তৃণমূল সূত্রেই জানা গিয়েছে, চেয়ারম্যান পদে রদবদলের পরে চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলেও নতুন মুখ আসতে চলেছে। এদিন জেলা কার্যালয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, জেলা কমিটির চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, জেলার দুই সহ সভাপতি চন্দন ভৌমিক ও গৌতম দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন

জলপাইগুড়ি, ৬ নভেম্বর : আনন্দচন্দ্র কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যদের নির্বাচন ছিল বৃহস্পতিবার। শাসকদলের কেউ প্রার্থী হিসেবে নাম নথিভুক্ত না করায়, নির্বাচিত হয়েছেন বাম সমর্থিত শিক্ষাকর্মী নির্মাল্য সরকার। তাঁর কথায়, '৪ বছর অন্তর নির্বাচন হয়। এর আগেও দায়িত্ব পালন করেছি। শাসকদলের কেউ কেন নাম দিল না, জানা নেই। যতটুকু জানি তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্যই কেউ নমিনেশন জমা দেয়নি।'

চাকরির প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার হরমনপ্রীত কাউরদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনেও গিয়েছিলেন তিনি। এত কিছুর মধ্যে আরও একটি সুখবর এসেছে রিচার জন্য। রাজ্য পুলিশের তরফে এই বঙ্গতনয়ার কাছে চাকরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। যার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ এদিন বলেছেন, 'রিচার কাছে রাজ্য পুলিশের তরফে চাকরির প্রস্তাব এসেছে। তবে কোন পদ দেওয়া হবে সেটা এখনও বলার জায়গায় আসেনি। রিচা বাড়ি ফিরলে ওর সঙ্গে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ডিএসপি-র পদ দেওয়া হয়। দেখা যাক। রিচার বরাবরই পুলিশ, সেনাবাহিনীতে চাকরি করার আগ্রহ ছিল। আশা করি, ও এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে।'

মৃত্যুতে আতঙ্ক-যোগ

বহরমপুর, ৬ নভেম্বর : বহরমপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধি কলোনি এলাকায় বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম তারক সাহা (৪৫)। পেশায় তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তারককে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, তারক এসআইআরের আতঙ্কে অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একদিন আগে তারক এসআইআরের জন্য আবেদনপত্র পূরণের উপযুক্ত নথি জোগাড় করতে না পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। মৃতের স্ত্রী প্রিয়া বলেন, 'ও কয়েকদিন ধরেই খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। বুধবার রাতেও আমাকে বারবার বলছিল যে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ওর নাম খুঁজে পায়নি।'

দাবি বিডিও'র

প্রথম পাতার পর

যে ঘরটি ভাড়া নিয়ে স্বপন সোনার দোকান করেছিলেন, তার মালিকের সঙ্গে কথা বলে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ।

ওই এলাকায় অপহরণের দিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। তবে স্বপনের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ অভিযুক্ত বিডিও নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা। সেদিন দোকানের সামনে একটি সাদা ও একটি কালো গাড়ি গিয়েছিল। একটি গাড়িতে নীল বাতি লাগানো ছিল। গাড়ি দুটির নম্বর সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ। গাড়ি দুটির মালিকানা কার নামে, কে ব্যবহার করেন ইত্যাদি খোঁজ চলছে।

রাজগঞ্জের বিডিও অবশ্য দাবি করেন, বিধাননগর পুর এলাকায় তাঁর কোনও বাড়ি নেই। সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তাঁর চ্যালেঞ্জ, 'আমার নামে বাড়ি আছে কি না, প্রমাণ করুন। আমি আইনের লোক হয়ে কেন আইন ভাঙতে যাব? তবে পুলিশ তদন্তে ডাকলে আমি সহযোগিতা করব।' পুলিশ অবশ্য আগের দু'দিনের মতোই ঘটনাটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া এড়িয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সদর) অনীশ সরকার বলেন, 'এখন ব্যস্ত আছি। এনিয়ে কোনও কথা বলতে পারব না।'

পুলিশ সূত্রে অবশ্য খবর, অবিলম্বে ঘটনার কিনারা করতে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। স্বপন খুনের অভিযোগকারী দেবাশিস কার্যত হতাশ। তিনি বলেন, 'পুলিশ চাইলে এতদিনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার হতে পারত। তদন্ত যত পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রমাণ তত লোপাট হয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এব্যাপারে পদক্ষেপ করবেন।'

প্রশান্ত অবশ্য মঙ্গলবার থেকে রাজগঞ্জের বিডিও অফিসে যাচ্ছেন না। তাঁর গাড়ি অফিস চত্বরে পড়ে আছে। কোয়ার্টারে তালা ঝুলছে। দপ্তরে তাঁর চেম্বার বন্ধ। টেলিফোনে বিডিও জানান, তিনি বৃহস্পতিবার ছুটি নিয়েছেন। শুক্রবার কাজে যোগ দেবেন। শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দির এলাকায় ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়ার যে বাড়িতে বুধবার প্রশান্তর দেখা মিলেছিল, বৃহস্পতিবার সেই বাড়িতে তাঁকে দেখা যায়নি। তবে ঘরে এসি ও ফ্যান চলার আওয়াজ মিলেছে। কিন্তু ডাকাডাকি করে কারও সাড়া মেলেনি।

শিবমন্দিরের এসপি মুখার্জি রোডের আরেক বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন বাইরে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যান। পরে তাঁকে এক মহিলা এবং একটি বাচ্চাকে নিয়ে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে চলে যেতে দেখা যায়। তিনি কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি। ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়ার বাড়িতে বুধবার যে লাল রঙের পুলিশ লেখা বাইক দেখা গিয়েছিল, সেটা এদিন এসপি মুখার্জি রোডের বাড়িতে আড়ালে রাখা ছিল। পুলিশ লেখাটা অবশ্য তুলে দেওয়া রয়েছে।

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'বিষয়টি নবান্নের নজরে আছে'। বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লক বিজেপি কনভেনার নিতাই মণ্ডল কার্যত একই ভাষায় বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপার। প্রশাসন তদন্ত করে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

এদিকে, গৌতম দাস নামে বিডিও অফিসে বিক্ষোভরত এক ঠিকাদার অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতের ড্রেন, কালভার্ট, সিসি রোড ইত্যাদি প্রকল্পে ঠিকাদারদের বকেয়া অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। জমা দেওয়া হচ্ছে না জিএসটির টাকাও। বিডিও'র অফিসে যোগাযোগ করেও সদুত্তর মেলেনি। এব্যাপারে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে প্রশান্ত টেলিফোনে বলেন, 'এই ঠিকাদাররা সরকারি কাজে সিন্ডিকেটরাজ চালাতেন। সেটা বন্ধ হয়েছে বলেই এই বিক্ষোভ।'

তথ্য সংগ্রহঃ দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু ও খোকন সাহা

'বাংলার মাটি'

প্রথম পাতার পর

সরকার পোষিত সমস্ত স্কুল ওই পদক্ষেপের আওতায় এল। নির্দেশিকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভায় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-কে রাজ্য সংগীত হিসেবে পাশ করানোয় বিতর্ক কম হয়নি। তারপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নির্দেশিকায় জানানো হয়, রাজ্য সংগীত হিসেবে গাওয়া হবে শুধু 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল- পুণ্য হোক পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান' অংশটুকু। গাইতে হবে এক মিনিটের মধ্যে।

উচ্ছ্বাস শেষে কিছু তিক্ত প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

কার্যত তা পার্কিং লট। এবং সেই বাইকের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে ধূলিধূসরিত রিচার মুখ। তাহলে এইভাবে লোককে সম্মান জানানোর দরকার কী? না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে? ভেবে দেখবেন মেয়র ও পারিষদরা।

নারী স্বাধীনতার নানা দিক, নারী মুক্তির বৈচিত্র্যময় অধ্যায়, পুরুষ নারী সমানাধিকারের প্রসঙ্গ তুলে অনেকেই লেখালেখি করছেন মেয়েদের বিশ্বজয়ে। খুব ভালো কথা। প্রশ্ন হল, যে বঙ্গনারীরা আজ মেয়ে ক্রিকেটারদের সাফল্যে উল্লসিত, তাঁরা কি আগের সফল নারী ক্রীড়াবিদদের নিয়ে ভেবেছেন কখনও?

বছর দুয়েক আগে প্রয়াত হলেন বাংলায় মেয়েদের খেলার অন্যতম ভগীরথ সুব্রতা দেবনাথ। তাঁর ভাগ্যে দু'তিন লাইনের বেশি খবর জোটেনি খবরের কাগজে। অধিকাংশ কাগজ বা টিভি খবরটা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। এশিয়ান গেমসে জোড়া সোনা জেতার দৌলতে বাংলায় সর্বকালের সেরা মেয়ে ক্রীড়াবিদ হওয়ার দাবিদার জ্যোতির্ময়ী শিকদার ও সরস্বতী সাহা। আমরা বাঙালিরা কি জানতে চেয়েছি, সরস্বতী যে অ্যাথলিট তৈরির কোচিং ক্যাম্পের কথা ভেবেছিলেন, তা মাঝপথে ভেস্তে গেল কেন?

সেরা ফর্মের পিটি ঊষা কলকাতায় এলেই যাঁর খোঁজখবর নিতেন সেই রেখা চক্রবর্তী হঠাৎ কী জন্য হারিয়ে গেলেন। রিচার সাফল্যের আগে উত্তরবঙ্গের সর্বকালের সেরা মেয়ে ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন এখন কী করেন, উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়প্রেমীরা কি সব জানেন? ধূপগুড়ি-ময়নাগুড়ির মাঝে জলঢাকা পেরোলে বাঁদিকে এমন একটা গ্রাম, যেখান থেকে হিমাশ্রী রায়, জ্যোৎস্না রায়প্রধান, ভৈরবী রায় সহ একাধিক অ্যাথলিট উঠে এসেছেন। কোচ রানা রায়ের হাত ধরে। বাংলার একমাত্র খেলার গ্রাম বাঁচিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা নেতারা, বাণিজ্যিক সংস্থা, ক্রীড়াপ্রেমিকরা করেছেন কি? না না এবং না!

৩২ কোটি লোক মেয়েদের বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখেছে বলে আমরা অনেকেই উল্লসিত। তবে আমরা কেউই মেয়েদের অন্য খেলার দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টাও করিনি। সব শিয়ালের এক রায়ের মতো এক দিকটা দেখে গিয়েছি। সবাই হল্লা করছে, আমিও করি। সবাই এখন খেলা বিশারদ।

রিচার শহরকেই ফের ধরি।

এ শহরের ঋদ্ধিমানকে চরম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল জাতীয় দল থেকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশিস সিএবি প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ঋদ্ধিকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাংলা থেকে। খেলতে হয় ত্রিপুরায় গিয়ে। বলুন তো, শিলিগুড়ি এই ইস্যুতে কতটা উত্তাল হয়েছিল? কতটা প্রতিবাদ জানিয়েছিল একজোট হয়ে?

উত্তরবঙ্গের সরস্বতীপুরের মেয়েরা যেমন রাগবিতে চাঞ্চল্য ফেলেছিলেন, তখন কি আমরা একজোট হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম? দাঁড়াইনি! আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়ির মেয়ে হকি খেলোয়াড়দেরও দেখাইনি সঠিক রাস্তা। স্বপ্নের মতো টেবিল টেনিসের শহর হয়ে উঠেছিল শিলিগুড়ি। সেটা যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল নিজেদের লড়াইয়ের জন্য, কারও কারও ক্ষমতা প্রকাশের জন্য, তার জন্য শিলিগুড়ি রাস্তায় নামেনি কোনওদিন। বলেনি, এসব বন্ধ করো। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ করে শিলিগুড়ির দু'একজন তারকা, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন আর শেষ করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির টিটিকে। আজকের নব্য খেলাপ্রেমীরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মতো, অতীতের কঙ্কাল হয়ে।

একদল আবার এতটাই আবেগে ভেসে গিয়েছেন, তাঁদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে এই প্রথম ভারতীয় মহিলারা খেলায় সাফল্য পেলেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হবে, পিভি সিন্ধু, মনু ভাকের, সাইনা নেহওয়াল, কর্ণম মালেশ্বরী, মীরাবাঈ চানু, সাক্ষী মালিক, লাভলিনা বরগোহাইন বলে কেউ ছিলেন না ভারতীয় খেলার উঠোনে। অথচ এঁরা সবাই অলিম্পিকে পদক জিতেছেন। সাত-আটটা দেশের মধ্যে নয়, ২০০ দেশের মধ্যে লড়াই করে। মাসখানেক আগে মেয়েদের বিশ্বকাপ দাবায় ফাইনালে খেললেন দুই ভারতীয় দিব্যা দেশমুখ-কনেরু হাম্পি। ভারতীয় মেয়েরা অলিম্পিক হকিতে সেমিফাইনালে খেলেন পাঁচ বছর আগে, ফুটবলে এশিয়া কাপে দু'বার ফাইনালে খেলেছিলেন।

আবেগে ভেসে যাওয়া ভালো, তবে নাচতে গিয়ে অতীত ভুলে গেলে ভবিষ্যৎ আঁধার। খেলায় ভারতের মেয়েরা দুয়ার ভেঙেছে অনেক আগেই। কমলজিৎ সাধু, পিটি ঊষা, অঞ্জু ববি জর্জ, গীতা জুৎসি, সাইনি উইলসন, সানিয়া মির্জাদের আগে ছিলেন আরতি সাহা, যিনি পেরিয়েছিলেন ইংলিশ চ্যানেল।

বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট সুব্রতা দেবনাথকে কলকাতা মনেই রাখেনি। মনেই রাখেনি আরেক সাড়া ফেলে দেওয়া অ্যাথলিট রীতা সেনকে, যিনি মহিলাদের খেলায় আর এক ভগীরথ। ক্রিকেটার শ্রীরূপা বসু, শিরিন কিয়াস কনট্রাক্টর আজ আর নেই। শ্রীরূপা-শিরিনদের সময়ে রুনা বসু, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য, গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা চক্রবর্তী, মিঠু মুখোপাধ্যায়েরা কঠিন লড়াই করেছিলেন ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠার জন্য। ক'জন তাঁদের পাশে ছিল তখন?

ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলে জাতীয় দলে খেলা, লিমকা বুক অফ রেকর্ডে নাম ঢোকানো শিরিন তখন হয়ে উঠেছিলেন ভারতেই একটা নাম। গাভাসকারের শহরে তখন উঠে এসেছেন ডায়ানা এডুলজি, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের শহর থেকে শান্তা রঙ্গস্বামী। শান্তা বা ডায়ানার সঙ্গে জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিতেন শিরিন সহ বঙ্গ মহিলা ক্রিকেটের আসল ভগীরথরা। মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে যে বাঙালিরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, তাঁদের উচিত রুনা, লোপামুদ্রা, শিরিনদের যন্ত্রণার গল্প শোনা। তখনকার সমাজ, তখনকার দর্শক, তখনকার মহিলারা কীভাবে তাঁদের হেনস্তাই করে গেছেন। আসল লড়াইটা ছিল তাঁদেরই। বা আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল গায়েন, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ক্রীড়াকর্ত্রীদের। যাঁরা মেয়েদের টেনে আনতেন খেলায়। এখন সেই ক্রীড়াকর্ত্রীরাই বা কোথায়?

শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, শুক্লা দত্তদের সময়ে বাংলার ফুটবল দেশে এক নম্বর ছিল। তারপর হাবুডুবু খাচ্ছে। যে মেয়েটির গোলে বাংলা শেষবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২৮ বছর আগে, সেই বন্দনা পালকে উপেক্ষার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছি আমরাই। জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। বাংলার নারীবাদীরা কিন্তু এসব খবরটুকু রাখেননি। এখন যেমন দল বেঁধে পোস্ট করছেন ফেসবুকে, এঁদের জন্য মহিলাদেরই কোনও মাথাব্যথাই দেখা যায়নি। ক'জন মহিলা দর্শক যান মাঠে, স্থানীয় খেলায়? একটা সময় সব খেলায় দেশের মধ্যে বাংলার মেয়েরাই এগিয়েছিলেন। সেদিন গেছে বহুদিন। আর যাঁরা মেয়ে ক্রিকেটারদের অসাধারণ সাফল্যে ভালো লেখা লিখছেন, তাঁরা এসব নিয়ে অনেক আগে সোচ্চার হলে, নিজেদের মেয়েদের খেলার মাঠে পাঠালে ভারতীয় ক্রিকেট দলে মাত্র একজন বাঙালি থাকতেন না। এখন ছেলেদের জাতীয় ফুটবল দলে বাংলার প্রতিনিধি মাত্র দুই, মেয়েদের জাতীয় দলে ৪। সেই মেয়েদের চিনি কি? তবে আমরা তো গড্ডালিকা স্রোতেই গা ভাসাতে থাকি। একজন স্বপ্না বর্মন বেরোলে, তাঁকে নিয়ে হইচই করি দু'দিন। তারপর ভুলে যাই।

একটা সময় মেয়েরা ছোট পোশাকে খেলছে বলে মাঠে ভিড় হত মানুষের। সেই দিনটা অনেকদিন আগেই কেটে গিয়েছে। তবুও এখনও মালদার চণ্ডীপুরের মতো জায়গায় মেয়েদের খেলায় বাধা তৈরি করে অনেক গ্রামবাসী। সরকারি সিনিয়ার মাদ্রাসায় মেয়েদের গেমস টিচারের অস্তিত্ব থাকে না। টেনিসের সানিয়া মির্জা, ক্রিকেটের নুসিদ আল খাদিন, বক্সিংয়ের নিখাদ জারিন কেউ প্রভাব ফেলতে পারেননি বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে।

জলপাইগুড়ির রাস্তায় অর্ধসমাপ্ত স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় মা-মেয়ে। মেয়ে আবদার করে, ক্রিকেট খেলবে সে। তারপর চারদিক তাকায় মা ও মেয়ে। চারদিকে তো সব ছেলেরা। ও মা, মেয়েদের ক্রিকেট খেলার কোচিং ক্যাম্প কোথায় এ শহরে?

লিডারশিপ গ্রুপে রিচা

বিক্রির পথে আরসিবি

মুম্বই, ৬ নভম্বের : বিশ্বজয়ের জের। একের পর এক সংবর্ধনা ও উদযাপনের মধ্যেই নতুন গুরুদায়িত্ব চাপতে চলেছে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের কাঁধে। আগামী বছরের ডব্লিউপিএলের জন্য বৃহস্পতিবার চার ক্রিকেটারকে রিটেন করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি। অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা, অজি অলরাউন্ডার অ্যালিসা পেরির সঙ্গে রয়েছেন রিচা। এবং রিচার মধ্যে যে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হওয়ার সবরকম মশলা রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ।

ডব্লিউপিএলের জন্য আরসিবি-র নতুন হেড কোচ মালোলান রঙ্গরাজন বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'রিচা যেভাবে ঝুঁকি নেয়, চাপের পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সামলায় একদম সেটাই আমরা চাইছি নিজেদের ব্যাটিং অর্ডারে। ভবিষ্যতে ওর অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনাও আমরা দেখছি।'

রিচাদের ধরে রাখার মধ্যেই আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজির বিক্রির কথা সামনে এসেছে। ১৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম আইপিএল ট্রফি জয়ের ৬ মাসের মধ্যে বিক্রি হতে চলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানাধীন বহুজাতিক সংস্থা দিয়াজিও, যারা পানীয় ও অ্যালকোহলের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বুধবার রাতে দিয়াজিও জানিয়েছে, তারা আইপিএলের সঙ্গে ডব্লিউপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিও বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তারা বিষয়টিকে 'কৌশলগত পুনর্বিবেচনা' হিসেবে উল্লেখ করেছে। এবং সংস্থা আশাবাদী, আগামী বছরের ৩১ মার্চের আগে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যাবে। তারা পরিষ্কার করে দিয়েছে, তাদের এই পদক্ষেপের বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে তারা ইতিমধ্যেই অবগত করেছে। তবে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা, মালিকানা বদলের প্রক্রিয়ায় মধ্যেও আঁচ পড়বে না নতুন মরশুমের জন্য দল গঠনে।

> রিচা যেভাবে ঝুঁকি নেয়, চাপের পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় সামলায় একদম সেটাই আমরা চাইছি নিজেদের ব্যাটিং অর্ডারে। ভবিষ্যতে ওর অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনাও আমরা দেখছি।
>
> **মালোলান রঙ্গরাজন**
> (ডব্লিউপিএলে আরসিবি-র নতুন কোচ)

২০২৪ সালে আরসিবি-র জার্সিতে ডব্লিউপিএল জিতেছিলেন রিচা ঘোষ।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিলেন হরমনপ্রীত কাউর।

'তোমরা এখন রোল মডেল'

রিচাদের প্রশংসায় রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : 'তোমাদের সবার উঠে আসা দেশের নানা প্রান্ত থেকে। ভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে। এবং ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে। তারপরও দল হিসেবে তোমাদের পরিচয় একটাই-ভারত। তোমারা তুলে ধরেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এভাবেই বর্ণনা করলেন হরমনপ্রীত কাউরের বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর এবার রাষ্ট্রপতি। বিশ্বজয়ের পর গতকাল মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব সেরেছিলেন স্মৃতি মান্ধানারা। বৃহস্পতিবার তাঁদের গন্তব্য ছিল রাষ্ট্রপতি ভবন। সেখানে দ্রৌপদীর হাতে হরমনরা তুলে দিলেন নিজেদের সই করা ভারতীয় দলের জার্সি।

৫০ ওভারের ক্রিকেটে রিচা ঘোষদের এই বিশ্বজয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রেরণা জোগাবে আগামী প্রজন্মের মেয়েদের। একথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির মন্তব্য, 'তোমরা আগামী প্রজন্মের রোল মডেল। বিশেষ করে মেয়েরা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রেরণা পাবে তোমাদের এই জয় থেকে।'

তবে এখানেই থেমে যাওয়া নয়। এ এক নতুন যুগের শুরু। তাই দীপ্তি শর্মাদের ওপর ভরসা দেখিয়ে দ্রৌপদী আশাবাদী, ভবিষ্যতেও এভাবেই বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের দাপট বজায় রাখবেন তাঁরা।

সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে জয়ের পর জেমিমা রডরিগেজ-স্মৃতিরা স্বীকার করেছিলেন বিশ্বকাপের সময় ঘুমহীন চোখে তাঁদের একাধিক রাত কেটেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'এমনও সময় গিয়েছে, যখন ওরা রাতে ঘুমোতে পারেনি। তবে শেষপর্যন্ত ওরা সব বাধা অতিক্রম করতে পেরেছে।'

তবে দ্রৌপদীর মতে, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে পারাটাই দৃঢ় বিশ্বাস জুগিয়েছিল ভারতবাসীর মনে। তাঁর কথায়, 'তখনই বুঝেছিলাম আমাদের মেয়েরা পারবে।'

রাষ্ট্রপতির কথায় উঠে আসে ভারতীয় দলের হেড কোচ অমল মজুমদার, সহকারী কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের প্রশংসাও।

অজি বধের রঙিন 'স্ক্রিপ্ট' লিখলেন অক্ষর

ব্যাটে-বলে নজর কেড়ে চতুর্থ টি২০-তে ম্যাচের সেরা হলেন অক্ষর প্যাটেল। তাঁকে অভিনন্দন অর্শদীপ সিংয়ের। বৃহস্পতিবার গোল্ড কোস্টে।

ভারত-১৬৭/৮
অস্ট্রেলিয়া-১১৯
(ভারত ৪৮ রানে জয়ী)

গোল্ড কোস্ট, ৬ নভেম্বর : ভারতের ব্যাটিংয়ের পর ইনিংস ব্রেক। ডাগআউটে গৌতম গম্ভীরের স্পেশাল ক্লাস। শ্রোতা সূর্যকুমার যাদব। শেষমুহূর্তের টিপস! ছাত্রের কানে হয়তো ঢুকিয়ে দিচ্ছেন ১৬৭-র পুঁজি নিয়ে প্রতিপক্ষকে আটকানোর গুরুমন্ত্র।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসজুড়ে যেন সেই গুরুমন্ত্রের ঝাঁঝ। মিচেল মার্শ, টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসরা ব্যর্থ পেস-স্পিনের মিশেলে তৈরি ভারতীয় বোলিংয়ের চক্রব্যূহ ভাঙতে। আটকে গেলেন দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও।

ফল যা হওয়ার তাই। কারারা ওভালে ব্যাটে-বলে টিম ইন্ডিয়ার রোমাঞ্চকর ক্রিকেটের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ অজিদের। ১১৯ রানে ক্যাঙারুদের লম্ফঝম্প থামিয়ে গোল্ড কোস্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বাজিমাত। ৪৮ রানে জিতে সিরিজে ২-১ লিড। সিরিজ হারছে না নিশ্চিত।

শনিবার ব্রিসবেনে পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে সুযোগ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে আরও এক স্মরণীয় সিরিজ জয়ের। এদিনের নায়ক অক্ষর প্যাটেল। ব্যাটিংয়ে ঝোড়ো ফিনিশের (১১ বলে অপরাজিত ২১) পর বল হাতে (২/২০) শুরুতে ম্যাথু শর্ট, জোশ ইনগ্লিসকে ফেরালেন। অলরাউন্ড শোয়ে যোগ্য সংগত শিবম দুবের (২০ রান ও ২ উইকেট)। সবশেষে ওয়াশিংটন সুন্দরে (৫/৩) স্পিন-চমকে সহজে বৈতরণি পাড়।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেন মার্শ। অজি দলে চার-চারটি পরিবর্তন। এরমধ্যে প্রত্যাবর্তন বহু যুদ্ধের দুই সেনানি ম্যাক্সওয়েল ও অ্যাডাম জাম্পার। ভারত অপরিবর্তিত। সূর্য জানিয়ে দেন, শিশিরের সমস্যা না থাকলে আগে ব্যাটিং কারারা ওভালে উইনিং ফ্যাক্টর।

সূর্যর হিসেব মেলাতে মঞ্চ গড়লেন ব্যাটাররাই। বড় ইনিংস সেভাবে কেউ না পেলেও 'বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু তৈরি'-র চেষ্টা আলো দেখাল। 'ড্রপ ইন পিচ'। ফলে আনইভেন বাউন্স। ব্যাটারদের কাজ সহজ ছিল না। অভিষেক শর্মার ইনিংসজুড়ে তারই প্রতিফলন।

দ্বিতীয় বলেই ক্যাচ দিয়ে বসেছিলেন। জেভিয়ার বার্টলেটের ভুলে জীবন পান। বাকি সময়েও বিক্ষিপ্ত কিছু শট বাদ দিলে অভিষেককে বেশ প্লান দেখাল। তুলনায় পাওয়ার প্লেতে দৃষ্টিনন্দন ক্রিকেটীয় শটে রিংটোন সেট করছিলেন শুভমান গিল।

গতকাল প্র্যাকটিসে শুভমানের সঙ্গে একান্তে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় গম্ভীরকে। খবর, শুভমানের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন কোচ। এদিন তাই বাড়তি তাগিদ। পাওয়ার প্লে-তে বড় স্কোর (৪৯) না উঠলেও উইকেট বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শুভমান-অভিষেক।

জাম্পা আক্রমণে আসতেই অবশ্য রংবদল। ছক্কা হাঁকিয়ে টি২০-তে অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলারকে স্বাগত জানান অভিষেক। জাম্পা যার পালটা জবাবে অভিষেককে ডাগআউটের রাস্তা দেখিয়ে দেন। তুলে মারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরোদস্তুর বলের নীচে ব্যাট নিয়ে যেতে পারেননি এক নম্বর টি২০ ব্যাটার অভিষেক (২৮)।

তিনে শিবম! কখনও তিলক ভার্মা, কখনও সঞ্জু স্যামসন, এদিন শিবম (১৮ বলে ২২)! আজ পরিকল্পনা খানিকটা সফল। সম্ভাবনা দেখিয়ে সূর্যর ইনিংস (১০ বলে ২০) দীর্ঘ হয়নি। সূর্য ফিরতে ধস। ১২১/২ থেকে ১৩৬/৬। শেষপর্যন্ত অক্ষরের ক্যামিও ইনিংসের (২১) সৌজন্যে ১৬৭-তে পৌঁছে যাওয়া। জাম্পা ও নাথান এলিস তিনটি করে উইকেট নেন।

১৬৭ বড় স্কোর না হলেও সহজও নয়। বিশেষত এদিন কারারা ওভালের পিচ, পরিস্থিতিতে। কিছু বল নীচু হচ্ছিল, তেমনই কয়েকটা বুক উচ্চতায় লাফাল। এর একটাতে হালকা চোটও পান অভিষেক। তবে শর্ট-মিচেল মার্শ জুটির ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে স্কোরটা শুরুতে কঠিন দেখাচ্ছিল না।

অস্ট্রেলিয়া একসময় ৬৭/১ ছিল। দরকার ঠিক ১০১ রান। হাতে তখনও প্রায় ১২ ওভার এবং ৯ উইকেট। কিন্তু শর্টের (২৫) পর ইনগ্লিসকে (১২) ফিরিয়ে ব্রেক লাগান অক্ষর। এরপর শিবমের ঝোলায় মার্শ (৩০), ডেভিড (১৪)। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ম্যাক্সওয়েলের (৪ বলে ২) উইকেট বরুণ চক্রবর্তী ছিটকে দেওয়ার পর ম্যাচ কার্যত সূর্যদের মুঠোয়।

শেষ অঙ্কে সুন্দরের ৮ বলের ম্যাজিক স্পেলের পর সেই মুঠি আর আলগা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। নিটফল, হোবার্টের পর গোল্ড কোস্টেও অজিভূমে তেরঙার আস্ফালন। প্রশ্ন, শনিবার ব্রিসবেনের নির্ণায়ক ম্যাচে ছবিটা বজায় থাকবে তো? নাকি অজি-প্রত্যাঘাতে সিরিজ জয় আটকে যাবে? উত্তর আপাতত সময়ের হাতে।

সিরিজে ২-১ লিড ভারতের

রেল রোকো অভিযানে বাংলার নেতা সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : বদলে গেল পরিকল্পনা। বদলে গেল অধিনায়কও।

সিএবি ও বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের অনুপস্থিতিতে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে বাংলার নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত শাহবাজ বাংলার অধিনায়ক হচ্ছেন না। কারণ, লাল বলের ক্রিকেটে অতীতে কখনও নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকা শাহবাজ বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নেতৃত্বে আগ্রহী নন। বৃহস্পতিবার সকালে সুরাটে রেলওয়েজ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল বাংলা দল। আর অনুশীলনের সময়ই শাহবাজ তাঁর ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে জানান

নেতৃত্বে রাজি নন শাহবাজ

বলে খবর।

শাহবাজের কথা শোনার পর বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদারকে অনুরোধ করা হয়েছিল দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। তিনিও রাজি হননি। ফলে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে সুদীপ ঘরামিকে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার অধিনায়ক করা হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন সন্ধ্যার দিকে বলছিলেন, 'শাহবাজ রাজি না হওয়ার কারণে আমরা সুদীপকে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছি। দেখা যাক রেলওয়েজ ম্যাচে কেমন করে ও।'

এদিকে, ত্রিপুরা ম্যাচের ধাক্কা সামলে আজ থেকে রেল রোকো অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিল বাংলা। সকালে সুরাটের মাঠে প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন হয়েছে আজ। জোর দেওয়া হয়েছে ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ে। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম একাদশ অনেকটাই বদলে যেতে চলেছে রেলওয়েজ ম্যাচে। যদিও প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করেনি বাংলা। আজ সকালে অনুশীলনের মাঝে পিচ দেখে কোচ লক্ষ্মীরতনের মনে হয়েছে, ভালো ব্যাটিং উইকেট। তবে দ্বিতীয় দিন থেকে বল ঘুরতে পারে। তাই অতিরিক্ত স্পিনার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাংলা শিবিরে। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। দেখা যাক কী হয়। সুরাটের পিচ ভালো। ব্যাটাররা সহায়তা পাবে। পরের দিকে বল ঘুরবেও।'

শতরান জুরেলের, চোট পেলেন পন্থ

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : চোট সারিয়ে প্রায় চার মাস পর ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরেছেন তারকা উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ।

দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম বেসরকারি টেস্টে অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেছিলেন ঋষভ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজেও ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরেই বিপত্তি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে চোট পেয়েছেন ঋষভ পন্থ।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিনে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রোটিয়ারা। ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। ফর্মে থাকা লোকেশ রাহুল (১৯) এদিন রান পাননি। এছাড়াও অভিমন্যু ঈশ্বরণ (০), বি সাই সুদর্শন (১৭) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (৫) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। অধিনায়ক ঋষভ ২৪ রান করে আউট হন। তবে আউট হওয়ার ঠিক আগের বলেই আঙুলে চোট পেয়েছিলেন এই উইকেটকিপার। তবে চোট কতটা গুরুতর সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে তাঁকে ঘিরে অশনিসংকেত তৈরি হয়েছে ভারতীয় শিবিরে।

এদিকে, প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে দিনের শেষে সবকটি উইকেট হারিয়ে ভারতীয় দলের সংগ্রহ ২৫৫ রান। সেঞ্চুরি করেন ধ্রুব জুরেল। তিনি ১৭৫ বলে ১৩২ রান করে আউট হন। জুরেলের এই ইনিংস দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। পাডিক্কাল ও সুদর্শনের রান না পাওয়াটা চাপে রাখছে ভারতকে।

দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে আঙুলে চোট লাগল ঋষভ পন্থের।

দলগত ব্যাটিংকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন সূর্য

গোল্ড কোস্ট, ৬ নভেম্বর : কারারা ওভাল।

গোল্ড কোস্টের এই মাঠ মূলত ফুটবলের জন্য পরিচিত। নিয়মিত অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল লিগের ম্যাচ হয়ে থাকে। মাঠের বাউন্ডারি থেকে পিচে তারই প্রভাব। বিশেষত মাঝের বাইশ গজ। ড্রপ ইন উইকেটের কারণে ব্যাটারদের জন্য অসমান বাউন্সের চ্যালেঞ্জ। সূর্যকুমার যাদবের দাবি, যে চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে জয়ের রাস্তা তৈরি করেছে ব্যাটাররাই। পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং কারারা ওভালের পিচে মানিয়ে নেওয়ার সুফল ১৬৭-তে পৌঁছে যাওয়া। যুক্তি, অন্যান্য পিচে এই রান তুলনামূলক সহজ দেখালেও এখানের ছবিটা ভিন্ন।

২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্বাস নিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্য বলেছেন, 'আমার মতে, কৃতিত্বটা পুরো ব্যাটিং বিভাগের প্রাপ্য। শুভমান গিল ও অভিষেক শর্মা দারুণ শুরু করল। ওরা বুঝে গিয়েছিল এটা ২০০-২২০ রানের পিচ নয়। অত্যন্ত স্মার্ট ব্যাটিং। ব্যাটিংয়ে পুরোদস্তুর দলগত প্রয়াস।'

পিচ দেখার পর গতকালই পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। এদিন ইনিংস ব্রেকে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা। মাঠে নেমে তারই পুরোদস্তুর বাস্তবায়ন। অজি ব্যাটারদের কাছে যার উত্তর ছিল না। সূর্যের মতে, হালকা শিশিরের প্রভাব ছিল রাতের দিকে। কিন্তু বোলাররা যে চ্যালেঞ্জেও ভালোমতো উতরে গিয়েছে।

বোলিং পরিবর্তনেও এদিন মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন সূর্য। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট প্রশংসা ভরিয়ে দেন শিবম দুবে ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে দারুণভাবে ব্যবহারের জন্য। জবাবে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'প্রতিটি বোলারকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ২-৩ ওভার করাতে ভালো লাগে। আমাদের যে কম্বিনেশন বেশ কার্যকর। আর যখন যার হাতে বল তুলে দিয়েছি, তারা সেই ভরসার মর্যাদা রেখেছে।'

নিখুঁত পরিকল্পনাতেই সফল অক্ষর

ম্যাচের সেরা অক্ষর প্যাটেল। সাত নম্বরে নেমে শেষদিকে ঝোড়ো ইনিংসের পর নিয়ন্ত্রিত বোলিং। অক্ষরের মতে, লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিংয়ের ফলে পিচ কীরকম আচরণ করছে, তা বুঝে গিয়েছিলেন। সতীর্থ টপ অর্ডার ব্যাটারদের থেকে জেনেও নিয়েছিলেন। সেই মাফিক ব্যাটিং-পরিকল্পনা। পাশাপাশি ব্যাটারদের শক্তি-দুর্বলতার কথা মাথায় রেখে বোলিং ছক তৈরি করেছিলেন। লাইন-লেংথ, গতির পরিবর্তন করেছেন। সুফল সবার সামনে।

অক্ষর যদি নায়ক হন, তাহলে দোসর নিঃসন্দেহে শিবম। ব্যাটে-বলে একইভাবে প্রভাব ফেলেছেন। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তারকা অলরাউন্ডার বলেছেন, '১৬৭ এই মাঠে ভালো স্কোর। আমাদের বোলিংও বেশ শক্তিশালী। গোটা দল যার ওপর আস্থা রেখেছিল। টি২০ ম্যাচে যে কোনও সময় কোনও ব্যাটার মেরে দিতে পারে। তবে এই মাঠের সাইড বাউন্ডারি অত্যন্ত বড়। সেটাই কাজে লাগিয়েছি আমরা।'

টানা দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ জয়ের সুযোগ হারিয়ে স্বভাবতই হতাশ অজি শিবির। যা মানতে পারছেন না অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। বিশেষ করে ভারতকে ১৬৭-তে আটকে দিয়ে ১১৯ রানে গুটিয়ে যাওয়ার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। মেনে নিচ্ছেন ভারতীয় দলের দক্ষতাও। পাশাপাশি মার্শের বিশ্বাস, যাঁরা দলে নতুন এসেছেন, তাঁরা পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর উল্লাস ভারতীয় দলের। বৃহস্পতিবার।

বরুণের দখলেই শীর্ষস্থান

অভিষেককে শেখাতে গিয়েই 'কোচ' যুবরাজ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : নিজের কেরিয়ারজুড়ে হাজারো মণিমুক্তো ছড়ান। ভারতের একাধিক বিশ্বকাপ জয়ের কারিগর ছিলেন। পেয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ারের সম্মান। শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের ভিড়েও যুবরাজ সিং আলাদা পরিচিতি আদায় করে নেন। আপাতত যুবি ব্যস্ত ছাত্র গড়ার কাজে।

শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর চলছে প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যদের শান দেওয়ার কাজ। এদিন যেমন অভিষেককে শেখাতে গিয়ে নিজের কোচ হয়ে ওঠার গল্প শোনালেন। জানালেন, কীভাবে জেনেছেন কোচিং করাতে কী কী প্রয়োজন, তরুণ প্রতিভাকে দিশা দেখাতে একজন কোচের কী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।

যুবরাজ বলেছেন, 'অভিষেকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমিও কোচিং সম্পর্কিত বিষয়গুলি রপ্ত করেছি। বুঝেছি কোচ হতে গেলে কী কী করতে হয়। অথবা মেন্টর হিসেবে আমার কী করণীয়। শিখেছি কীভাবে একজন তরুণ প্রতিভাকে সাহায্য করতে হয়। এখন অভিষেকের মধ্যে যে ওয়ার্ক-এথিক দেখছেন, তা কিন্তু ৫-৬ মাসের নয়। বছরের পর বছর পরিশ্রম, অধ্যবসায়ের ফল এটা।'

বাকি বিশ্ব যা প্রত্যক্ষ করছে। সুফল, সবে শুরু কেরিয়ারে টি২০ ফর্ম্যাটে সেরা ব্যাটারের স্বীকৃতি। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন অভিষেক। ৯২৫ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট ও সতীর্থ তিলক ভার্মা পিছনে ফেলে 'যুবি-ছাত্রের' দাপট অব্যাহত।

সেই গর্ব নিয়ে যুবরাজ আরও বলেছেন, 'নিজের ব্যাটিং নিয়ে গত ৪-৫ বছর ধরেই ঘাম ঝরাচ্ছে অভিষেক। গত ৮-৯ মাসে সেই ঝলক দেখছে। কিন্তু সবাই জানে না, এর নেপথ্যে রয়েছে দিনের পর দিন পরিশ্রম। শুরুটা হয়েছিল ওদের দুজনকে টিপস দেওয়া থেকে। তখন আমি নিজেও খেলছি। ক্রিকেটকে পুরোপুরি বিদায় বলিনি। আর এভাবে অভিষেকদের শেখাতে শেখাতেই আমার কোচ হয়ে ওঠা।'

এদিকে, অভিষেকের সতীর্থ বরুণ চক্রবর্তীর স্বপ্নের দৌড়ও অব্যাহত। আইসিসি টি২০ র‍্যাংকিংয়ে দখলে রেখেছেন সেরা বোলারের মুকুট। পিছনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন, আফগানিস্তানের রশিদ খান। বরুণ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বোলার সেরা দশে জায়গা পাননি। গত কয়েক ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকার জের, অ্যাডাম জাম্পা চতুর্থ স্থান থেকে পিছিয়ে সপ্তমে। জোশ হ্যাজেলউড দশ নম্বরে।

ইডেনে হয়তো সেমিফাইনাল সহ ৪ ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সরকারি ঘোষণাও হয়নি। তবে সব ঠিকমতো চললে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। ফাইনাল হওয়ার কথা ৮ মার্চ আহমেদাবাদে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মোট ২০টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হচ্ছে। প্রতি গ্রুপে থাকবে পাঁচটি করে দল। চার গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে সুপার এইট পর্বে। সেখানে আটটি দলকে ফের দুটি গ্রুপে রাখা হবে। দুই গ্রুপের সেরা চার দল খেলবে সেমিফাইনাল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ মুম্বইয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে আসন্ন কুড়ির বিশ্বকাপ নিয়ে। সেই বৈঠকের পর জানা গিয়েছে, ৮ মার্চ আহমেদাবাদে হবে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল। যদি পাকিস্তান ফাইনালে ওঠে তাহলে আহমেদাবাদের পরিবর্তে কলম্বোয় হবে ফাইনাল। কারণ, ভারতের পাশাপাশি কুড়ির বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কাও। কলম্বো ও ক্যান্ডিতেও বিশ্বকাপের বেশ কিছু ম্যাচ হওয়ার কথা।

কুড়ির বিশ্বকাপ ভাবনার মধ্যেই সামনে এসেছে সেই পরিচিত প্রশ্ন, ইডেন গার্ডেন্সে কয়টি ম্যাচ হবে? জানা গিয়েছে, কুড়ির বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল সহ অন্তত চারটি ম্যাচ পাওয়ার আশায় রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু,

কুড়ির বিশ্বকাপ ফাইনাল আহমেদাবাদে

চেন্নাইয়ের পাশে কলকাতার নামও ঘুরছে বড় ম্যাচের জন্য। আজ রাতের দিকে সিএবি-র শীর্ষকর্তারাও বিশ্বকাপ আয়োজনের পাশে ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। জানা গিয়েছে, সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে কুড়ির বিশ্বকাপের বেশ কয়েকটি ম্যাচ নিয়ে আসতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। সচিব বাবলু কোলে রাতের দিকে বলছিলেন, 'দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হবে আর ইডেনে বড় ম্যাচ হবে না, এমনটা হয় না। সৌরভ চেষ্টা করছেন বেশ কয়েকটি ভালো ম্যাচ ইডেনে নিয়ে আসার।' ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সহ পাঁচটি ম্যাচ হয়েছিল। এবারও তেমন কিছুর আশায় রয়েছে সিএবি।

রায়না-ধাওয়ানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : অনলাইন বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আগেই উঠেছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। সেই সূত্র ধরেই এবার সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল ইডি। জানা গিয়েছে, দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারের মোট ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আজ। অভিযোগ, জাতীয় দলের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার সব জেনেই অনলাইন বেটিংয়ের একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সংস্থার হয়ে প্রচারমূলক কাজও করেছেন। যুবরাজ সিং, রবিন উথাপ্পাদেরও ইডি'র তরফে আগে তলব করা হয়েছিল। যদিও রাত পর্যন্ত যুবরাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার খবর জানা যায়নি। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে আগেই দেশে অনলাইন বেটিং সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পরও অনলাইন বেটিং অ্যাপের সঙ্গে রায়নাদের যোগাযোগ রয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে চলেছেন রায়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : ভারতীয় দলের জাতীয় শিবিরে ডাক পেতে চলেছেন বেঙ্গালুরু এফসি-র অস্ট্রেলীয় তারকা রায়ান উইলিয়ামস।

যদিও এই অজি উইঙ্গারকে আর ওদেশের ফুটবলার বলা যাবে না। কারণ তিনি অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট সমর্পণ করে ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেন। যা ইতিমধ্যেই গ্রাহ্য হয়েছে। তবে এখনও অস্ট্রেলিয়া থেকে এনওসি না আসায় সরকারিভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে শিবিরে ডাকতে পারেনি। যদিও মনে করা হচ্ছে, দুই-একদিনের মধ্যেই তিনি প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তিনি। আরাতা ইজুমির পর তিনিই প্রথম বিদেশি নাগরিক, যিনি এদেশের নাগরিকত্ব নিলেন ভারতের জাতীয় দলে খেলার জন্য। তিনি এদেশের নাগরিক হওয়ার পর নাম নেন নীলকণ্ঠ। আরাতার বাবা ছিলেন ভারতীয়। সেখানে রায়ানের মায়ের পরিবার মুম্বইয়ের। তবে তাঁরাও নিখাদ ভারতীয় নন। ওখানকার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের অংশ ছিল রায়ানের মা অড্রের পরিবার। তাঁর

ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে আইএসএল খেলা অস্ট্রেলিয়ার রায়ান উইলিয়ামসকে।

দাদু ১৯৫০ সালে মুম্বইয়ের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলেন। তবে রায়ানের বাবা কেন্ট ইংল্যান্ডের মানুষ। তিনি পরে পরিবার নিয়ে পার্থে চলে যান। সেখানেই জন্ম রায়ানের। তিনি বয়সভিত্তিক দলে তো বটেই অস্ট্রেলিয়া সিনিয়ার দলের হয়েও একটি ম্যাচ খেলেন। আইএসএলে খেলতে এসেই তিনি এদেশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৩ সালে বেঙ্গালুরু এফসির হয়ে খেলতে আসা রায়ান ভারতের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করেন ছয় মাস আগেই।

ডাক পেতে পারেন অবনীত ভারতীও

এই অজি উইঙ্গার ছাড়াও জাতীয় শিবিরে ডাক পেতে চলেছেন ২৭ বছরের ডিফেন্ডার অবনীত ভারতী। তিনি ভারতের নাগরিক হলেও এতদিন ছিলেন বলিভিয়ায়। সেখানকার প্রথম ডিভিশন ক্লাব অ্যাকাডেমিয়া ডেল বালোমপিতে খেলেন। যদিও কেউ কেউ মনে করছেন, অবনীতকে শেষপর্যন্ত খালিদ জামিলের পছন্দ নাও হতে পারে।

রুদ্ধশ্বাস ড্র বার্সার, সহজ জয় সিটির

ব্রাগা ও ম্যাঞ্চেস্টার, ৬ নভেম্বর : ক্লাব ব্রাগার কাছে আটকে গেল বার্সেলোনা। অন্যদিকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ছোট দলের বড় চমক! বার্সা-ব্রাগা ম্যাচকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়। শক্তির নিরিখে দেখলে দুই দলের আকাশপাতাল পার্থক্য। তবে মাঠের লড়াইয়ে ৯০ মিনিটই বার্সেলোনাকে চাপে রাখল ক্লাব ব্রাগা। ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র। ৬ মিনিটে প্রথম গোল বেলজিয়ামের ক্লাবটির। সমতা ফেরাতে খুব বেশি সময় নেয়নি কাতালান জায়েন্টরা। ৮ মিনিটে বার্সেলোনার হয়ে গোল করেন ফেরান টোরেস। ১৭ মিনিটে কার্লোস ফোর্বসের গোলে ফের এগিয়ে যায় ব্রাগা।

ম্যাচের শুরু থেকে বল দখলের লড়াইয়ে বার্সা এগিয়ে থাকলেও গতিকে অস্ত্র করে বারবার বিপক্ষ রক্ষণে হানা দিল ব্রাগা। ৬১ মিনিটে গোল করে দ্বিতীয়বার বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান লামিনে ইয়ামাল। দুই মিনিটের ব্যবধানে আবারও ব্রাগাকে এগিয়ে দেন সেই ফোর্বস। ৭৭ মিনিটে ইয়ামালের কোনাকুনি শট ব্রাগার ক্রিস্টোস জোলিসের মাথা ছুঁয়ে গোলে ঢুকে যায়। ওই আত্মঘাতী গোলের সুবাদেই ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল কাতালান ক্লাবটি। যদিও বিরতির আগে কার্যত ফাঁকা গোলে টোরেসের শট লক্ষ্যে থাকলে বা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ইয়ামাল সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ফল অন্যরকম হতেই পারত।

অন্যদিকে, ডর্টমুন্ডকে ৪-১ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। জোড়া গোল করলেন ফিল ফোডেন। স্কোর শিটে নাম তুললেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও রায়ান শেরকি। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ফোডেন ও হাল্যান্ডের করা গোলে এগিয়ে যায় সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৩-০ করেন ফোডেন। মাঝে ৭২ মিনিটে একটি গোল শোধ করে ডর্টমুন্ড। সংযুক্তি সময়ে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন সিটির শেরকি।

ফলাফল

ক্লাব ব্রাগা ৩-৩ বার্সেলোনা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৪-১ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
কারাবাগ এফকে ২-২ চেলসি
ইন্টার মিলান ২-১ এফসি কাইরাত
আয়াখস আমস্টারডাম ০-৩ গালাতাসারে
বেনফিকা ০-১ বেয়ার লেভারকুসেন
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ২-০ অ্যাথলেটিক বিলবাও
মার্সেই ০-১ আটালান্টা
পাফোস এফসি ১-০ ভিয়ারিয়াল

জোড়া গোলের পর ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফিল ফোডেন।

গোল করলেও দলকে জেতাতে পারলেন না বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

লোথার ম্যাথাউস

কলকাতায় ম্যাথাউস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : কলকাতায় আসছেন লোথার ম্যাথাউস। বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে তিনি আসছেন ১৬ নভেম্বর। সেদিন বেশ কিছু অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেবেন বলে এদিন বেঙ্গল সুপার লিগের আয়োজক শ্রাচী স্পোর্টস থেকে জানানো হয়। ম্যাথাউস এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এদেশে আসতে চলেছেন। আশা করা হচ্ছে, বেঙ্গল সুপার লিগ শুরু হলে হয়তো পরবর্তী সময়ে তিনি আবারও আসতে পারেন।

ম্যাথাউস বেঙ্গল সুপার লিগের তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে দুই-একটি ওয়ার্কশপেও অংশ নিতে পারেন বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য থাকবে জার্মানির এই বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে দিয়ে তরুণ ফুটবলারদের উৎসাহিত করা। আগামী ডিসেম্বরে এই বেঙ্গল সুপার লিগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগেই এই বিশ্ববিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার আসায় টুর্নামেন্ট ঘিরে উৎসাহ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

বহিষ্কৃত দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : কলকাতা লিগে ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে অভিযুক্ত দুই কর্তাকে বহিষ্কার করল খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব।

গড়াপেটা চক্রে জড়িত একাধিক নাম একে একে প্রকাশ্যে আসছে। ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে আকাশ দাস এবং রাহুল সাহা নামে দুই ব্যক্তি খিদিরপুর ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দুজনকেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব। যা বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-কে চিঠি দিয়েও জানিয়ে দিয়েছে খিদিরপুর ক্লাব। দুই অভিযুক্তর ক্লাব তাঁবুতে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে বাংলা সাব-জুনিয়ার ফুটবল দল।

সাব-জুনিয়ার ফুটবলে সেরা বাংলা

অমৃতসর, ৬ নভেম্বর : দশ বছরের খরা কাটিয়ে সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা।

বৃহস্পতিবার ফাইনালে গৌতম ঘোষের প্রশিক্ষণাধীন বাংলা ৩-০ গোলে হারিয়েছে দিল্লিকে। বাংলার হয়ে হ্যাটট্রিক করে সাগ্নিক কুণ্ডু। ১২ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেয় সে। ৪১ মিনিটে দিল্লির থৈথৈবা মিতেই লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় তাদের দশজনে খেলতে হয়। ৭৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে সাগ্নিক। সংযোজিত সময়ে তৃতীয় গোলটি করে হ্যাটট্রিক করে সে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বয়সভিত্তিক দলে খেলা এই ফুটবলার প্রতিযোগিতায় ৯টি গোল করেছে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলার কোচ গৌতম বলেছেন, 'সমস্ত কৃতিত্ব ছেলেদের। ওরা প্রথমদিনই আমাকে কথা দিয়েছিল চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরব। সেই কথা ছেলেরা রেখেছে। এই দলের সব খেলোয়াড় প্রতিভাবান এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। ওদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।'

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সমস্ত কৃতিত্ব ফুটবলারদের ও কোচ গৌতম ঘোষের। ওরা আমাদেরকে গর্বিত করেছে।' এই দলের অনেক ফুটবলার বিভিন্ন দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাও পুরো দলটাকেই গৌতম ঘোষের তত্ত্বাবধানে এক ছাতার তলায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র।

রোনাল্ডোহীন আল নাসেরের সামনে বিধ্বস্ত এফসি গোয়া

আল নাসের-৪
(আব্দুলরহমান-২, মারান, ফেলিক্স)
এফসি গোয়া-০

রিয়াধ, ৬ নভেম্বর : ঘরের মাঠে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল এফসি গোয়া। তবে নিজেদের মাঠে গোয়াকে মাথা তুলতে দিল না আল নাসের। রিয়াধে তাদের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচে ৪-০ গোলে হার হজম করল মানোলো মার্কুয়েজ রোকার গোয়া।

'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর প্রতিবেদনে আগেই জানানো হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছাড়াই গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামছে আল নাসের। এদিন ১৮ জনের দলেও ছিলেন না পর্তুগিজ মহাতারকা। তবে ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সাদিও মানে, কিংসলে কোম্যান, জোয়াও ফেলিক্স, ইনিগো মার্টিনেজদেরও বেঞ্চে রেখে দল সাজান নাসের কোচ জোর্গে জেসুস। বলা চলে প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েও গোয়ার বিরুদ্ধে অনায়াসেই জয় ছিনিয়ে নিল সৌদির ক্লাবটি।

২০ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত আল নাসের। ওয়েসলের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৫ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে নাসেরকে এগিয়ে দেন আব্দুলরহমান ঘরীব। গোয়ার গোলকিপার হাতিক তিওয়ারি তখন যেন নীরব দর্শক। এরপরও আলি আলহাসান সুযোগ নষ্ট না করলে প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়তে পারত। ৫৩ মিনিটে নাসেরের দ্বিতীয় গোলটিও করেন আব্দুল রহমান। ৬৫ মিনিটে তৃতীয় গোল মহম্মদ মারানের। ৮৪ মিনিটে সাদিও মানের ক্রস দুর্দান্ত সাইডভলিতে জালে পাঠান ফেলিক্স। ম্যাচের সংযুক্তি সময় হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করেন ঘরীব। হৃতিককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। উলটোদিকে গোটা ম্যাচে গোয়ার পক্ষে ইতিবাচক সুযোগ তৈরি হল একবারই। ৬৩ মিনিটে বিপক্ষের গোল লক্ষ করে শট নেন ডেজান ড্রাজিচ। যদিও তা অনায়াসেই রুখে দেন নাসের গোলকিপার।

এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এসিএল টুয়ে 'ডি' গ্রুপের শীর্ষে রইল আল নাসের। অন্যদিকে টানা চার ম্যাচে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল গোয়া।

হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ নভেম্বর : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি 'বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়াম'-এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা হকির নতুন প্রাণকেন্দ্র এবার কলকাতার নবনির্মিত এই স্টেডিয়াম। ২২ হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের টার্ফ থেকে ওয়ার্ম আপ জোন, দুটি সুসজ্জিত সাজঘর, আম্পায়ার ও ভিডিও আম্পায়ারদের রুম, ডোপ টেস্ট, মেডিকেলের নির্দিষ্ট কক্ষ, ভিআইপি লাউঞ্জ সহ সমস্ত সুযোগসুবিধা মিলবে নতুন এই স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নতুন স্টেডিয়ামের উদ্বোধনে শামিল হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি বেঙ্গলের সভাপতি এবং রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু সহ অন্যরা। নবনির্মিত এই হকি স্টেডিয়াম ইতিমধ্যেই 'ক্যাটিগোরি ২' সার্টিফিকেট পেয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের যোগ্য এই টার্ফ। এদিকে, ৮ নভেম্বর শনিবার শুরু হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপ। ওই দিনই প্রথমবার বল গড়াবে কলকাতার নতুন এই টার্ফে।

সুপার কাপের সেমিতে মুম্বই

মারগাঁও, ৬ নভেম্বর : সুপার কাপে গ্রুপ 'ডি'-র শেষ ম্যাচে জিতল মুম্বই সিটি এফসি। বৃহস্পতিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্সকে। ৮৮ মিনিটে ফ্রেডির আত্মঘাতী গোলে জয় নিশ্চিত করে মুম্বই। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে গেল তারা।

কেরালা ব্লাস্টার্সও ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে কিন্তু হেড টু হেডের বিচারে গ্রুপ শীর্ষে থেকে নকআউটে উঠেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা। সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে এফসি গোয়ার।

ছাব্বিশের আইপিএলেও ধোনি-শো

চেন্নাই, ৬ নভেম্বর : এবারই কি শেষ?

আগামী আইপিএলে কি দেখা যাবে? মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ঘিরে এরকম প্রশ্ন নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরেই প্রশ্নগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে, আর চল্লিশের চালশেমিকে দুয়ো দিয়ে আইপিএলের বাইশ গজে হলুদ জার্সি গায়ে অব্যাহত মাহি-শো।

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর মিদাস টাচ অনেকদিনই ঠান্ডা ঘরে। মাঝেমধ্যে জ্বলে ওঠা বাদ দিলে নির্ভেজাল মাহি-আবেগটুকুই শুধু প্রাপ্তি। হাজারো, লাখো মাহিভক্ত যেটুকু হাতছাড়া করতে নারাজ! ক্রিকেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে থেকে সেই ভক্তদের এদিন সুখবর দিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশি বিশ্বনাথন।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন, ২০২৬ সালের মেগা লিগেও খেলবেন চুয়াল্লিশে পা রাখা ধোনি! এক সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেছেন কাশী বিশ্বনাথন। ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

দাবি চেন্নাইয়ের সিইও-র

এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'না। আগামী আইপিএলের আগে অবসর নিচ্ছেন না ধোনি।'

সিএসকে-র প্রিয় 'থালা' কবে অবসর নেবেন, তা নিয়ে চূড়ান্ত কিছু জানাননি কাশি। শেষকথা যে ধোনি বলবেন, তা ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে দেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে হেয়ালি রেখে চেন্নাইয়ের সিইও বলেছেন, 'আমি মাহির সঙ্গে কথা বলে তারপর এবিষয়ে জানাব।'

গত আইপিএলের পর এক সাক্ষাৎকারে ধোনি বলেছিলেন, 'হাতে এখনও মাস পাঁচেক সময় রয়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করব। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এখনই বলতে চাই না। আবার আগামী মেগা লিগে ফিরে আসব, সেটাও বলছি না।' সবমিলিয়ে মাহিকে ঘিরে গোলকধাঁধা জারি। বিশ্বনাথনের আজকের দাবির পর তা কমে কিনা, সেটাই দেখার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সমীর কুমার দাস - কে 16.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 44H 86681 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করার সাহস এবং প্রেরণা জুগিয়েছে। আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত আর কৃতজ্ঞ, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ যায় না। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন দলসিংপাড়া, ভার্নোবাড়ি

মাদারিহাট, ৬ নভেম্বর : জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও মাদারিহাট থানার পরিচালনায় ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে জয়গাঁ মহকুমায় ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে কাদম্বিনী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। মাদারিহাট হাইস্কুল মাঠে গোল করেন সায়ন রায়, সাঙ্গে তামাং ও আদিত্য থাপা। কাদম্বিনীর গোলটি রাকেশ রায়ের। প্রথম সেমিফাইনালে দলসিংপাড়া ২-০ গোলে আমবাড়ি বিপ্লব সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন হেমরাজ ভুজেল ও সাঙ্গে তামাং। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ভার্নোবাড়ি গার্লস টিম। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে বীরপাড়ার ডিটিওয়াইডিএফ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

ট্রিপল জাম্পে তৃতীয় মল্লিকা

আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : চেন্নাইয়ের জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ২৩তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে আজ ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিক্স টিমে আলিপুরদুয়ারের মল্লিকা রায় ট্রিপল জাম্পে ৪৫ বছর ঊর্ধ্ব বিভাগে তৃতীয় হয়েছেন।

পদক গলায় মল্লিকা রায়।